

# সংগীত

সপ্তম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



শিল্পী আশেশ কুমার চক্রবর্তী ও শিল্পী কৃষ্ণ আৰু পোস্টার

যুক্তিভূক্ত চলাকপীল পদ্ধতিজ্ঞী বাংলাদেশ সরকারের ক্ষমতা ও শক্তির অঙ্গশালীর উৎসাহে শিল্পী আশেশ কুমারের নেতৃত্বে একসময় শিল্পী মুক্তিযোদ্ধার পোস্টার, কার্টুন, লিখিটেট টেক্সিপ ক্ষেত্রে মুক্ত হয়েছেন। এসের মধ্যে ছিলেন দেবদাস চক্রবর্তী, নিত্যন কৃষ্ণ, আশেশ মঙ্গল, নালিক বিশ্বাস ও বীরেন সোম। এই শিল্পীরা আকেন মুণ্ডাকারী সব পোস্টার, কার্টুন। এর মধ্যে শিল্পী কৃষ্ণ কৃষ্ণ আকেনের 'সদা জগত বাংলার মুক্তিবাহিনী' আৰু শিল্পী আশেশ চক্রবর্তী 'বাংলার আকেনা সেবেরা সকালই মুক্তিযোদ্ধা'। এই দুই পোস্টার হৰে উঠেন আশেসের যুক্তিবোধাদের অসাধারণ প্রতিকূলি। অসাধারণ-জাগানিয়া মুক্তিযোদ্ধার এক অসম্ভব শৈলিক সমিল সেই মুক্ত সময়ের তো ফটোই, এখনও অসম্ভাসিত করে দেশের মানুষকে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০০১ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

---

সংগীত  
সপ্তম শ্রেণি

রচনা  
মিহির লালা  
মোঃ মুন্তালিব বিশ্বাস  
রওশন আরা মোস্তাফিজ  
রথীন্দ্রনাথ রায়

সম্পাদনা  
ড. কর্ণাময় গোষ্ঠী  
ড. সন্জীব খাতুন  
সুধীন দাশ  
ফেরদৌসী রহমান

পরিমার্জনকারী  
ড. আলী এফ এম রেজোয়ান  
অধ্যাপক ড. অসিত রায়  
অধ্যাপক জহির আলীম  
এ টি এম জাহাঙ্গীর  
আজিজুর রহমান  
মোঃ মাহমুদুল হাসান  
মোঃ এনামুল হক

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০০০

পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০১৯

পুনর্মুদ্রণ : , ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

ঘাধীনতা উত্তরকালে গঠিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কর্মসূচির সুপারিশের আলোকে আশির দশকের শুরুতে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছিল। এরপর দীর্ঘসময় অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু দেশ ও সমকালীন বিশ্বের চাহিদার প্রেক্ষিতে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির তেমন কোনো পরিমার্জন বা পরিবর্তন করা হয়নি। অন্যদিকে সাম্প্রতিককালে আমাদের সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং আনুষ্ঠানিক শিক্ষালাভের পর শিক্ষার্থীদের মধ্যে কর্মবিমুখতার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা খুবই উদ্বেগজনক। এছাড়া প্রচলিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিতে আত্মকর্মে উদ্যোগী হওয়ার জন্য বিশেষ কোনো প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেই। এসব বিষয় বিবেচনা করে সরকার নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির পরিমার্জন ও নবায়নের ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করে। নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের সাধারণ লক্ষ্য হলো: শিক্ষার্থীদের নবতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বৃক্ষ করা এবং শিক্ষার স্তর নির্বিশেষে আত্মকর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিষয়ে দক্ষতা অর্জনে সমর্থ করা। মূলত এ লক্ষ্যগুলো সামনে রেখে এবং বিষয়ের বিশেষ চাহিদার নিরিখে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচিভিত্তিক নতুন পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়েছে। কিন্তু নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরে সংগীত বিষয়টি ইতিপূর্বে প্রবর্তিত না থাকায় এর শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি নতুনভাবে প্রণয়ন করে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে তা প্রবর্তন করা হয়েছে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং শিখনফলের সাথে সঙ্গতি রেখে বিষয়বস্তু চয়ন করা হয়েছে। বিষয়টি পর্যন্ত পাঠন ও চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে নিজ দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যকভাবে ওয়াকিবহাল করার প্রয়াসে উচ্চাঙ্গ সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, পাঠ্যপুস্তকটি পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে তরুণ শিক্ষার্থীরা অপসংস্কৃতি চর্চা থেকে দূরে থাকবে এবং তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে এবং তারা দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ হবে।

জীবনকে মাধুর্যমণ্ডিত করার জন্য পুর্যিগত শিক্ষার সঙ্গে সুকুমার শিল্প চর্চার প্রয়োজন। সংগীত বিষয়টি শিক্ষার্থীকে সেই সুন্দর জীবনের সন্ধান দিতে পারে। সৌন্দর্যবোধের অনুশীলনের জন্য তাল-লয়, সূর ও বাণীর সমন্বয়ে সৃষ্টি সংগীতের শিক্ষা অপরিহার্য। সংগীত সাধনার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তির যেমন বিকাশ ঘটতে পারে, তেমনি সাংস্কৃতিক ভূবনে উন্নতি সাধিত হতে পারে। সংগীতের তত্ত্বাত্মক জ্ঞানের পাশাপাশি ব্যাবহারিক জ্ঞান শিক্ষার্থীদের কর্ম নৈপুণ্যের জন্য দরকার। ব্যাবহারিক জ্ঞানার্জনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীরা সংগীতে ব্যৃৎপন্থি লাভ করে থাকে। তদুপরি পাঠ্যপুস্তকে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু পাঠ ও চর্চার মাধ্যমে এ বিষয়ে তাদের উচ্চতর জ্ঞান লাভের ভিতও রচিত হবে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

ঝাঁরা পাঠ্যপুস্তক রচনা, সম্পাদনা, সংশোধন, পরিমার্জন, চিত্রাঙ্কন ও মুদ্রণের ব্যাপারে সহায়তা করেছেন তাঁদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হলো তারা উপকৃত হলে সমুদয় প্রচেষ্টা সার্থক হবে বলে মনে করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা  
চেয়ারম্যান  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
	<b>তত্ত্বাত্মক</b>	
প্রথম অধ্যায়	সংগীতের নীতি	১
প্রথম পরিচ্ছেদ	পরিভাষা	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	তাল প্রকরণ	৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	সংগীতের ইতিহাস	৭
প্রথম পরিচ্ছেদ	সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	সংগীতশিল্পীদের জীবনী	১১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি	২১

	<b>ব্যাবহারিক</b>	
তৃতীয় অধ্যায়	শাস্ত্রীয়সংগীত	২৭
চতুর্থ অধ্যায়	বাংলাগান	৪০

সংগীতের নীতি

## প্রথম অধ্যায়

# সংগীতের নীতি

### প্রথম পরিচেন্দ

#### পরিভাষা

##### শান্তীয়সংগীত

শান্তীয় নিয়ম মেনে যে সংগীত পরিবেশন করা হয় তাকে শান্তীয়সংগীত বলে। শান্তীয় কর্তসংগীতের মূল ধারা চারটি। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি ও টঞ্জা। শান্তীয়সংগীতে মূলত একটি রাগকে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ রাগ সংগীতকেই শান্তীয়সংগীত বলে।

##### নাদ

যেকোনো ধ্বনিকেই নাদ বলে। নাদ দুই প্রকার— আহত নাদ ও অনাহত নাদ।

##### আহত নাদ

আঘাত বা ঘর্ষণজনিত কারণে যে নাদ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে আহত নাদ বলে। আহত নাদ দুই প্রকার-সাংগীতিক ধ্বনি ও অসাংগীতিক ধ্বনি বা কোলাহল।

##### অনাহত নাদ

আঘাত বা ঘর্ষণ ব্যতীত যে নাদ বা ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে অনাহত নাদ বলে।

##### শ্রুতি

স্বর পরিমাপের একককে শ্রুতি বলে। সময়ের পরিমাপের একক হিসেবে যেমন সেকেন্ডকে ধরা হয় তেমনি স্বর পরিমাপের একক হিসেবে শ্রুতিকে ধরা হয়। একটি সঙ্গকে বাইশটি শ্রুতি থাকে।

##### বর্জিত স্বর

রাগে যেসব স্বর বর্জন করা হয় তাকে বর্জিত স্বর বলে।

##### পকড়

যে সংক্ষিপ্ত স্বর সমাবেশ দ্বারা রাগের রূপ প্রকাশিত হয় তাকে পকড় বলে।

##### তান

রাগে ব্যবহৃত স্বর বা স্বরসমূহের দ্রুত পরিবেশনকে তান বলে।

##### পাল্টা

সংগীতে সাতটি স্বরের নানা রকম স্বরবিন্যাসের মাধ্যমে আরোহণ এবং অবরোহণ করাকে পাল্টা বলে।

ফর্মা-১, সংগীত, ৭ম শ্রেণি

### রাগ

শান্তীয় নিয়মে সাধারণত কমপক্ষে পাঁচ স্বর এবং অনধিক সাত স্বরের ব্যবহারে যে ভাবের সৃষ্টি হয় তাকে রাগ বলে। রাগের দশ লক্ষণ এই শান্তীয় নিয়মের অধীন।

### জনক রাগ

প্রচলিত রাগগুলিকে পঙ্গিত বিশ্বনারায়ণ ভাতখণ্ডে দশটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেন যা ঠাট নামে পরিচিত। এই ঠাটগুলোর প্রত্যেকটি একেকটি প্রচলিত রাগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় এদেরকে জনক রাগ বলে। জনক রাগের নামগুলোকে মূলত দশটি ঠাটে নামকরণ করা হয়েছে।

### জন্য রাগ

একটি ঠাটে অন্তর্ভুক্ত অন্য রাগগুলোকে জন্য রাগ বলে।

### রাগের লক্ষণ

যে বৈশিষ্ট্যসমূহের প্রয়োগের মাধ্যমে একটি রাগের স্বরূপ প্রকাশিত হয়, তাকে রাগের লক্ষণ বলে। বর্তমানে রাগের দশটি লক্ষণ মানা হয়।

### স্বরলিপি

সুরের লিখিত রূপকে স্বরলিপি বলে।

## সংগীতের নীতি

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### তাল প্রকরণ

##### তাললিপি পরিচিতি

তাল লেখার পদ্ধতিকে বলে তাললিপি। এতে মাত্রা, সম, তালি, খালি ও বিভাগ চিহ্নগুলো নির্দেশ করে ঠেকার উল্লেখ থাকে। তালযন্ত্রে বোলসমূহ বিভাগ অনুযায়ী বাজাবার ক্রিয়াকে বলা হয় ঠেকা। ঠেকার নিচ দিয়ে ১, ২, ৩ এইভাবে মাত্রা সংখ্যা লেখা হয় এবং ঠেকার ওপরে নির্দিষ্ট জায়গায় তাল চিহ্নগুলো লেখা হয়।

##### তবলার বর্ণ

তবলার তালকে প্রকাশের জন্য যে বাণী ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে। সংগীতে যেমন সাতটি স্বরের ব্যবহার রয়েছে। তেমনি তবলায় দশটি বর্ণ রয়েছে। বর্ণ দুই প্রকার— মৌলিক বর্ণ ও যৌগিক বর্ণ। যে বর্ণ এককভাবে প্রকাশিত হয় তাকে মৌলিক বর্ণ বলে। যেমন— তা বা না, তি বা তিন, তে, টে বা রে, থুন, দি বা দিন, ক, গ। যে বর্ণ তবলা এবং বাঁয়া উভয়ের সমষ্টিয়ে প্রকাশিত হয় তাকে যৌগিক বর্ণ বলে। যেমন— ধা, ধিন।

**তবলার বর্ণ:** তা বা না, তি বা তিন, টে বা রে, থু বা থুন, দি বা দিন

**বাঁয়ার বর্ণ:** ক বা কে, গ বা গে

**তবলা-বাঁয়ার ঘোষ বর্ণ:** ধা, ধিন

##### তাল চিহ্ন পরিচিতি

###### আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে

সম	+	×
দ্বিতীয় আঘাত বা তালি	২	২
তৃতীয় আঘাত বা তালি	৩	৩
চতুর্থ আঘাত বা তালি	৪	৪
অনাঘাত বা খালি	০	০
বিভাগ	।	।

###### তাল: দাদরা

মাত্রা	৬
বিভাগ	২
ছন্দ	৩/৩ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায়
খালি বা ফাঁক	চতুর্থ মাত্রায়
পদ	সমপদী
বাদন	তবলা

## দাদরা তালের তাললিপি

মাত্রা	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১
বোল	ধা ধি না । না তি না । ধা
চিহ্ন	×                o                ×

## তাল: কাহারবা

মাত্রা	৮
বিভাগ	২
ছন্দ	৪/৪ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায়
খালি বা ফাঁক	পঞ্চম মাত্রায়
পদ	সমপদী
বাদন	তবলা

## কাহারবা তালের তাললিপি

মাত্রা	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ১
বোল	ধা গে তে টে । না ক ধি না । ধা
চিহ্ন	×                o                ×

## তাল: ত্রিতাল

মাত্রা	১৬
বিভাগ	৪
ছন্দ	৪/৪ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি	প্রথম মাত্রায় সম, পঞ্চম মাত্রায় এবং অয়োদশ মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক	নবম মাত্রায়
পদ	সমপদী
বাদন	তবলা

## ত্রিতালের তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১				
বোল	ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	ধা	ধিন	ধিন	ধা	।	না	তিন	তিন	না	।	তা	ধিন	ধিন	ধা	।	ধা
চিহ্ন	x					২					০				৩			x			

## তাল: তেওড়া

মাত্রা		৭
বিভাগ		৩
ছন্দ		৩/২/২ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি		প্রথম মাত্রায় সম ও চতুর্থ মাত্রা এবং ষষ্ঠ মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক		নেই
পদ		বিসম্পদ্বী
বাদন		তবলা ও পাখওয়াজ

## তেওড়া তালের তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩		৪	৫		৬	৭		১
বোল	ধা	দেন	তা	।	তেটে	কতা	।	গদি	ঘেনে	।	ধা
চিহ্ন	x				২			৩			x

## তাল: ঝাঁপতাল

মাত্রা		১০
বিভাগ		৮
ছন্দ		২/৩/২/৩ মাত্রার ছন্দ
সম বা তালি		প্রথম মাত্রায় সম, তৃতীয় মাত্রা এবং অষ্টম মাত্রায় তালি
খালি বা ফাঁক		ষষ্ঠ মাত্রায়
পদ		বিসম্পদ্বী
বাদন		তবলা ও পাখওয়াজ

## ঝাঁপতালের তাললিপি

মাত্রা	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১				
বোল	ধি	না	।	ধি	ধি	না	।	তি	না	।	ধি	ধি	না	।	ধা
চিহ্ন	x			২			০		৩		x				

## অনুশীলনী

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। শান্তীয়সংগীত কাকে বলে?
- ২। নাদ কাকে বলে? নাদ কত প্রকার?
- ৩। শ্রতি কাকে বলে? শ্রতি কয়টি?
- ৪। পকড় কী?
- ৫। তান কাকে বলে?
- ৬। পাটা কী?
- ৭। রাগের লক্ষণ কী কী?
- ৮। জনক রাগ কী?
- ৯। তালের বর্ণ কয়টি ও কী কী?
- ১০। আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির তালচিহ্নগুলি লেখ।
- ১১। ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির তালচিহ্নগুলি লেখ।
- ১২। দাদরা তালের তাললিপি লেখ।
- ১৩। কাহারবা তালের তাললিপি লেখ।
- ১৪। ত্রিতালের তাললিপি লেখ।
- ১৫। ঝাঁপতালের তাললিপি লেখ।
- ১৬। তেওড়া তালের তাললিপি লেখ।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## সংগীতের ইতিহাস

### প্রথম পরিচেছনা

#### সংগীতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

##### বাংলাদেশের কর্তৃসংগীতের ইতিহাস

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান নিয়ে যে বিরাট শুখণ রয়েছে তা ১৯৪৭ সালের পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ নামে পরিচিতি ছিল। এ উপমহাদেশের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত দেশের নাম ছিল বঙ্গদেশ। সে বঙ্গদেশের পূর্ব অংশই আজকের বাংলাদেশ। এ হিসেবে কর্তৃসংগীতের ক্ষেত্রে বঙ্গদেশের যে ঐতিহ্য বাংলাদেশের জনগণ তারই অংশীদার। তবে সংগীতে বাংলাদেশের একান্ত বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তার লোকসংগীতের মধ্যে।

প্রাক-মধ্যযুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের পূর্বে বঙ্গদেশে চর্যাগীতি, নাথগীতি, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি নানা প্রকারের গান প্রচলিত ছিল। চর্যাগীতি ছিল বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণের সাধনসংগীত। নাথগীতি ছিল যোগী নামক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাধন সংগীত। গীতগোবিন্দ ছিল কবি জয়দেবের রচিত গীতিকাব্য তথা গীতিনাট্য। উপর্যুক্ত প্রকারের গানগুলোর রচনা ও প্রসার ঘটে খ্রিস্টীয় ৬৫০ থেকে ১২০০ অন্দের মধ্যে। অতঃপর সেগুলোর অনুশীলন ক্রমান্বয়ে অপ্রচলিত হয়ে যায়।

মধ্যযুগে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে অষ্টাদশ শতকের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত বঙ্গদেশে যে যে রীতির গানের প্রচলন ছিল তার মধ্যে প্রথমে উল্লেখযোগ্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। এর রচয়িতা বড় চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গাওয়া হতো গীতিনাট্য আকারে পায়ে ঘুঙ্গুর বেঁধে নৃত্য সহযোগে।

এরপরে প্রাক-মধ্যযুগের গীতগোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুসরণে রচিত হয় এক প্রকার সাহিত্য। এর নাম পদাবলি। রচয়িতাদের বলা হয় পদকর্তা। ইতিহাসে অনেক পদকর্তার নাম পাওয়া যায়। তাঁদের কয়েক জনের নাম বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃষ্ণদাস, বলরাম দাস, মনোহর দাস, হরহরি চক্ৰবৰ্তী।

পরবর্তীকালে ঘোড়শ শতকে যে কীর্তন গানের সৃষ্টি হয়েছিল তার মূলে ছিল এই পদাবলি কাব্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সঙ্গে কীর্তন গানের সম্পর্ক তেমন ছিল না। পদাবলি গায়নের ব্যাপক অনুশীলন ও বিস্তার ঘটে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা। তখন থেকে এর নাম হয়ে যায় কীর্তন। বৈষ্ণব পদাবলি আর পদাবলি কীর্তন এক কথা নয়। অঞ্চলভেদে পদাবলি কীর্তনের গায়ন রীতিরও পরিবর্তন ঘটে। সেসব আংশিক গায়নরীতির নাম মনোহর শাহী, রানীহাটি বা রেনেটি, মন্দারিণী, বাড়খণ্ডী।

চতুর্দশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মঙ্গলগীতি নামে আরেক প্রকার গান বেশ জনপ্রিয় ছিল। এই গানের ভিত্তি দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাকল্পে রচিত মঙ্গলকাব্য।

এরপর নাম করতে হয় শাক্ত পদাবলি বা শাক্তগীতির। এ গান শ্যামাসংগীত নামে পরিচিত। এ গীতিধারা খুববেশি প্রসার লাভ করে অষ্টাদশ শতকে।

১৭৮৫ সাল থেকে শুরু হয় বাংলাগানের আধুনিক যুগ। বঙ্গদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যেসব রীতির গান ছিল তার সবই ধর্ম বিষয়ক অর্থাৎ ভক্তি রসাত্মক। এসব গানে মানুষের মনের সব চাহিদা মেটেনি। সেসব চাহিদা মেটাতে

রচিত হতে শুরু করল আরেক ধারার গান। এ গান বাংলা টপ্পা নামে চিহ্নিত। কারণ পাঞ্জাব প্রদেশের টপ্পারীতির গানের অনুসরণে এ গান রচিত। এ গান রচিত হয় প্রথমত রামনির্ধি গুপ্ত এবং দ্বিতীয়ত কালীদাস চট্টোপাধ্যায়ের দ্বারা। তারা নিখুবাবু এবং কালী মির্জা নামে পরিচিত। এঁদের গানে এলো ধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয় এবং ভঙ্গিসের বাইরে ভিন্ন রস। সুরের মধ্যেও এলো ভিন্ন রূপ।

অষ্টাদশ শতকেই বঙ্গদেশে প্রবর্তিত হয় আরও কিছু নতুন প্রকৃতির গান। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যাত্রা ও কবিগান। তখনকার যাত্রা ছিল পৌরাণিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত গীতিপ্রধান নাটক। আর কবিগান ছিল কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে দুই কবির লড়াই। এরা তৎক্ষণিকভাবে রচিত কবিতাকে গানের মতো করে গেয়ে একে অপরকে পরাজিত করার চেষ্টা করতেন। যাত্রা এবং কবিগান এখনও জনপ্রিয়। সে যুগের কয়েকজন বিখ্যাত যাত্রা-পালাকারের নাম হলো গোবিন্দ অধিকারী, শিশুরাম, লোচন অধিকারী। যাত্রা গানেরও নানান প্রকার ছিল যেমন— বড়ো যাত্রা, ভাসান যাত্রা, নিমাই যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা। সেকালের কয়েকজন বিখ্যাত কবিয়ালের নাম হলো— ভোলা ময়রা, রামবসু, এ্যান্টনি ফিরিঙ্গি। অতপর রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের উপাসনা সংগীত হিসেবে আসে ব্রহ্মসংগীত। বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের গান হলো এ গান শিক্ষিত ভদ্র সমাজে সাদরে গৃহীত ও অনুশীলিত হতে থাকে। প্রথম ব্রহ্মসংগীত রচয়িতা রাজা রামমোহন রায়। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য রচয়িতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় এবং সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রচয়িতা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ব্রহ্মসংগীতের রচনারীতি পরবর্তী অনেকের রচনায় প্রভাব বিস্তার করে। যেমন— রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন প্রমুখের গান।

বাংলাগানের ভূবনে উনিশ শতকের শেষ ভাগ থেকে বিশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত যাঁদের রচনা উল্লেখযোগ্য তারা হচ্ছেন— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, কাজী নজরুল ইসলাম ও মুকুন্দ দাস। এঁদের সবাই ছিলেন বাঙ্গায়কার অর্থাৎ নিজে গান বেঁধে নিজে গাওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, অতীতেও বাংলাগানের রীতি প্রবর্তনে ও উন্নতি সাধনের পিছনে ছিলেন বাঙ্গায়কার। রামপ্রসাদ সেন, রামনির্ধি গুপ্ত, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, দাশরথি রায়, মধুসূদন কিন্নর, গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে প্রমুখ ছিলেন বাঙ্গায়কার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে মুকুন্দ দাস পর্যন্ত যে ছয় জন বাঙ্গায়কারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের গান বাঙালি শ্রোতার বড়ো প্রিয়। এঁদের গানের বিষয়বৈচিত্র্য, সুরমাধুর্য শ্রোতার মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এঁদের গানের মাধ্যমে আমরা অতীতের গানের নমুনাও পাই। এঁদের গানে বাংলাগানের ভবিষ্যত ঝুঁপটিও যেন বেঁধে দিয়েছে। পরবর্তীকালে বিশ শতকের চতুর্থ দশক থেকে বাংলা আধুনিক নামে যে গানের প্রচলন হয় তাতে আছে উক্ত ছয় জনেরই প্রভাব। তাঁদের প্রভাবকে অস্বীকার করে এখন পর্যন্ত কেউ বাংলাগানের কোনো রচিকর উৎকর্ষ সাধন করতে পারেনি।

বাংলাগানের ঐতিহ্য আলোচনা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীয়সংগীতের আলোচনাও চলে আসে। চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি গানের শুরুতে রাগনাম উল্লেখ থাকত বটে তবে তার দ্বারা এ প্রমাণিত হয় না যে, তখন শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা হতো। এ ধরনের উল্লেখ ছিল প্রথাগত ব্যাপার মাত্র। শাস্ত্রীয়সংগীত বলতে বর্তমানে যে ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরি, টপ্পা বোঝায় নিখুবাবুর আগের রচয়িতাদের গান তার কোনোটার মধ্যেই পড়ে না। কলি বা স্তবকে ভাগ করে রচিত হতো বলে এগুলোর কোনো কোনোটাকে বড়ো জোর প্রবন্ধগীত বলা যেতে পারে।

বাংলার মাটিতে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা শুরু হয় আঠারো শতকের শেষ ভাগে; প্রথমত রামনিধি গুণ্ঠ ও কালী মীর্জা রচিত টপ্পাশৈলীর গানের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ ও খেয়ালের মাধ্যমে। ক্রমে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা সম্প্রসারিত হয় স্থানে স্থানে। সেসব স্থানের মধ্যে বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী, গৌরীপুর, মুকাবাহা ইত্যাদি স্থানের নাম করা যায়। পরবর্তীকালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি এবং আরও পরবর্তীকালে কোলকাতাকে কেন্দ্র করে শাস্ত্রীয়সংগীতের চর্চা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ চর্চায় বিশেষ করে ঠুমরি চর্চায় আরও বেশি ইঙ্গিন যুগিয়েছিল উনিশ শতকের শেষভাগে কোলকাতার মেটিয়াবুরুজে নির্বাসিত নওয়াব ওয়াজেদ আলী শাহ'র দরবার। এ দরবারেই ঠুমরি গানের চর্চা হতো।

### লোকসংগীত

বাংলাগানের ঐতিহ্য বিষয়ে এ যাবৎ যে যে প্রকৃতি ও রীতির গানের উল্লেখ করা হলো তারই পাশাপাশি লোকসংগীতের আলোচনা অবশ্য কর্তব্য। লোকসংগীতের ধারাবাহিকতা এমনই যে, কোনো শতক বা যুগ দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা যায় না; তা আবহমানকালের সম্পদ। লোকসংগীতকে সুরকাঠামো ও গায়ন ভঙ্গির নিরিখে ভাগ করা হয়েছে ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, সারি, বাউল ইত্যাদি নামে। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এগুলো বিভিন্ন নামে চিহ্নিত। এসব গানের প্রবর্তক হিসেবে কোনো বিশেষ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা যায় না, তবে কখনো কখনো কোনো কোনো গানের রচয়িতার নাম জানা যায় মাত্র। একাধিক গানের রচয়িতা হিসেবে কারও নাম পাওয়া গেলে তখন ব্যক্তি নামে চিহ্নিত করে বলা হয়— লালনের গান, হাসন রাজার গান, মোমতাজ আলী খানের গান, আবদুল লতিফের গান, ভবা পাগলার গান, কালুশাহের গান ইত্যাদি। বাংলার লোকসংগীতের প্রভাব বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্রকার গানের ওপর পড়লেও এ সংগীতের ওপর বহিরাগত গানের প্রভাব খুব কমই পড়েছে। লোকসংগীতের ভাব ও সুর দ্বারা প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এবং জসীমউদ্দীনের অনেক গান আছে।

উল্লেখযোগ্য লোকসংগীতের কয়েকটি ধারা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

#### জারি

বাংলাদেশের লোকসংগীতের একটি অন্যতম সম্পদ হলো জারিগান। জারি শব্দের অর্থ শোক বা কান্না। জারিগান সমবেত সংগীত। প্রায় ১০-১২ জনের একটি দল গঠিত হয়। প্রধানত কারবালার যুদ্ধের বিষাদময় ঘটনা এখানে বর্ণনা করা হয়। শুধুমাত্র কারবালা প্রসঙ্গ ছাড়াও আরও বিভিন্ন বিষয়ে জারিগান রচিত হতে দেখা যায়।

একটি গানের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো:

কাসেম, যায়রে- যুদ্ধে যায় চলিয়া,  
সখিনা বিদায় দিল হাসিয়া কান্দিয়া,  
কাসেম যায় যায়রে.....।

### সারি

সারি গান বাংলাদেশের জনপ্রিয় একটি গান। এটি মূলত নৌকা বাইচের গান। এদিক বিবেচনায় সারি গান কর্মসংগীতের অন্তর্ভুক্ত। নৌকা বাইচের সময় সারি গান পরিবেশিত হয়। সিলেটের হাওড় অঞ্চল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, বরিশাল ও পাবনা জেলা নৌকা বাইচের জন্য প্রসিদ্ধ। একটি প্রচলিত সারি গান তুলে ধরা হলো: সোনার বাঙাইলে নাও, পিতলের গুরা রে, ও রঙের ঘোড়া দোড়াইয়া যাও।

### বিছেদী

যে গানের বাণী ও সুরে প্রিয়জন হারানোর বেদনা, করুণ সুর প্রভৃতি বিশেষভাবে প্রকশিত থাকে তাকেই বিছেদী গান বলা হয়। মানবজীবনভিত্তিক এ গান হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকসমাজে প্রচলিত আছে। শরিয়ত, মারফতি গানে অধরাকে ধরার জন্যে ব্যাকুল ভাব এই গানে পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজে রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনি রূপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিছেদী গান নিম্নরূপ:

তোমারো লাগিয়ারে  
সদাই প্রাণ আমার কান্দে বন্ধুরে,  
প্রাণ বন্ধু কালিয়ারে'।

### বারোমাসি

বারোমাসি গান লোকসংগীতের একটি উল্লেখযোগ্য ধারা যা সাধারণ মানুষের কাছে বারোমাস্যা নামে পরিচিত। বছরের বারো মাসের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা বারোমাসি গানে বর্ণনা করা হয়। এই গান শুরু হয় সাধারণত বৈশাখ মাসের বর্ণনা দিয়ে এবং শেষ হয় চৈত্র মাসের বর্ণনা দিয়ে। বারোমাসির গানগুলো বাংলাদেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে প্রচলন বেশি। বাংলাদেশে প্রচলিত বারোমাসি গানের অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো:

বৈশাখ গেল জৈষ্ঠ আইলো  
গাছে পাকা আম  
আমি কাহার মুখে রস লাগাইতাম  
ঘরে নাই মোর শ্যামরে।

### টুসু

টুসুগান মূলত পূজার গান। এই গান পৌষ মাসে গীত হয়। বীরভূম, বাঁকুড়া, কুচবিহার এই অঞ্চলে টুসুগান বিশেষভাবে প্রচলিত। একটি টুসুগান তুলে ধরা হলো:

ওলো তোরা টুসু লিহে যাসনে বাঁধেলো  
ঐ বাঁধেতে ভূত আছে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### সংগীতগুণিদের জীবনী

#### আমির খসরু (১২৫২—১৩২৫)

মধ্যযুগে সংগীতের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকাল। তাঁর দরবারে অন্যতম সংগীতকার ছিলেন আমীর খসরু। আমীর খসরু ভারতে আগমনকারী একটি সম্ভাস্ত তুর্কি পরিবারে উত্তর প্রদেশের পাতিয়ালিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সৈফুদ্দীন লাচিন তুর্কিদের একজন নেতৃত্ব স্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। আমীর খসরু একাধারে ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, ঐতিহাসিক, গীতরচয়িতা, সংগীত শিল্পী, দার্শনিক, মরমী সাধক এবং যোদ্ধা। সুলতান আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি উর্দু ভাষা প্রচলনে সাহায্য করেন। খসরু 'গজল', মসনবী, কাসিদা, কুবাইৎ এবং নানা ধরনের কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। আমীর খসরুর মাত্তভাষা পারসি, তুর্কি, আরবি, হিন্দি ও সংস্কৃতেও দখল ছিল। মুসলমান আমলের একটা বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় শাস্ত্রীয়সংগীতে মিশ্রণের দ্বারা সৌন্দর্য সম্পাদন। আমীর খসরুকে এ ব্যাপারে পুরোধা বলা চলে। মূল ভারতীয় রাগকে পারস্য সংগীতের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তিনি রাগের পারসি নামকরণের প্রথাও চালু করেন। সুর মিশ্রণে আমীর খসরু বারোটি রাগের সৃষ্টি করেন বলে জানা যায়। তিনি ইমন এবং বসন্ত রাগ রচনা করেন। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যয় এবং বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে বলেছেন যে, আমীর খসরুই ইমন-পুরিয়া, ইমন-ভূপাল, ইমন-কল্যাণ, ঝিরোটি প্রভৃতি নতুন রাগের সৃষ্টি করেন। যন্ত্রসংগীতেও আমীর খসরুর অবদান উল্লেখযোগ্য। সেতার এবং তবলার আকৃতি ও বাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করেছিলেন তিনি। আমীর খসরু এবং তাঁর শিষ্যরা যে গান গাইতেন তাকে 'কাওয়ালি' বলা হয়।

#### ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু (১৯০৩—১৯৫৯)

ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু ১৯০৩ সালে ২ এপ্রিল কুমিল্লায় (শহরের বিখ্যাত দারোগা বাড়িতে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম জাইদুল হোসেন এবং মাতার নাম আফিয়া খাতুন। তাঁদের আসল বাড়ি ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলার কসবা গ্রামে। মোহাম্মদ হোসেন খসরুর পিতা একজন বিশিষ্ট বংশীবাদক ছিলেন। তিনি খুব ভালো বাঁশি বানাতেও পারতেন। শৈশব হতেই মোহাম্মদ হোসেনের সংগীতের প্রতি প্রেরণ আকর্ষণ ছিল। অতি অল্প বয়সেই তিনি পিতার কাছে বাঁশি বাজানো শিখেন। ওস্তাদ জানে আলম চৌধুরী ছিলেন তখনকার দিনে কুমিল্লার প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ। তিনি ছিলেন সম্পর্কে মোহাম্মদ হোসেন খসরুর নানা। মোহাম্মদ হোসেন বাঁশি ছেড়ে নানার কাছে কঠসংগীতের তালিম নিতে শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই একজন পরিপূর্ণ শিল্পীরূপে মোহাম্মদ হোসেন খসরুর সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। মোহাম্মদ হোসেন খসরু অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। ১৯১৮ সালে তিনি দুইটি বিষয়ে লেটার মার্কসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৩ সালে কুমিল্লার ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে তিনি ডিস্টিংশনসহ বিএ পাশ করেন। তিনি কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। এত মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সংগীতের প্রতি গভীর অনুরাগের জন্য তিনি তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবন শেষ করতে পারেননি। তিনি এম এ প্রথম পর্বে এবং আইন পরীক্ষায় প্রথম প্রেম লাভ করেছিলেন।

তাঁর স্মৃতিশক্তি এবং সুরজ্ঞান ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। যা শুনতেন, তা অতি সহজেই আয়ত্ত করে ফেলতেন। স্মৃতি শক্তি এবং একাহাতা ছিল তার সংগীত সাধনায় সফলতার অন্যতম কারণ।

অসাধারণ মেধা ও সাধনার বলে মোহাম্মদ হোসেন একজন গুণী সংগীতশিল্পী হয়ে উঠলেন। ১৯২৮ সালে মোহাম্মদ হোসেন খসরু শাস্ত্ৰীয়সংগীতে উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে লক্ষ্মী যান। ত্রিপুরার মহারাজ তার সুনাম শুনে তাকে দরবারে সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানান। সেখানে বেনারস থেকে আগত 'মিশিরজি' নামে দুই ভাই সংগীত পরিবেশন করতে এসেছিলেন। তারা মোহাম্মদ হোসেনের গান শুনে খুব তারিফ করেন এবং তাঁকে বেনারসে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। রামপুরের বিখ্যাত ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খানও ত্রিপুরার রাজদরবারে সংগীত পরিবেশনের জন্য রামপুর থেকে এসেছিলেন। ওস্তাদ মেহেদী হোসেন খান খসরুর গান শুনে খুশি হয়ে তাঁকে সাগরেদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মেহেদী হোসেন খাঁর কাছেই কোলকাতায় মোহাম্মদ হোসেন খসরু নাড়া বেঁধে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি লক্ষ্মী, বারানসী (বেনারস) ও দিল্লীর অনেক সংগীতগুণিদের নিকট ধ্রুপদ, খেয়াল, টঙ্গা, ঠুমরি প্রভৃতি গানের তালিম নেন। মোহাম্মদ হোসেন খসরুর যেমন বহুমুখী সংগীত প্রতিভা ছিল, তেমনি বহুমুখী তালিমও তিনি লাভ করেন। গুরু মেহেদী হোসেন খাঁর কাছে তিনি 'ধ্রুপদ', 'ধামার', 'সন্দ্রা' ও 'হোরী' অঙ্গের রাগ-রাগিনীর তালিম নেন। লক্ষ্মী দিল্লী, রামপুর, আঢ়া ও বেনারসে অবস্থানকালে ওস্তাদ নাসিরুদ্দিন খাঁর কাছে ধ্রুপদ; ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ, ওস্তাদ মোহাম্মদ আলী খা, জান বাঙ্গ, ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ ও ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে খেয়াল এবং ঠুমরির তালিম নেন। ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ ও ওস্তাদ মঙ্গজুদিন খাঁর কাছে। তিনি ওস্তাদ মসিত খাঁর কাছে তবলায় তালিম গ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে কোলকাতা প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি কিছুদিন লক্ষ্মীর বিখ্যাত 'মরিস কলেজ অব মিউজিক' প্রতিষ্ঠানে সহ-অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন।

মোহাম্মদ হোসেনের ডাক নাম ছিল 'খোরশেদ'। আমিরকুল ইসলাম শকী নামে তার এক সংগীতজ্ঞ বন্ধু ছিলেন।

শকী সাহেব বন্ধু খোরশেদের মধ্যে বিখ্যাত সংগীতবিদ আমীর খসরুর গুণাবলির পরিচয় পেয়ে 'খোরশেদ' নাম বদলে 'খসরু' রাখলেন। তখন থেকে তিনি 'খসরু' নামে পরিচিত হতে লাগলেন। তাঁর রচনা ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি বাংলা, উর্দু ও হিন্দিতে অনেক গান ও গজল রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন গানপাগল ভাবুক প্রকৃতির মানুষ। গানের আসরে বসলে ঘষ্টার পর ঘষ্টা গান গাইতেন।

মোহাম্মদ হোসেন খসরু ১৯৩২ সালে সমবায় বিভাগে সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন। সরকারি এ চাকরিতে তিনি প্রথমে নারায়ণগঞ্জ ও পরে ময়মনসিংহে কর্মরত ছিলেন। সেকালে ময়মনসিংহ ছিল বিখ্যাত সংগীতকেন্দ্র। সেখানকার মুজাগাছা, গৌরীপুর, রামগোপালপুর, কালীপুর প্রভৃতি স্থানের জয়মিদারের সংগীত দরবারসমূহ সেকালের শ্রেষ্ঠ সংগীতগুণিদের দ্বারা অলংকৃত থাকত। ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর ময়মনসিংহে থাকার সময়টি তাঁর জন্য অত্যন্ত আনন্দময় ছিল। এ সময়ে বিভিন্ন দরবারে গান পরিবেশন করে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৩৩ সালে নারায়ণগঞ্জে অল ইস্ট বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স বা পূর্ববঙ্গ সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে শাস্ত্ৰীয়সংগীতে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'ওস্তাদ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। বাংলার গৰ্ভন্তরের কুমিল্লা সফর উপলক্ষে এক সংগীত সভার আয়োজন করা হয়, তাতে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরু বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হন। এ অনুষ্ঠানে শাস্ত্ৰীয়সংগীত পরিবেশন করে তিনি সবাইকে মুক্ত করেন। এ সময় থেকেই বিশ্বখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

১৯৩৮ সালে তিনি কোলকাতায় বদলি হন এবং ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ে তাঁর সংগীত চর্চা খুবই প্রবল হয়ে ওঠে এবং সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি বিপুল খ্যাতি লাভ করেন। ‘নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন’ ও ‘নিখিল বঙ্গ সংগীত সম্মেলন’ এ বিচারকের দায়িত্ব পালন ছিল তাঁর গভীর সংগীত জ্ঞানের স্ফীকৃতি। সেসব সম্মেলনে তিনি নিজেও সংগীত পরিবেশন করেন। ১৯২২ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কবি ওস্তাদ খসরুর কাছে বহু রাগ-রাগিণীর তালিম নেন। বিভিন্ন গানে সুরারোপের ক্ষেত্রে তিনি কবিকে সহায়তা করেন। নজরুলের কয়েকটি গানে তিনি সুরারোপ করেন এবং নিজে দুইটি নজরুলের গান রেকর্ড করেন।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তিনি ১৯৪৮ সালে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকা বেতারে তিনি সংগীত প্রশিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বেতারে তিনি নিয়মিত শান্তীয়সংগীত পরিবেশন করতেন। ১৯৫৬ সালে তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমির (বাফা) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি বুলবুল ললিতকলা একাডেমি ও ঢাকা বোর্ডের প্রবেশিকা ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট শ্রেণির সংগীত বিষয়ের সিলেবাস প্রণয়ন করেন।

বিশ্বব্রহ্মণ্য ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর সংগীত পারদর্শিতায় মুঝ হয়ে হোসেন খসরুকে ‘দেশমণি’ উপাধিতে আখ্যায়িত করেন। ১৯৫৪ সালে ওস্তাদ খসরু করোনারী প্রমৌসিসে আক্রান্ত হন। তিনি ৬ আগস্ট ১৯৫৯ সালে কুমিল্লায় শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করেন।

১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার ওস্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুকে মরগোন্তর ‘প্রাইড অব পারফরমেন্স’ সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৭৮ সালে তিনি মরগোন্তর ‘বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি’ পদকে ভূষিত হন। কৃতী গায়ক, শান্তীয়সংগীতে পণ্ডিত মোহাম্মদ হোসেন খসরু স্মরণীয় হয়ে আছেন।

### রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১—১৯৪১)

যেসব মহান ব্যক্তির কথা স্মরণ করে বাঙালি মাঝই গর্ব অনুভব করে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলাসাহিত্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন করে বিশ্বের কাছে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার অধিকারী। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সংগীতকার, কষ্টশিল্পী, নাট্যশিল্পী, চিত্রশিল্পী ও সমাজসেবক।

কোলকাতার জোড়াসাঁকো এলাকার বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে বাংলা ১২৬৮ সালের ২৫ বৈশাখ, ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিস দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ঠাকুর পরিবারে সবাই ছিলেন সুশিক্ষিত, সুরচিসম্পন্ন, কুসংস্কারমুক্ত সংস্কৃতিসেবী। সেখানে সাধারণ শিক্ষাচর্চার পাশাপাশি কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, নাট্যকলা ও চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মিত চর্চা হতো। এমনি এক উল্লত পরিবার ও পরিবেশে লালিত পালিত হওয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথও বহু প্রতিভা ও শুণের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিস দ্বারকানাথ ঠাকুর সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি পাশ্চাত্য সংগীতের সমবাদার ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাগসংগীতের, বিশেষ করে ধ্রুপদ গানের অনুশীলন করতেন। বাংলার নিজস্ব বাউল, কীর্তন, প্রভৃতি গানের প্রতিও তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। দেকালের অনেক বিখ্যাত সংগীতঙ্গি এই ঠাকুর পরিবারে সাদরে স্থান পেয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঘনুভূট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, শ্রীকর্ণ সিংহ, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, মণ্ডলা বখশি প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সংগীতসূত্রে তখনকার বহু গুণিজনের আগমন ঘট্ট এই পরিবারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দুই ভাই গিরীন্দ্রনাথ এবং নগেন্দ্রনাথও সংগীতে পারদর্শী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অঞ্জদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংগীতে দক্ষতা অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী ছিলেন আরেক প্রতিভাময়ী সংগীতশিল্পী। বলা যায়, ঠাকুর পরিবারের প্রায় সবার মধ্যেই সংগীতের চর্চা ছিল। এমন এক সাংগীতিক পরিবেশের প্রভাব রবীন্দ্রনাথের ওপর খুব বেশি করেই পড়েছিল। বাল্য বয়স থেকেই তাঁর সংগীত শিক্ষা শুরু হয়। অল্প বয়স থেকেই তিনি সুগায়ক হয়ে ওঠেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সংগীত রচনা করতে শুরু করেন ও সুনাম অর্জন করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত গান ‘রবীন্দ্রসংগীত’ নামে পরিচিতি।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের সন্তানদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তের-চৌদ্দ বছর বয়স থেকেই তিনি তার ভাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুপ্রেরণায় ও প্রশিক্ষণে গান রচনার কাজে হাত দেন। তাঁর সত্যিকারের সংগীত রচনা শুরু হয় বিশ বছর বয়স থেকে। তারপর জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত অর্থাৎ আশি বছর বয়স পর্যন্ত গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা দুই সহস্রাধিক। এই গানগুলি গীতবিতান এন্টে সংকলিত আছে।

শান্তীয়সংগীত থেকে শুরু করে লোকসংগীত পর্যন্ত গানের যত প্রকার ধারা বা শৈলী আছে তার প্রায় সমস্তই রবীন্দ্রনাথের গানে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দুস্তানি শান্তীয়সংগীতের ক্রপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুমরি এবং বাংলাগানের ভাটিয়ালি, সারি, বাটুল, কীর্তন, পাঁচালি প্রভৃতি আঙিকের গান পাওয়া যায় রবীন্দ্রসংগীতের ভাণ্ডারে। এছাড়াও তার মধ্যে পাওয়া যাবে উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রদেশ যথা— পাঞ্জাব, মহীশুর, চেন্নাই, (মদ্রাজ) গুজরাট, লক্ষ্মী, কর্ণাটক প্রভৃতি প্রদেশের গানের রীতি ও সুরভঙ্গি। অন্যদিকে পাঞ্চাত্য সুরের প্রয়োগেও তিনি কিছু গান রচনা করেন।

উপমহাদেশের মার্গ ও দেশিসংগীতে ব্যবহৃত তালসমূহের অধিকাংশই, যেমন— চৌতাল, ত্রিতাল, একতাল, ধামার, সুরফাঁক তাল, বাঁপতাল, আড়াঠেকা, কাওয়ালি, কাহারবা, তেওড়া, দাদরা, রূপক ইত্যাদি তাল রবীন্দ্রসংগীতে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ছাড়াও ব্যবহৃত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজের উচ্চাবিত ও প্রবর্তিত কিছু তাল-ছন্দ, যেমন— ষষ্ঠি, ঝম্পক, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চতাল ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সমুদয় গানকে অর্থাৎ গীতবিতানকে মোটামুটিভাবে হয় ভাগে, হয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করে গেছেন। পর্যায়গুলো হচ্ছে— পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, আনন্দানিক ও বিচিত্র। কিন্তু উল্লিখিত পর্যায়ের মধ্যে ফেলা হয়নি এমন বহু গান আছে- পরিশিষ্ট, প্রেম ও প্রকৃতি, জাতীয়সংগীত, নাট্যগীতি ইত্যাদি শিরোনামে। বিষয়, রস, উদ্দেশ্য ইত্যাদি বিচারে তাঁর গান বহু বিচিত্র। আরাধনার গান, উদ্দীপনার গান, হাসির গান, উপলক্ষের গান, ঝুঁতুর গান, শিশু-কিশোরদের গান প্রভৃতি অনেক প্রকার গান রচনা করেছেন।

পৃথক পৃথকভাবে গান রচনা ছাড়াও তিনি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। তাঁর তিনটি গীতিনাট্যের নাম হলো: বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ারখেলা ও কালমৃগয়া। তিনটি নৃত্যনাট্যের নাম হলো: চিআঙ্দা, শ্যামা, চঙ্গলিকা। গীতিনাট্যগুলোতে আছে সংলাপ আকারে গানের সমাবেশ। আর নৃত্যনাট্যগুলোতে ঘটেছে নৃত্যাভিনয়ের পরিপূরক হিসেবে গানের সংযোজন।

রবীন্দ্রনাথ অনেক মঞ্চনাটক রচনা করেন, সেগুলোর প্রযোজন করেন এবং তার কোনো কোনোটিতে অভিনয়ও করেন। এসব মঞ্চনাটকের মধ্যেও বহু গান আছে।

১৯০১ সালে তিনি বীরভূম জেলার বোলপুরে শান্তিনিকেতন নামে এক আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরে সেখানে ‘বিশ্বভারতী’ নামে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

১৯১৩ সালে তিনি তাঁর ইংরেজিতে অনুদিত ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

১৯৪০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কবিকে ডষ্ট্রেট ডিপ্রি দেওয়া হয়।

বাংলা ১৩৪৮ সালের ২২ শ্রাবণ, ইংরেজি ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট আশি বছর বয়সে এই মহান পুরুষের জীবনাবসান ঘটে।

বিশ্বকবি, মহান সংগীতকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অগাধ সৃষ্টিকর্ম দিয়ে বাংলা সাহিত্য ও সংগীত ভূবনকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর গান গেয়ে মানুষ উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে, শক্তি সম্পত্তি করেছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি” রবীন্দ্রনাথের রচনা।

### কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯—১৯৭৬)

বাংলাদেশের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরলিয়া গ্রামে ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ ইংরেজি ১৮৯৯ সালের ২৪ মে বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ, পিতামহ কাজী আমানউল্লাহ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের শৈশবের ডাক নাম দুখু মিএগা। শৈশবে নজরুল মক্তবে ভর্তি হন। সেই সময় যখন তার বয়স মাত্র আট বছর, তাঁর পিতা ফকির আহমদ ১৩১৪ সালের ৭ চৈত্র ইংরেজি ১৯০৮ সালে পরলোক গমন করেন। ১৯০৯ সালে নজরুল মক্তব থেকে প্রাইমারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পিতার মৃত্যুর পর মাত্র দশ বছর বয়সেই তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। তিনি অল্প বয়সেই অর্থ রোজগারের চিন্তা ভাবনা শুরু করেন। মক্তবের মৌলভি নুরুল্লাহী সাহেব কাজী বজলে করিম প্রমুখের কাছে তিনি যতটুকু আরবি, ফারসি শিক্ষা লাভ করেছিলেন, সে শিক্ষা তিনি গ্রামের মক্তবের ছেলেদের পড়িয়ে কাজে লাগান। ঐ সময় তিনি গ্রামে হাজি পালোয়ানের মাজারে খাদেমের কাজ করে রোজগার করতেন। পরে একটি লেটো দলে চাকরি নেন। কবি যখন লেটো দলে যোগদান করেন তখন তার বয়স মাত্র বারো। এই বয়সেই তিনি লেটো দলের জন্য গান এবং পালা লিখতে শুরু করেন এবং অল্প সময়েই খ্যাতি অর্জন করেন।

ছেলেবেলায় নজরুলের প্রকাশ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কোনো ধরনের গান, নাচ, পালাগান গ্রামের মানুষের ভালো লাগবে তা তিনি বুঝতেন। সাধারণ মানুষের বিনোদনের জন্য সে সময় তিনি লেটোদলের উপযোগী করে যা কিছু রচনা করেছিলেন সেসব তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং তিনি লেটো দলের জন্য গ্রাম্য ভাষায় গান এবং পালা রচনা করেন।

লেটো দলে থাকাকালীন নজরুল দাতাকর্ণ, কবি কালিদাস, মেঘনাদ বধ, মুকুলি বধ, আকবর বাদশা প্রভৃতি পালা রচনা করেন।

লেটো দল ছেড়ে তিনি আবার ফিরে আসেন ছাত্র জীবনে। ১৯১১ সালে নজরুল কিছুদিন মাথরুন নবীনচন্দ্র ইলেক্ট্রিউশন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে লেখাপড়া করেন। এক সময় তিনি চলে আসেন আসানসোল। এখানে তিনি মাসিক এক টাকা বেতনে একটি রুটির দোকানে চাকরি করেন। দোকানে খাওয়া বিনা পয়সায় কিন্তু ওখানে থাকার ব্যবস্থা ছিল না। এ অবস্থায় একদিন বালক নজরুল ময়মনসিংহের কাজী রফিজউল্লাহর নজরে পড়েন। কাজী রফিজউল্লাহ আসানসোলে সাব ইস্পেষ্টেরের চাকরি করতেন। তিনি নজরুলকে ডেকে এনে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দেন এবং কিছুদিন পর নজরুলের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তাঁকে ময়মনসিংহে নিজগ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান।

কাজী রফিজউল্লাহ নজরুলকে দরিদ্রামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। এই স্কুলে তিনি ১৯১৪ সালে বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এক জায়গায় বেশিদিন থাকার অভ্যাস তাঁর ছিল না। হঠাতে করে স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে তিনি বর্ধমান ফিরে যান। সেখানে তিনি রাণীগঞ্জ সিয়ারসোল রাজ হাই স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত নজরুল এই স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৯১৭ সালে শান্তাবিক পরীক্ষা দেওয়ার পর নজরুল সেনাবাহিনীতে যোগদান করার বিজ্ঞাপন দেখে সেনাদলে যোগ দেওয়ার জন্য মনস্থির করেন। তিনি চলে যান আসানসোলে। সেখান থেকে মহকুমা হাকিমের চিঠি নিয়ে তিনি কোলকাতা চলে যান।

সেনাদলে ভর্তির নির্বাচন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নজরুল সরকারি খরচে কোলকাতা থেকে ট্রেনে করে লাহোর যান। সেখান থেকে ট্রেনিং নেওয়ার জন্য তাঁকে পাঠানো হয় পেশোয়ারের নিকট নওশেরায়। এখানে তিনি তিন মাস ট্রেনিং নিয়ে ৪৯ নম্বর বাঙালি পল্টনের হেড কোয়ার্টার করাচি সেনানিবাসে চলে যান। এই বাঙালি পল্টন সাত হাজার বাঙালি সৈনিক সমন্বয়ে গঠিত হয় সৈনিক জীবনে তিনি বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন এবং পক্ষকালের মধ্যে তিনি ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলিদার পদে উন্নীত হন।

১৯১৭ থেকে ১৯২০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত নজরুলের সৈনিক জীবন। সৈনিক জীবনের নিয়মানুবর্তিতায় তিনি নিজেকে নতুন রূপে গড়ে তোলার সুযোগ পান। এই তিনি বছরে তিনি নিজেকে এক নির্ভীক দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। সৈনিক জীবনেই তাঁর সাহিত্য জীবনের শুরু হয়। কঠোর নিয়ম কানুনের মধ্যেও তিনি সাহিত্য চর্চার জন্য সময় বের করে নিতেন। নজরুলের প্রথম গল্প ‘বাউঙ্গেলের আত্মকাহিনী’ এবং প্রথম কবিতা ‘মুক্তি’ করাচি সেনানিবাসে রচিত। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হয় এবং নজরুল কোলকাতায় ফিরে আসেন।

১৯২২ সালে মাত্র বাইশ বছর বয়সে কাজী নজরুল ইসলাম ‘বিদ্রোহী’ কবিতা রচনা করেন। এই কবিতা ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে নজরুলের নাম ছড়িয়ে পড়ে। নজরুলের সাহিত্য জীবন ১৯২০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত মোট বাইশ বছরের। এ সময়ের মধ্যে তিনি গল্প, উপন্যাস, কবিতা ছাড়াও বহু ধরনের সংগীত রচনা করেছেন। তিনি বিভিন্ন ধরনের সংগীত, যথা-রাগ প্রধান, কাব্যগীতি, গজল, দেশাভিবোধক গান, জাগরণী সংগীত, ভঙ্গীগীতি প্রভৃতি রচনা করেন। বাংলা ভাষায় নজরুলই সর্বপ্রথম গজল গান রচনা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর রচিত গজল গানগুলোর মধ্যে- বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল, কে বিদেশি মন উদাসী, সে সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ১৯৪২ সালে দূরারোগ্য রোগে অসুস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কবি প্রায় তিনি হাজার গান রচনা করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২৪ মে তারিখে কবিকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির সম্মান দিয়ে এদেশে নিয়ে আসা হয় এবং কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সারা দেশে তাঁর ৭৩তম জন্মদিন পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৩ সালের ৯ ডিসেম্বর কবিকে সম্মানসূচক ‘ডি লিট’ উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯৭৫ সালে তাঁকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার ‘একুশে পদক’ দেওয়া হয়।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট, বাংলা ১৩৮৩ সালের ১২ ভদ্র, রবিবার, কবি ঢাকায় শেষ নিঃশ্঵াস ত্যাগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের পাশে কবিকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

### জসীমউদ্দীন (১৯০৩—১৯৭৬)

পল্লি বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তথা গ্রামীণ জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঞ্চার সার্থক রূপকার কবি জসীমউদ্দীন। গ্রাম বাংলার চিত্র তাঁর কবিতায় এমনভাবে প্রতিফলিত, যে জন্য পল্লিকবির সম্মানিত আসনটি তাঁর।

পল্লিকবি জসীমউদ্দীনের জন্য ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে ১৯০৩ সালের ১ জানুয়ারি। তার পৈতৃক নিবাস ফরিদপুরের অনতিদূরে অবস্থিত গোবিন্দপুর গ্রামে। পিতার নাম মৌলভি আনসারউদ্দীন। তিনি ছিলেন ক্ষুল শিক্ষক। বাল্যকালে জসীমউদ্দীন ছিলেন খুবই চৰ্খল প্রকৃতির। গাঁয়ের ছেলেদের সাথে সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন ফর্মা-৩, সংগীত, যম প্রেমি।

বনে বাদাড়ে, নদীতীরে। জসীমউদ্দীন যখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়তেন তাঁর পাঠশালার সাথি এক বন্ধুর বাড়িতে তখন কোলকাতা থেকে নিয়মিত ‘সন্দেশ’ এবং অন্যান্য পত্রিকা আসত। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে এসব পত্রিকা পড়তেন এবং তাঁর দারুণ ভালো লাগত।

কবি ফরিদপুরের হিতৈষী স্কুলের পড়া শেষ করে ভর্তি হলেন ফরিদপুর জেলা স্কুলে। এই স্কুলে থাকতেই জসীমউদ্দীনের মধ্যে কবিতা লেখার নেশা জেগেছিল। কিন্তু কবির মনে হলো এই সুন্দর গ্রামে পড়ে থাকলে কবি হওয়া যাবে না। তাই তাঁকে কোলকাতা যেতে হবে। মিশতে হবে বৃহত্তর শৃণি সমাজের সাথে। তিনি কোলকাতায় চলে এলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো জাতীয় মঙ্গলের কবি মোজাম্বেল হক ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সাথে। নজরুল কিশোর জসীমউদ্দীনের কবিতায় নতুন ভাবধারা উপলব্ধি করলেন এবং কবিতার জগতে সর্বত্র সহায়তা ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ করে দিলেন। এভাবেই কোলকাতায় কাটলো তার কিছুদিন। কবির মনে অন্য বাসনা জাগলো পড়ালেখা করতে হবে- প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে; তবে না সার্থক কবি হওয়া যাবে। এমন বাসনা নিয়ে ফিরে এলেন ফরিদপুরে। ফরিদপুর জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করলেন। তারপর ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য চলে যান কোলকাতায়। দেশে আই এ পড়ার সময়েই তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড. দীনেশচন্দ্র সেন এর সহযোগিতায় একটি বৃত্তি পেয়েছিলেন। এ বৃত্তি ছিল পল্লী অঞ্চলের গান, গাঁথা, পুঁথিকাব্য সংগ্রহ করার কাজ। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এসব সংগ্রহ করতেন। তার বিনিময়ে পেতেন মাসে ৭০ টাকার বৃত্তি। তিনি এমএ পাশ করার সময় পর্যন্তও এই বৃত্তি পেয়েছিলেন।

ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। কোলকাতায় তাঁর কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে ড. দীনেশচন্দ্র সেনেরই অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনিই কবির প্রথম কাব্য ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করে দেন এবং কবির ‘কবর’ কবিতাটি প্রবেশিকা বাংলা সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করান। তখন জসীমউদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ড. দীনেশচন্দ্র সেন যখন পত্রিকায় জসীমউদ্দীনকে নিয়ে ‘A Young Muslim Poet’ শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন তখনি জসীমউদ্দীনের নাম ছড়িয়ে পড়ে এবং তিনি সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

কোলকাতায় পড়ার সময়েই তাঁর পরিচয় ঘটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সাথে এবং প্রথম পরিচয় হয় শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। তারপর পরিচয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সে সময় প্রকাশিত ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ এবং ‘রাখালী’ কাব্য পাঠ করে জসীমউদ্দীনের কবি প্রতিভার ভূয়সী প্রশংসা করেন। শুধু তাই নয় পরবর্তীতে রবীন্দ্রনাথ একটি বাংলা কবিতার সংকলন প্রকাশ করেন এবং সেই সংকলনে জসীমউদ্দীনের ‘রাখালী’ কাব্যের অন্তর্গত ‘উড়ানীর চর’ কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। এটা ছিল জসীমউদ্দীনের জন্য কবি হিসেবে বিশ্বকবি কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ এবং বিশ্ব সম্মান।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিনি প্রায়ই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আসতেন। এভাবে একদিন তাঁর পরিচয় হয় গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রভাতকুমারের বাড়িতে নিয়মিত গল্পের আসর বসত। জসীমউদ্দীন ছিলেন সে আসরের একজন সদস্য। প্রভাত কুমারের এক মেয়ের নাম ছিল ‘হাসু’। ফুটফুটে ছোট মেয়ে হাসু। তার সঙ্গে কবির খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। তিনি মেয়েটাকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। আর ছড়া গান শোনাতেন। পরে এই হাসুকে নিয়েই তিনি লিখেছিলেন একটি ছড়ার বই ‘হাসু’।

জসীমউদ্দীন ১৯৩১ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এম এ ডিপ্রি লাভ করেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত <sup>পঁ</sup> তিনি কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৪ সালে কবি প্রাদেশিক সরকারের প্রচার বিভাগে সৎ পাবলিসিটি অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি দীর্ঘদিন সরকারি প্রচার বিভাগে চাকুরি করেন এবং ওখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন। কবি জসীমউদ্দীন লোকসাহিত্যের আজীবন প্রবজ্ঞা ছিলেন। বহু আন্তর্জাতিক লোকসাহিত্য সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৫০ সালে কবি আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সভায় যোগদানের জন্য আমেরিকা এবং ১৯৫১ সালে যুগোশ্লাভিয়া যান। ১৯৫৬ সালে ‘নিখিল ব্রহ্ম বঙ্গসাহিত্য’ সম্মেলনে লোকসংস্কৃতির শাখার সভাপতি হয়ে ইয়াঙ্গুন (রেঙ্গুন) ভ্রমণ করেন। এছাড়া তিনি যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি সারা জীবন কাব্য সাধনা করে গেছেন সাধকের মতো। পল্লিক মানুষ ও তাদের সরল জীবনই ছিল কবির কাব্য সাধনার বিষয়বস্তু।

জসীমউদ্দীন রচিত কাব্য ‘রাখালী’, ‘নকশী কাঁথার মাঠ’, ‘সোজন বাদিয়ার ঘাট’ ‘হাসু’, ‘বালুচর’, ‘ধানক্ষেত’, ‘রঙিলা নায়ের মাবি’, ‘রূপবতী’, ‘পদ্মাপার’, ‘এক পয়সার বাঁশি’, ‘মাটির কাল্লা’, ‘সখিনা’ এবং ‘বেদের মেঘে’ (নাটক) বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। তার ‘নকশী কাঁথার মাঠ’ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ‘চলে মুসাফির’ তাঁর রচিত অন্যতম ভ্রমণ কাহিনি।

কবি জসীমউদ্দীন পল্লিক হিসেবে যেমন বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডার সুষমামণ্ডিত করেছেন ঠিক তেমনি সমৃদ্ধ করেছেন বাংলা লোকসংগীত। তাঁর লেখা ও সুরে ভাট্টালি, মারফতি, মুশিদি প্রভৃতি গান আবাসউদ্দিন আহমেদ কোলকাতার ‘হিজ মাস্টার্স ভয়েস’ এবং ‘গ্রামোফোন কোম্পানি’তে রেকর্ড করেন। এছাড়াও তাঁর লেখা গান অনেক প্রতিষ্ঠিত শিল্পীই গেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে আবদুল আলীম, মোস্তফা জামান আবাসী, ফেরদৌসী রহমান, ফওজিয়া ইয়াসমীন, সোহরাব হোসেন, বেদার উদ্দীন আহমেদ, রফীদুন্নাথ রায়, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, বিপুল ভট্টাচার্য প্রযুক্তি শিল্পীর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৬ সালের ১৪ মার্চ পল্লিক বি জসীমউদ্দীন ঢাকায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

### আবাসউদ্দিন আহমেদ (১৯০১—১৯৫৯)

আবাসউদ্দিন আহমেদ ১৯০১ সালের ২৭ অক্টোবর কুচবিহার থেকে বারো মাইল দূরে বলরামপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। মা হিরামুখেসা ও বাবা তৎকালের খ্যাতনামা উকিল ও জমিদার জাফর আলী আহমেদ। বাবার ইচ্ছে আবাসউদ্দিনও হবে বড়ো উকিল, ব্যারিস্টার। কিন্তু ছোট আবাসের মন শুধু গানের দিকে। বাড়ি থেকে লুকিয়ে এ গ্রাম থেকে সে গ্রামে যাত্রা গান, পালা গান শুনে বেড়াতেন। তিনি যে শুধু গানেই মাতোয়ারা ছিলেন তা নয় পড়াশোনাতেও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ক্লাসের পরীক্ষাতে বরাবরই প্রথম হতেন। তিনি ম্যাট্রিক এবং আই এ পাশ করেন কৃতিত্বের সাথে। সে সময়ে সবাই আবাসউদ্দিনকে কোলকাতা যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন যাতে সেখানে গিয়ে রেকর্ড গান গেয়ে তিনি আরো বড়ো শিল্পী হতে পারেন। এর মধ্যে কাজী নজরুল ইসলামের সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে কুচবিহারের কলেজে মিলাদ মাহফিলে এবং পরে দার্জিলিং- এর এক গানের অনুষ্ঠানে। তিনি কোলকাতা গিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানিতে রেকর্ড করেন দুইটি গান।

আবাসউদ্দিন রেকর্ড গান করতে এসে পরিচিত হন তখনকার দিনের খ্যাতনামা শিল্পী কে মল্লিকের সাথে। কথায় কথায় জানতে পারলেন কে মল্লিকের আসল নাম কাসেম মল্লিক। তিনি আসল নাম ব্যবহার না করে এ নামে <sup>১</sup> রেকর্ড করেছেন প্রচুর শ্যামাসংগীত, ভজন, যাতে লোকে বুঝতে না পারে তিনি একজন মুসলমান গায়ক কিন্তু

আব্রাসউন্দিনকে তার নাম পাল্টাবার জন্য অনেক অনুরোধ করা সজ্জেও তিনি তাঁর নিজের নামই ব্যবহার করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তার গাওয়া প্রথম রেকর্ডের গান দুইটি ছিল আধুনিক-'কোন বিরহীর নয়ন জলে' এবং অপর পৃষ্ঠায় 'স্মরণ পারের ওগো প্রিয়'। এই গানগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পায় এবং আব্রাসউন্দিন আরো গান রেকর্ড করার আমন্ত্রণ পান। ইতোমধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে গান গাইবার জন্য তাঁর ডাক আসতে থাকে এবং কোলকাতার সংগীত জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেন। এ সময়েই তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলামের আরো কাছাকাছি আসার সুযোগ পান। কবি তার জন্য অনেক আধুনিক প্রেমের গান লেখেন যেমন, 'নিঞ্চ শ্যাম বেণী বৰ্ণা', 'আসিবে তুমি জানি প্রিয়' ইত্যাদি।

আব্রাসউন্দিনের অনুরোধে কাজী নজরুল ইসলাম লেখেন তাঁর প্রথম ইসলামী গান "ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ"। ঈদুল ফিতরের সময় যখন এ গান বাজারে বের হলো তখন সমস্ত বাংলার মুসলমানদের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এভাবে মুসলমানদের ঘরে সুরের জানু হড়াতে থাকেন আব্রাসউন্দিন। নজরুল আরো প্রচুর গান লেখেন এবং আল্টা-রাসূলের গান গেয়ে আব্রাসউন্দিন বাংলার মুসলমানের ঘরে ঘরে জাগালেন এক নব উদ্দীপনা।

সে সময় তিনি কবি গোলাম মোস্তফার গানও অনেক গেয়েছেন। তিরিশ দশকের শেষের দিকে এবং চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের মতো মানুষের জনসভায় আব্রাসউন্দিনের গান না হলে চলত না। সে সময় মাইক্রোফোন ছাড়াই শিল্পী হাজার হাজার জনতাকে তাঁর গান দিয়ে মন্ত্রমুক্তি করে রাখতেন।

আব্রাসউন্দিনের আরেকটি বিরাট কাজ হলো গ্রাম বাংলার অবহেলা অনাদরে ছড়িয়ে থাকা ধূলোমাখা সম্পদ পল্লিগীতিকে তিনি নিয়ে এলেন শহরে মানুষের কাছে। মাটির গান, মাঝি-মাঝির গান, চাষি-মজুরের গান ধরে রাখেন রেকর্ডে। এ সময় আব্রাসউন্দিন এবং জসীমউন্দিন একসঙ্গে রেকর্ড করেন অপূর্ব সুন্দর সুরে পল্লিগীতি, ভাটিয়ালি, জারি, সারি, মুর্শিদি যা বাঙালি মানুষের মন নিমেষেই কেড়ে নেয়। আব্রাসউন্দিনের সঙ্গে বাজালেন বিশিষ্ট দেতারাবাদক কানাইলাল শীল। এসব গান স্থান পায় বাংলার অন্তর্মাজে যা ছিল অবহেলিত, অনাদৃত। আব্রাসউন্দিনের কষ্টে বেজে ওঠে 'নদীর কুল নাই কিনার নাই' এবং আরো অনেক গান যা সব স্তরের মানুষকে করেছিল মাতোয়ারা।

আব্রাসউন্দিন উত্তরাঞ্চলের ভাওয়াইয়া গানকেও জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। 'ওকি গাড়িয়াল ভাই', 'কিসের মোর বাঁধন কিসের মোর বাড়া', 'তোরষা নদীর উথাল পাথাল' প্রভৃতি ভাওয়াইয়া গানকে তিনি কুড়িয়ে আনেন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এবং রেকর্ড করেন গ্রামোফোন কোম্পানিতে।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শিল্পী ঢাকায় চলে আসেন এবং সরকারি ঢাকরি নেন। তিনি দেশের প্রতিনিধি হয়ে মায়ানমার (বার্মা), হংকং, ম্যানিলা, জার্মানি প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন উৎসবে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি। পরাধীন দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য তিনি অসংখ্য দেশান্তরোধক গান এবং জাগরণী গান গেয়েছেন।

আব্রাসউন্দিন একজন উঁচুদরের শিল্পী ছিলেন। তাঁর গান শুনে গ্রামের মানুষের মনোবল দ্বিগুণ বেড়ে যেত। তাঁর গাওয়া 'ওঁঠেরে চাষী জগতবাসী ধর কষে লাঙ্গল' গানটি সে সময় গ্রামের মানুষের মনে দেশকে স্বাধীন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে।

১৯৫৯ সালে ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সংগীতে তাঁর অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

## তৃতীয় পরিচেদ বাদ্যযন্ত্র পরিচিতি

### হারমোনিয়াম

হারমোনিয়াম একটি বিদেশি যন্ত্র। এটি আবিষ্কার করেন জামানির ড বেইন। গান শিখতে হলে প্রথমে হারমোনিয়ামের প্রয়োজন হয়। কারণ সংগীত শিক্ষা করার প্রথম অবস্থায় শিক্ষার্থীর জন্য সাহায্যকারী যন্ত্রের প্রয়োজন। সেজন্য প্রথমেই একটি সুরেলা হারমোনিয়াম প্রয়োজন। কারণ হারমোনিয়াম শিক্ষার্থীকে সুর চেনাতে সাহায্য করে। হারমোনিয়াম সাধারণত ৪৪০ কম্পন সংখ্যার মান (Standard) এ সুর করা হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে গান করার সময় হারমোনিয়াম প্রয়োজন। কর্ত কিছুটা সুরে বসার পর তানপুরা নিম্নে চর্চা করার অভ্যাস করা উচিত। তানপুরা নিম্নে চর্চা করলে ধীরে ধীরে সুরের বুনিয়াদ দৃঢ় হয়, কর্ত নিয়ন্ত্রণে আসে।

### হারমোনিয়ামের পরিচিতি



চিত্র: হারমোনিয়াম

সংগীত শেখার সময় সহজেই যন্ত্র হিসেবে হারমোনিয়ামের ব্যাপকতা রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য বক্স হারমোনিয়াম সবচেয়ে উপযোগী। এই হারমোনিয়াম প্রধানত দুই প্রকার। যেমন— সিংগেল রিড এবং ড্বাল রিড। সিংগেল রিড হারমোনিয়ামে এক সেট রিড এবং ড্বাল রিড হারমোনিয়ামে দুই সেট রিড থাকে। সাধারণত হারমোনিয়াম সাধারণত স্তিন অকটেভের মধ্যে হয়। হারমোনিয়ামের বেলো সঞ্চালনের মাধ্যমে সৃষ্টি বাতাসের সাহায্যে বা দিয়ে শব্দ সৃষ্টি করা হয় তাকে রিড বলে। হারমোনিয়ামের মূল অংশ চারটি। এগুলো হলো: বেলো

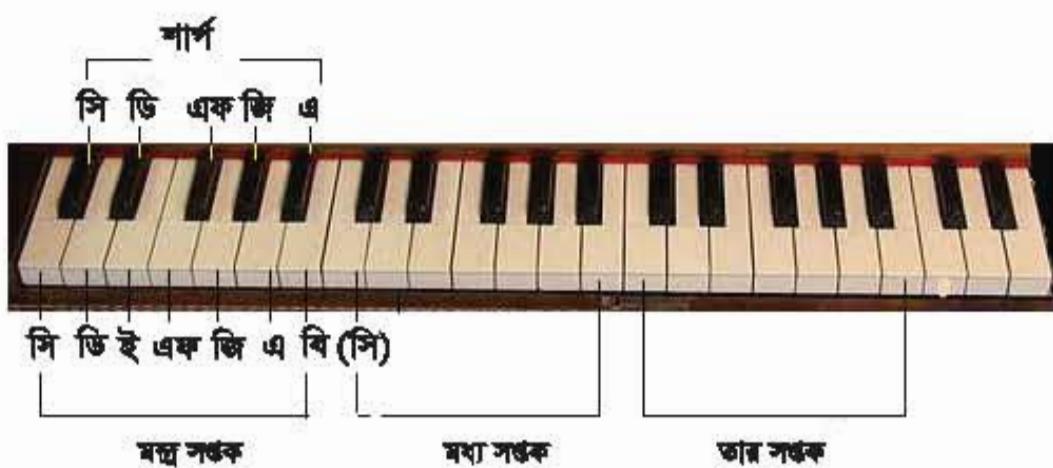
বুল (Blow), রিড, স্টপার বা চাবি এবং টপ বোর্ড।

হারমোনিয়ামে মূলত বাতাসের সাহায্যে রিডফলো বাজানো হয়। এই অংশ দিয়ে হারমোনিয়ামে বাতাস সৃষ্টি করা হয় তাকে বেলো বলে। বেলো এক পাটি ধৰ্য একাধিক পাটিও হয়ে থাকে। সাধারণত একপিকে শুলে বাজাতে হয়। হারমোনিয়ামের বে অংশটে বাতাসকে সিনেজল করা হয় তাকে স্টপার বা চার্বি বলা হয়। স্টপারজলি যখন ধৰকলে হারমোনিয়ামে আওঙ্গাঙ্গ হয়না। হারমোনিয়ামের খপরে বে টানা থাকে তাকে টপবোর্ড বলে। বাজানোর সময় শক্ত রাখতে হবে হ্যাতের কনুই বেন পুঠানামা না করে অথবা শরীরে না লাগে। হারমোনিয়াম বাজানো শেষ হলে বেলো টেলে ধীরে ধীরে রিড চাপ দিয়ে বাতাস বের করে দেওয়ার পর বেলোটিকে আটকে স্টপারজলো বজ্জ করে দিতে হয়।

### হারমোনিয়ামে বিভিন্ন পর্দার পরিচিতি

হারমোনিয়ামে সাধারণত তিনি অকটেচ পর্দত থাকে। কারণ মানুষের কষ্ট তিনি অকটেচের মধ্যেই সীমিত। অন্য সাধারণ কলে কেষ্ট কেউ মূলত তিনি অকটেচের খপরেও বেতে পানে।

গান গাইবার জন্য তিনটি অকটেচের বেশি আবের থার্যোজন পছন্দো। হারমোনিয়ামে তিনের সামা পর্দা থাকে যোট বাইশটি এবং কালো পর্দা থাকে যোট পল্লেরোটি। হারমোনিয়ামে একেবারে বৌ দিকের শেষ পর্দাটির নাম সি। সি থেকে সি পর্দত এক অকটেচ অর্ধাং আটাটি সব। সি থেকে বি পর্দত অর্ধাং সা থেকে নি পর্দত এক সঞ্চক। সি থেকে বি পর্দত ধৰ্যে খাদ বা মস্ত সব। অর্ধাং সঞ্চের হিসাবে উদাহরণ সঞ্চক। আবার ছুঁটীয় সি থেকে ছুঁটীয় বি পর্দত মধ্য সব অর্ধাং মুদারা সঞ্চক এবং ছুঁটীয় সি থেকে চতুর্থ বি পর্দত উচ্চ সব অর্ধাং তামা সঞ্চক। বৌবার সুবিধার্থে হারমোনিয়ামের তিনি অকটেচ পর্দার কেল, পর্দার নামসহ দেওয়া হলো:



চিত্র: হারমোনিয়ামের বিভিন্ন পর্দার পরিচিতি

### তবলা

ভার্তা এবং বৌঁয়া এ দুটির মধ্যস্থে বলা হয় তবলা। বৌঁয়া বাষ হজে বাজানো হয়। তবলা ভাল হজে বাজানো হয়। তবলা কাঠের তৈরি হজে পাতে এবং বৌঁয়া ছানির বা জামার তৈরি হজে পাতে। অবলা এ বৌঁয়ার মুখে হে চারচাক পাতে কাকে ছানেনি বলা হয়। ছানিনির বেঁকির মতো চারচাকে বলা হয় বেঁকী। এই বেঁকী জামচাক সঙ্গে মিলে নিতে হেঁকো বেঁকীর মতে বৌঁয়া পাতে। এই জামচাক সঙ্গে নাম সোজলি। বৌঁয়াতে সোজলির পরিপর্ক সূচার হৃবি ব্যবহার করা হতুল তাতে শিফলের আটিটি রিং ব্যবহার করা হয়। রিং-এর সাথেও বৌঁয়ার আপোজ তাঁৰী অপোজ পাতলা করা যায়। কাঠের সহলা সোচি আটিটি। তবলার আটিটি কাঠের ভলি বা ভটি পাতে। এই ভলির সাথেও সোজলির সূচ বৌঁয়া হয়।



বিড় তবলা-বৌঁয়া

তবলার ছানিনির মাধ্যমে খবৎ বৌঁয়ার ছানিনির এক পাশে সোজলাকার কাঠে অল্পকে বলা হয় গীৰ বা পিলা। ছানিনির জবলাপোলে ধাম আৰ ইফি পৰিবাল অতিৰিক্ত জামচাক হেৱা জামগাকে বলা হয় কলী। গীৰ খবৎ কলীৰ মাধ্যমে অল্পকে বলা হয় সূচ বা বৰাদান। ঘড়ের উপর কাশক স্টেচিয়ে তৈরি কৰা হয় বৃহাবল পিলা। অবলা-বৌঁয়া দুটি বিভিন্ন বশয় পেছে বাজানো হয়।

### তানপুরা

হকসোনিয়ারে সুজের প্রাথমিক জনন সাতের পর শান্তীয়সংরীক্ষ চৰ্তাৰ সহযোগী যজ্ঞ তানপুরার সংগীতচর্চা কৰা অনুমতি। তানপুরার চাবটি ভাব পাতে। অজসোৱ মত্তে প্ৰথমটি পৰাদেৱ ভাব, যানপুরার দুইটি ছুটি অৰ্পণ মে কেজে চৰ্তাৰ কৰা হজে, ভাব 'সা' এবং সাতে এবং কৰ্ত্ত ভাব মিলানো হজ অছ সূচকেৰ 'সা' এবং সাতে।

তামপুরা ভাস্তোভাবে সুর বিলিরে গাইবার অভ্যাস করলে সুর সবচে সঠিক ধারণা হব। এবং কোনো ঘরের সামগ্র্য ছাড়াই উন্মুক্ত তামপুরার সাহায্যে সুরেলা কঢ়ে গান গাওত্বা থার। যাদের তামপুরা নিয়ে শান গাওত্বার অভ্যাস নেই, যারা হ্যারমেনিয়ামের খণ্ডে নির্ভরশীল, তাদের হ্যারমেনিয়াম ছাড়া গান গাইতে সুর থেকে সরে যাওত্বা সহজে থার। একটু এমিক-সেলিক হয়ে সুর থেকে গলা ঝঠানাবা করে। এ কারণেই হ্যারমেনিয়ামে গলা বিস্তৃত সুরে দেলে তামপুরা নিয়ে চর্টার অভ্যাস গঢ়ে তোলা উচিত। তামপুরার প্রথম দিকে বেশ অসুবিধা থার। কবরণ অভ্যেকচি সুর হাতের কাছে না থাকায় হ্যারমেনিয়াম নিয়ে গাইবার সবচে শক্ত সহজ মনে হয়, তামপুরা নিয়ে তত সহজ মনে হয় না। তবে তামপুরা নিয়ে চর্টার লাভ এই, সা থেকে অভ্যাস করের বেশ সুস্থ লে সবচে স্পষ্ট ধারণা হবে পেলে গলা আগনিই সুরেশা হব।



তামপুরা একটি আজিন বস্ত। এই বস্তের নিচের গোলাকার অংশ লাউরের খেল নিয়ে তৈরি করা হয়। খোলের তিতারের অংশ থাকে কৌপ। তামপুরা দেখতে আরি মনে হলেও কজনে হলকা। তামপুরার খোলের উপরিঅংশে যে কাঠের ঢাকনা থাকে তা তুবলি নামে পরিচিত। তুবলির নিচে একটি কাঠের টুকরার তাম চুকানোর জন্য চারটি ছিঙ থাকে। এই কাঠের টুকরার মাঝ মোগরা। তুবলির উপরে একটি হাতু বা কাঠের টুকরা থাকে। এটিকে ত্রিজ বলা হয়। ত্রিজের মাঝায়িকি সমান ধারণাম সূচা নিয়ে জোমারি করা হয়। সুর সুজভাবে মেলানোর জন্য মোগরার মাঝায়িকি জারিলাগার চারটি ছলি থাকে। গানলোর নাম মানকা। চুধার উপরে কাঠের দরজের একেবারে উপরের দিকে থাকে তারলান। নিচের চারটি ছিঙের সঙ্গে তার বেঁধে উপরে শুটি বা কানের সঙ্গে সংযোগ করে কান দুরিয়ে দিয়ে সুর বাঁধা হয়।

### বাঁশি

বাঁশি শুধির জাতীয় বজ্র। বাঁশ দিয়ে তৈরি বস্তেই এই বজ্রের নাম বাঁশি। বাঁশি বাজাতে হয় হুঁ দিয়ে। বাঁশির সুর গানের বাণীকেও মুটিয়ে ভুলতে পারে। বর্তমানে বাঁশ ছাড়া পিতল, কাঠ বা মাটি দিয়েও বাঁশি তৈরি করা হয়। বাঁশির অনেক শক্তিরভেদ আছে: সরল বাঁশি, আড় বাঁশি, টিপো বাঁশি এবং লম্ব বাঁশি ইত্যাদি।



চিত্র: বাঁশি

### মপিঙ্গা

মপিঙ্গা ঘনবাদ্য। কাঁসাৰ নির্মিত মুটি বাটি দু'হাতে ধরে পৰম্পৰারের কিলায়াৰ মৃদু টোকা দিয়ে খনি সৃষ্টি কৰা হয়। বাটি দু'টিৰ তলায় মোটা সূতা বীথা থাকে। বাটিৰ গা স্পর্শ না কৰে সূতা ধৰে বাজাতে হয়। তাল, লর ও হস্ত নিরূপণে মপিঙ্গা সাহায্য কৰে। আরি, কীৰ্তন, মুশিদি, মারফতি, কবিগান, বিচার গান, বিজেহী অঙ্কুষি গানে মপিঙ্গা ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় রবীন্দ্ৰনাথেও মপিঙ্গা ব্যবহৃত হয়।



চিত্র: মপিঙ্গা

## অনুশীলনী

### রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। সংক্ষেপে বাংলাদেশের কর্তৃসংগীতের ইতিহাস লেখ ।
- ২। লোকসংগীতের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা সম্পর্কে আলোচনা কর:
  - (ক) জারি (খ) সারি (গ) বারোমাসি (ঘ) বিচ্ছেদী (ঙ) টুসু ।
- ৩। আমীর খসরু সম্পর্কে যা জান সংক্ষেপে লেখ ।
- ৪। ওন্তাদ মোহাম্মদ হোসেন খসরুর জীবনী লেখ ।
- ৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী ও তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে যা জান লেখ ।
- ৬। কাজী নজরুল ইসলামের জীবনী আলোচনা কর ।
- ৭। জসীমউদ্দীনের জীবনী ও সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর ।
- ৮। আব্রাসউদ্দীনের জীবনী লেখ ।
- ৯। হারমোনিয়াম কে আবিষ্কার করেন? হারমোনিয়ামের গঠন প্রণালী বর্ণনা কর ।
- ১০। তবলা-বাঁয়ার সচিত্র পরিচিতি লেখ ।
- ১১। চিত্রসহ তানপুরার বর্ণনা দাও ।

### সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

- ১। তবলা-বাঁয়ার চিত্র এঁকে বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর ।
- ২। বাঁশি কী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র? বিভিন্ন প্রকার বাঁশির নাম লেখ ।
- ৩। মন্দিরা কী জাতীয় বাদ্যযন্ত্র? মন্দিরার চিত্র এঁকে দেখাও ।
- ৪। কী কী গানে মন্দিরা ব্যবহৃত হয়?
- ৫। তবলি ও বিজ কী?
- ৬। মানকা কাকে বলে?

## তৃতীয় অধ্যায়

### শান্তীয়সংগীত

ব্যাবহারিক

#### কণ্ঠ সাধনা

১।	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি	সা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	
	সা	নি	ধ	প	ম	গ	রে	সা
২।	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি	সা
	সা	নি	ধ	প	ম	গ	রে	সা
৩।	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি	সা
	সা	নি	ধ	প	ম	গ	রে	সা
৪।	সা	রে	গ	ম	প	ধ	নি	সা
	সা	নি	ধ	প	ম	গ	রে	সা
৫।	প্রতিটি স্বর থেকে শুধু আরোহণ							

ক) ১ স রে

২ সা রে গা

৩ সা রে গ ম

৪ সা রে গ ম প

৫ সা রে গ ম প ধ

৬ সা রে গ ম প ধ নি

৭ সা রে গ ম প ধ নি সা

৮ সা রে গ ম প ধ নি সা রে

৯ সা রে গ ম প ধ নি সা রে গ  
গ রে সা নি ধ প ম গ রে সা

খ) ১ প ধ

২ প ধ নি

৩ প ধ নি সা

৪ প ধ নি সা রে

৫ প ধ নি সা রে গ

৬ গ রে সা নি ধ প ম গ রে সা

## ৬। প্রতিটি স্বর থেকে শুধু অবরোহণ

ক) ১ রে সা

২ গ রে সা

৩ ম গ রে সা

৪ প ম গ রে সা

৫ ধ প ম গ রে সা

৬ নি ধ প ম গ রে সা

৭ সাং নি ধ প ম গ রে সা

৮ রেঁ সাং নি ধ প ম গ রে সা

৯ গঁ রেঁ সাং নি ধ প ম গ রে সা

## ৭। প্রতিটি স্বর থেকে আরোহণ-অবরোহণ

১	সারে	গম	পধ	নিস্ত	রেঁগ	গঁরে	সানি	ধপ	মগ	রেসা
২	রেগ	মপ	ধনি	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা
৩	গম	পধ	নিসা	রেঁগ	গঁরেঁ	সানি	ধপ	মগ	রেসা	
৪	মপ	ধনি	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গারে	সা	
৫	পধ	নিসা	রেঁগ	গঁরেঁ	সানি	ধপ	মগ	রেসা		
৬	ধনি	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা		
৭	নিসা	রেঁগ	গঁরেঁ	সানি	ধপ	মগ	রেসা			
৮	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গারে	সা			
৯	রেঁগ	গঁরেঁ	সানি	ধপ	মগ	রেসা				

## ৮। যে স্বর থেকে অবরোহণ সে স্বর থেকে আরোহণ-অবরোহণ

ক)	১	রেসা	রেগ	মপ	ধনি	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা
	২	গরে	সাগ	মপ	ধনি	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা
	৩	মগ	রেসা	মপ	ধনি	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা
	৪	পম	গরে	সাপ	ধনি	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা
	৫	ধপ	মগ	রেসা	ধনি	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা
	৬	নিধ	পম	গরে	সানি	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা
	৭	সানি	ধপ	মগ	রেসা	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা
	৮	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সারেঁ	গঁগ	রেঁসা	নিধ	পম	গরে	সা

## ৯। অলংকার দুই স্বরের দুই এর প্রকার

ক)	১ সা রে	১ সানি
	২ রে গ	২ নিধ
	৩ গ ম	৩ ধ ম
	৪ ম প	৪ প ম
	৫ প ধ	৫ ম গ
	৬ ধ নি	৬ গ রে
	৭ নি সা	৭ রে সা
	৮ সা রে	৮ সানি

খ)	১ রে সা	১ নি সা
	২ গ রে	২ ধনি
	৩ ম গ	৩ পধ
	৪ প ম	৪ ম প
	৫ ধ প	৫ গ ম
	৬ নি ধ	৬ রে গ
	৭ সা নি	৭ সারে
	৮ রেঁ সা	৮ নি সা

## ১০। দুই স্বরের তিন এর প্রকার

ক)	১ সা রে রে	১ সানি নি
	২ রে গ গ	২ নিধ ধ
	৩ গ ম ম	৩ ধপ প
	৪ ম প প	৪ প ম ম
	৫ প ধ ধ	৫ ম গ গ
	৬ ধ নি নি	৬ গ রে রে
	৭ নি সা সা	৭ রে সা সা
	৮ সা রেঁ রেঁ	৮ সানি নি

খ)	১ সা রে সা	১ সানি সা
	২ রে গ রে	২ নিধ নি
	৩ গ ম গ	৩ ধপ ধ
	৪ ম প ম	৪ প ম প
	৫ প ধ প	৫ ম গ ম
	৬ ধ নি ধ	৬ গ রে গ
	৭ নি সা নি	৭ রে সা রে
	৮ সা রেঁ সা	৮ সানি সা

## ১১। দুই স্বরের চার এর প্রকার

ক)	১ সাৱে সাৱে	১ সনি সনি
	২ ৱেগ রেগ	২ নিধ নিধ
	৩ গম গম	৩ ধপ ধপ
	৪ মপ মপ	৪ পম পম
	৫ পধ পধ	৫ মগ মগ
	৬ ধনি ধনি	৬ গৱে গৱে
	৭ নিসা নিসা	৭ রেসা রেসা
	৮ সারে সারে	৮ সানি সানি

খ)	১ সাৱে রেসা	১ সানি নিসা
	২ ৱেগ গৱে	২ নিধ ধনি
	৩ গম মগ	৩ ধপ পধ
	৪ মপ পম	৪ পম মপ
	৫ পধ ধপ	৫ মগ গম
	৬ ধনি নিধ	৬ গৱে ৱেগ
	৭ নিসা সানি	৭ রেসা সারে
	৮ সারে রেসা	৮ সানি নিসা

## ১২। দুই স্বরের পাঁচ এর প্রকার

ক)	১ সাসা রেৱেৱে	১ সাসা নিনিনি
	২ ৱেৱে গগগ	২ নিনি ধধধ
	৩ গগ মমম	৩ ধধ পপপ
	৪ মম পপপ	৪ পপ মমম
	৫ পপ ধধধ	৫ মম গগগ
	৬ ধধ নিনিনি	৬ গগ রেৱেৱে
	৭ নিনি সাসাসা	৭ রেৱে সাসাসা
	৮ সাসা রেঁৱেুৱে	৮ সাসা নিনিনি

বিঃ দ্রঃ প্রতিটি স্বরগম বরাবৰ ও দ্বিগুণ লয়ে তালি দিয়ে স্বর উচ্চারণে ও আ-কারে শিখতে হবে।

**রাগ: খান্দাজ  
শাস্ত্ৰীয় পরিচয়**

রাগ	খান্দাজ
ঠাট	খান্দাজ
ব্যবহৃত স্বর	আরোহে শুন্দ নিষাদ, অবরোহে কোমল নিষাদ ও অবশিষ্ট স্বর শুন্দ এবং আরোহে খণ্ডভ বর্জিত।
জাতি	ষাঢ়ব-সম্পূর্ণ
বাদী	গ (গান্ধার)
সম্বাদী	নি (নিষাদ)
সময়	রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর (সর্বকালীন)
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ প্রধান
প্রকৃতি	চতুর্ভুল (শৃঙ্গার রসাত্মক)
আরোহণ	সা, গ ম প ধ নি, সা
অবরোহণ	সা নি ধ, প ম গ, রে সা
পকড়	নি ধ, ম প ধ, ম গ, প, ম গ রে সা।

**রাগ: খান্দাজ  
স্বরমালিকা**

স্থায়ী

তাল: ত্রিতাল-মধ্যলয়

ধা ধিন ধিন ধা। ধা ধিন ধিন ধা। না তিন তিন না। তা ধিন ধিন ধা

		গ গ সা গ   ম প গ ম
নি ধ - ম	প ধ - ম	গ - গ ম   প ধ নি সা
সা নি ধ প	ম গ রে সা	০   ৩

## অন্তরা

সাং গ ম গ	নি নি সা -	গ ম নি ধ	প ধ নি সা
×	২	০	৩
ধ ম প গ	ম গ রা সা	নি সা গ ম	প গ ঠ ম
নি ধ ঠ ম	প ধ ঠ ম	গ ঠ গ ম	প ধ ন সা
সাং নি ধ প	ম গ রে সা		
×	২	০	৩

রাগ: খাবাজ

স্বরমালিকা

তাল: ঝাপতাল

## ছায়ী

গ ম	গ রে সা	গ -	- ম গ
প -	- - -	প ধ	(ম) গ -

গ ম	।	প ধ	নি	।	সা	-	।	নি	ধ	প
ধ ম	।	প গ	ম	।	প ম	।	গ	রে	সা	॥
×	২			০		৩				

## অন্তরা

ম গ	ম নি ধ	নি নি	সা -	সা
প নি	সা রেঁ গ	সা রেঁ	নি -	সা
সা -	প ধ নি	প ধ	ম গ	প
গ ম	নি ধ প	ম গ	রে -	সা
×	২	০	৩	

বিঃ দ্রঃ প্রতিটি স্বরমালিকা মধ্যলয়ে স্বর উচ্চারণে, আ-কারে ও দ্বিতীয় লয়ে শিখতে হবে।

রাগ: খামাজ

লক্ষণগীত

ত্রিতাল-মধ্যলাল

ছায়ী

দোনো নি খামাজ মে রাখিয়ে  
আরোহণ মে ঝুষভ হটায়ে  
দোনো নি খামাজ মে রাখিয়ে ॥

অঙ্গরা

গ নি সমাদ দ্বিতীয় প্রহর  
নিশি গাবত  
গুণিজন ষাড়ব-সম্পূরণ ॥

ধা ধিন ধিন ধা	ধা ধিন ধিন ধা	না তিন তিন না	তা ধিন ধিন ধা
		নি - সা -	নি ধ প ম
		দো s নো s	নি s s খ
গ - ম প	ধ নি সা -	গ ম প ধ	নি ধ প -
ম s জ মে	র ধি য়ে s	আ s রো s	হ ন মে s
গ ম প ধ	নি - সা -	নি ধ পৃথি নিস্তা	নি ধ প ম
ঝ ষ ভ হ	টা s য়ে s	দো s নো s ss	নি s খা s
গ - ম প	ধ নি সা -		
ম বা জ মে	র ধি য়ে s		
x	২	০	৩

অঙ্গরা

গ ম প ধ	নি ধ প -
গ নি স ম	বা s s দ
নি নি সা রঁ	নি সা নি ধ
দ্বি তী য় এ	হ র নি শি
নি নি সা রঁ	নি সা নি ধ
ষা ড় ব স্ম	পু s র ণ
x	২
	০
	৩

রাগ: কাফী  
শাস্ত্ৰীয় পরিচয়

রাগ	কাফী
ঠাট	কাফী
ব্যবহৃত স্বর	গ নি কোমল ( <u>গ নি</u> ) ও অবশিষ্ট স্বর শুন্দ ব্যবহার হয়। কাফী সংকীর্ণ শ্রেণির রাগ হওয়ায় কখনো কখনো শুন্দ গ এবং নি ব্যবহার করা হয়।
জাতি	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ
বাদী	প (পঞ্চম)
সঘাদী	সা (ষড়জ)
সময়	দ্বিতীয় প্রহর (সর্বকালীন)
অঙ্গ	পূর্বাঙ্গ
প্রকৃতি	চতুর্থল
আরোহণ	সা, রে গ ম প, ধ নি সা
অবরোহণ	সা নি ধ প, ম গ রে সা
পকড়	সাসা, রেরে, গগ, মম, প

রাগ: কাফী  
স্বরমালিকা

ত্রিতাল- ১৬ মাত্রা

## ছায়ী

সা সা রে রে | গ গ ম ম | প - প ম | প ধ নি সা  
 নি ধ প ম | গ গ রে - | রে প ম প | ম গ রে সা ||  
 ○ ৩ × ২

## অন্তরা

ম ম প ধ | নি নি সা - | রে গু রে সা | নি ধ নি নি  
 ধ ধ প প | প ধ প ম | প - প ম | প ধ নি সা  
 নি ধ প ম | গ গ রে - | রে প ম প | ম গ রে সা ||  
 ○ ৩ × ২

রাগ: কাফী  
স্বরমালিকা

ত্রিতাল- ১৬ মাত্রা

## ছায়ী

ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | না তিন তিন না | তা ধিন ধিন ধা  
 | রে গু রে সা | রে গু ম ম

প - ধ প | ম গু রে সা | রে গু রে সা | রে গু ম ম  
 প - - - | ধ নি সা রে | সা নি ধ প | নি নি ধ প  
 ম প গু রে | ম গু রে সা | |  
 × ২ ○ ৩

## অন্তরা

সা রে গু রে	সা নি সা -	ম ম প ধ	নি ধ সা -
গু ম রে প	ম গু রে সা	ধ নি সা ধ	নি ধ প ম
সা নি ধ প	ম গু রে সা	রে গু ম প	ধ নি সা রে
×	২	○	৩

রাগ: কাহী  
লক্ষণগীত

ত্রিতাল-মধ্যলয়

ছায়ী

গ নি কোমল সম্পূরণ রাখিয়ে  
প সা সম্বাদ সুহাবে লুভাবে ॥

অন্তরা

মধ্য রাত্রি মে  
সব কো সুহাবত হোরি  
গাবত ফাঞ্চন মে ॥

ছায়ী

ধা ধিন ধিন ধা	ধা ধিন ধিন ধা	না তিন তিন না	তা ধিন ধিন ধা
		সা সা রে রে	গু গু ম ম
		গা নি কো s	ম ল স ম

প - প ম	প নি ধ প	প নি ধ নি	প ধ নি সা
পু s র গ	রা থি য়ে s	প সা স ম	বা s দ সু

নি ধ ম প	গু - রে সা
হা s বে লু	ভা s বে s
x	২

০ ৩

অন্তরা

ম - প নি	সানি সা -
ম s ধ্য রা	s ত্রি মে s

রে গু রে সা	নি ধ সা সা	সঁরে গু রে সা	নি ধ প প
স ব কো সু	হা s ব ত	হেঁs s রি s	গা s ব ত

ম প নি ধ	মগু - রে সা
ফা s গু ন	মেঁs s s s

x ২ ০ ৩

রাগ: ভৈরব  
শান্তীয় পরিচয়

রাগ	ভৈরব
ঠাট	ভৈরব
ব্যবহৃত স্বর	রে, ধ কোমল (রে, ধ) ও অবশিষ্ট স্বর শুন্দ ব্যবহার হয়।
জাতি	সম্পূর্ণ-সম্পূর্ণ
বাদী	ধ (ধৈবত কোমল)
সম্বাদী	রে (খ্যাত কোমল)
সময়	প্রাতঃকাল (দিবা প্রথম প্রহর)
অঙ্গ	উত্তরাঙ্গ
প্রকৃতি	গম্ভীর
আরোহণ	সা রে, গ ম, প ধ, নি সা
অবরোহণ	সা নি ধ, প ম, গ রে, সা
পক্ষ	সা গ ম প, ধ প, ম, প গ ম রে রে সা

রাগ: ভৈরব  
স্বরমালিকা

ত্রিতাল-মধ্যলয়

হ্যামী

ধা ধিন ধিন ধা | ধা ধিন ধিন ধা | না তিন তিন না | তা ধিন ধি ধা  
ধ প ধ ম | প গ - ম

রে - সা - | নি ধ সা - | রে গ ম প | ধ - ম প  
ধ সা নি ধ | প ম গ রে |  
x              2              0              3

অন্তরা

| ম প ধ প | ধ নি নি ধ  
সা - সা - | রে রে সা - | ধ নি সা রে | গ - রে সা  
ধ নি সা রে | সা নি ধ প | গ রে গ ম | প ধ ম প  
ধ নি ধ প | ম গ রে সা |  
x              2              0              3

রাগ: বৈরব  
স্বরমালিকা

ঝাপতাল-মধ্যলয়

## স্থায়ী

ধি	না		ধি	ধি	না		তি	না		ধি	ধি	না
সা	ধ্		প	প	ধ্		ম	প		ম	গ	রে
গ	রে		গ	ম	প		মা	(গম)		রে	রে	সা
নি	সা		রে	রে	সা		ধ্	ধ্		নি	সা	।
গ	রে		গ	ম	প		ম	(গম)		রে	রে	সা ॥
x			২				০			৩		

## অন্তরা

প	প		ধ্	ধ্	নি		সা	-		ধ্	নি	সা
ধ্	ধ্		নি	সা	রে		সা	নি		ধ্	ধ্	প
ম	গ		ম	প	ধ্		রে	সা		নি	ধ্	প
সা	নি		ধ্	ধ্	প		ম	(গম)		রে	রে	সা
x			২				০			৩		

রাগ: ভৈরব  
লক্ষণগীত

হায়ী

ত্রিতাল-মধ্যলয়

রি ধ কোমল সমবাদ  
ওহি প্রাতঃ সন্ধি প্রকাশ ॥

অন্তরা

ভৈরব আশ্রয় রাগ হ্যায়  
মধ্যম পর অবকাশ ॥

হায়ী

ধা	ধিন	ধিন	ধা	ধা	ধিন	ধিন	ধা
				না	তিন	তিন	না
				নি	সা	গ	ম
				রি	ধ	কো	s
						প	প
						গ	ম
						ম	ল
						স	ম
ধ	-	-	ম	প	ম	গ	ম
ৰ	s	s	দ	ও	s	হি	s
ধ	-	নি	সা	রে	রে	রে	সা
ৰ	s	s	s	s	s	s	s
x				২		০	৩

অন্তরা

সা	-	নি	ম	-	প	প	ধ	-	নি	নি
ৰা	s	s	গ	সা	-	ধ	প	r	ব	আ
ম	-	গ	ম	ম	-	গ	ম	ধ	ধ	নি
ৰ	s	s	s	s	ধ	য	ম	প	ৰ	নি
কা	s	s	s		ৰে	ৰে	ৰে	সা	সা	
x					২		০		৩	

## অনুশীলনী

- ১। খাসাজ রাগের শান্তীয় পরিচয় দাও।
- ২। খাসাজ রাগের স্বরমালিকা গেয়ে শোনাও।
- ৩। খাসাজ রাগের লক্ষণগীত পরিবেশন কর।
- ৪। কাফী রাগের শান্তীয় পরিচয় দাও।
- ৫। কাফী রাগের লক্ষণগীত পরিবেশন কর।
- ৬। ভৈরব রাগের শান্তীয় পরিচয় দিয়ে একটি স্বরমালিকা পরিবেশন কর।
- ৭। ভৈরব রাগের লক্ষণগীত গেয়ে শোনাও।

**চতুর্থ অধ্যায়**  
**বাংলাগান**  
**ব্যবহারিক**  
**রবীন্দ্রসংগীত**

তাল: কাহারবা  
পর্যায়: প্রকৃতি (শরৎ)

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই-  
লুকোচুরি খেলা ।

নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই-  
লুকোচুরি খেলা ॥

আজ ভূমির তোলে মধু খেতে-উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,  
আজ কিসের তরে নদীর চরে চখা-চথীর মেলা

নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই-  
লুকোচুরি খেলা ॥

ওরে, যাব না আজ ঘরে রে ভাই, যাব না আজ ঘরে ।

ওরে, আকাশে ভেঙে বাহিরকে আজ নেব রে লুট করে-  
যাব না আজ ঘরে ।

যেন জোয়ার-জলে ফেনার রাশি-বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,  
আজ বিনা কাজে বাঁশি কাটবে সকল বেলা ।  
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই-  
লুকোচুরি খেলা ॥

সা - া II ধ্সা - া সা । সা - া সা - রা I গা - গা - া পা । পা - া পা - ধা I  
আ জ্ ধ০ ০ নে র্ ক্ষে ০ তে ০ রো উ ০ দ্র ছ ০ য়া য়

I পধা - না না - া । ধ্বা - া পা - া I পা - ধা “পা - া । মা - া গা - রা I  
লু ০ কো ০ চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ রে ০ ভা ই

I সা - গা গা - া । গা - া “রা - গা I “রা - া সা - া । - া - া - া I  
লু ০ কো ০ চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০

I পা - া পা । পা - া পা - া I “ক্ষা - া পা - া । পধা - া “পা - া I  
নী ০ ল্ আ কা ০ শে ০ কে ০ ভা ০ সাঁ ০ লে ০

I সা - া রা - া । গা - পা পা - া I পা - ধা পধা - না । না - ধা পা - া I  
সা ০ দা ০ মে ০ ষে র্ ভে ০ লাঁ ০ রে ০ ভা ই

I শ-গা-না-রা। শ-গা-না-মা-না I শ-গা-রা-সা-না। না-না-সা-না II  
 লু ০ ০ কো চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ ০ ০ “আ-জ্ৰ”

পা - + II {পা - + ধা - + | সী - + সী - + I র্বা - + সী - + | র্বা - + ধা - নধা I  
আ জ ভ ০ ম র ভো ০ লে ০ ম ০ ধ ০ খে ০ তে ০০

I ॥  
ପା -ତ ଧା -ତ । ॥  
ପା -ତ ପା -ମା I ॥  
ଗା -ପା ପା -ତ । ଧା -ତ ଶୀ -ନା I  
ଡ ୦ ଡେ ୦ ବେ ୦ ଡା ସ୍ତ୍ର ଆ ୦ ଲୋ ସ୍ତ୍ର ମେ ୦ ତେ ୦

I পা -ৰ ধা -ৰ । "সী -ৰ শ্বাস -ৰ I শ্বাস -ৰ পা -ৰ । "ধা -ৰ পা -ৰ I  
কি ০ সে ৰ ত ০ রে ০ ন ০ দী ৰ চ ০ রে ০

I ॥ পা -+ মা -+ । গা -+ রা -গা I ॥ সা -রা গা -+ । -+ -+ -+ -+ I  
 চ ০ থ ০ চ ০ থী ৰ মে ০ লা ০ ০ ০ ০

I পা -া -া পা । পা -া পা -া I প্রকা -া পা -া । পধা -া পা -া I  
নী ০ ল আ কা ০ শে ০ কে ০ ভা ০ সা ০ লে ০

I ॥ সা - রা - ॥ । গা - পা পা - I ॥ পা - ধা পধা - না । না - ধা পা - I  
সা ০ ০ দা ০ মে ০ ঘে ০ রু ০ ভে ০ লাং ০ রে ০ ভা ০ ই

I গা - না - রা । গা - না - মা - I গা - রা - সা - না - না - সা - II  
 লু ০ ০ কো চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ ০ ০ “আ জ”

সা সা II {শ্ব -সা - সা। সা - সা -রা I গা -পা পা -ধা। শ্বা - মা - I  
ও রে যা ০ ০ ব না ০ আ জ ঘ ০ রে ০ রে ০ ভ ই

I শ্বা - ত রা । গা - মা + I শ্বা -রা সা - । - + (সা সা) } I পা পা I  
 যা ০ ০ ব না ০ আ জ ঘ ০ রে ০ ০ ০ ও রে ও রে

I পা -<sup>ট</sup> ধা -<sup>ট</sup> | ধৰ্মা -<sup>ট</sup> সী -<sup>ট</sup> I ঝৰ্মা -<sup>ট</sup> সী -<sup>ট</sup> | না -<sup>ট</sup> ধা -<sup>না</sup> I  
 আ ০ কা ৰ্ষ তে ০ ঘে ০ বা ০ ফি র কে ০ আ জ

I শ্পা - ধা -া। পা -া পা -া I শ্গা -পা পা -ধা। না -া -া -া I  
নে ০ ব ০ রে ০ লু ট ক ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I শ্গা -া -া রা। গা -া মা -া I শ্গা -রা সা -া। -া -া {পা পা I  
যা ০ ০ ব না ০ আ জ ঘ ০ রে ০ ০ ০ যে ন

I পা -া ধা -া। শ্র্সা -া সৰ্সা -া I শ্র্বা -া শ্র্সা -া। শ্বা -া ধা -না I  
জো ০ যা ব্ জ ০ লে ০ ফে ০ না ব্ রা ০ শি ০

I শ্পা -া ধা -া। শ্পা -া পা -মা I শ্গা -পা -া পা। শ্পা -া শ্র্সা -না I  
বা ০ তা ০ সে ০ আ জ ছ ০ ট ছে হা ০ সি ০

I শ্ধা -া -া -া। -া -া -না শ্ধা I শ্পা -া -া -া। -া -া } পা -া I  
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ জ

I পা -া ধা -া। ধৰ্সা -া -না -া I শ্ধা না শ্পা -া। শ্ধা -া পা -া I  
বি ০ না ০ কা ০ জে ০ বা জি যে ০ বাঁ ০ শি ০

I শ্পা -া -া মা। শ্গা -া রা -গা I শ্সা -রা গা -া। -া -া -া -া I  
কা ০ ট বে স ০ ক ল বে ০ লা ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা -া -া পা। পা -া পা -া I শ্ক্ষা -া পা -া। পধা -া শ্পা -া I  
নী ০ ল আ কা ০ শে ০ কে ০ ভা ০ সাং ০ লে ০

I শ্সা -া রা -া। গা -পা পা -া I পা -ধা পধা -না। না -ধা পা -া I  
সা ০ দা ০ মে ০ ঘে ব্ ভে ০ লা ০ রে ০ ভা ই

I শ্গা -া -া রা। শ্গা -া মা -া I শ্গা -রা সা -া। -া -া সা -া III  
লু ০ ০ কো চু ০ রি ০ খে ০ লা ০ ০ ০ “আ জ”

\* প্রকৃতি পর্যায়ের শরৎ উপপর্যায়ের এই গানটি ‘ঝণশোধ’ নাটকের অন্তর্ভুক্ত। কাহারবা তালে, বাড়লসুরে রচিত  
এই গানটি কবি ৪৭ বছর বয়সে রচনা করেন। গানটির স্বরলিপি স্বরবিভান ৫০তম খণ্ডে মুদ্রিত আছে।

## রবীন্দ্রসংগীত

পর্যায়: পূজা (প্রার্থনা)

তাল: দাদরা

প্রাণ ভরিয়ে ত্ৰষ্ণা হরিয়ে  
 মোৱে আৱো আৱো আৱো দাও প্রাণ।  
 তব ভুবনে তব ভবনে  
 মোৱে আৱো আৱো আৱো দাও স্থান ॥  
 আৱো আলো আৱো আলো  
 এই নয়নে, প্ৰভু, ঢালো।  
 সুৱে সুৱে বাঁশি পূৱে  
 তুমি আৱো আৱো আৱো দাও তান ॥  
 আৱো বেদনা আৱো বেদনা,  
 প্ৰভু, দাও মোৱে আৱো চেতনা।  
 দ্বাৰ ছুটায়ে বাধা টুটায়ে  
 মোৱে কৰো আণ মোৱে কৰো আণ।  
 আৱো প্ৰেমে আৱো প্ৰেমে  
 মোৱ আমি ডুবে ঘাক নেমে।  
 সুধাধাৰে আপনারে  
 তুমি আৱো আৱো আৱো কৰো দান ॥

না না II {না না না। - পা না I সী না সী। -সী ধা গা I  
 প্রা ণ ত রি যে ০ ত ষা হ রি যে ০০ মো রে

I গৰী সী গা। ধা পধা মা I মা পা ধা। - (না না) } I পা মা I  
 আ০ রো আ রো আ০ রো দা ও প্রা ণ প্রা ণ ত ব

I গা মা পা। - সা সা I রা গা মা। - সা সা I  
 ত্ব ব নে ০ ত ব ভ ব নে ০ মো রে

I না সা রা। গা মা পা I ধা - পধা। -গা ধা না I  
 আ রো আ রো আ রো দা ও স্থান ন মো রে

I গৰী সী গা। ধা পধা মা I মা - পা ধা। - না না II  
 আ রো আ রো আ০ রো দা ও প্রা ণ “প্রা ণ”

গী গী II {গৰী -গী মৰ্গী। - মৰ্গী মৰ্গী I রঞ্জী -মৰ্গী রঞ্জী। -না না -সী I  
 আ রো আ০ ০ লো ০ আ রো০ আ০ ০০ লো০ ০ এ ই

I শ্রী সা গা । -ধা ধা "গা I পধা -পগা ধা । -া (গী গী) } I না না I  
ন য নে ০ প্র ভ ঢ০ ০০ লো ০ আ রো সু রে

I না -া না । -া পা না I সা -না শ্রী । -া গা ধা I  
সু ০ রে ০ বাঁ শি পু ০ রে ০ তু মি

I শ্মা মা গা । মা পা ধা I ধা -া পধগা । -া ধা গা I  
আ রো আ রো আ রো দা ও তা০০ ন্মো রে

I গর্ব সা গা । ধা পধা মা I মা -পা ধা । -া না না II  
আ০ রো আ রো আ০ রো দা ও থা ণ "প্রা ণ"

সা সা II {শ্না সা রা । -া রা রন্ধা I সা রা গা । -া গা গা I  
আ রো বে দ না ০ আ রো০ বে দ না ০ প্র ভ

I শ্না -সা রা । গা গা গমা I শ্রা গা মা । -া মা মা I  
দা ও মো রে আ রো০ চে ত না ০ দ্বা র

I শগা মা পা । -া পা পধা I পমা পা ধা । -া ধা ধা I  
ছু টা যে ০ বা ধা০ টু০ টা যে ০ মো রে

I ধণা ধা পধপা । -া মা মা I গরা গা মা । -া (সা সা) } I গী গী I  
ক০ রো আ০০ ণ মো রে ক০ রো আ ণ আ রো আ রো

I {গর্ব -গা মৰ্মা । -া মৰ্মা মৰ্মগা I রগ্মা -মৰ্মগা র্মসা । -না না -সা I  
শ্রে০ ০ মে ০ আ রো০ শ্রে০ ০০ মে০ ০ মো ০ মো র

I শ্রী সা গা । গা ধা ধণ্ডা I পধা -পগা ধা । -া (গী গী) } I না না I  
আ মি ভু বে যা ০ক নে০ ০০ মে ০ আ রো সু ধা

I না -া না । -া পা না I সা -না শ্রী । -া গা ধা I  
ধা ০ রে ০ আ প না ০ রে ০ তু মি

I শ্মা মা গা । মা পা ধা I ধা ধা পধগা । -া ধা গা I  
আ রো আ রো আ রো ক রো দা০০ ন্মো রে

I গর্ব সা গা । ধা পধা মা I মা -পা ধা । -া না না II II  
আ রো আ রো আ০ রো দা ও থা ণ "প্রা ণ"

\* পূজা-প্রার্থনা পর্যায়ের দাদরা তালে ও খান্দাজ রাগে রচিত গানটি কবি ১৯১২ সালে তাঁর ৫১ বছর বয়সে রচনা করেন। স্বরবিভান ৪১তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।

ରବୀନ୍ଦ୍ରସଂଗୀତ

ପର୍ଯ୍ୟାୟ: ପ୍ରକୃତି (ବର୍ଷା)

ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ

মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো,  
 দোলে মন দোলে অকারণ হরমে ।  
 হৃদয়গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে  
 রসের ধারা বরমে ॥  
 তাহারে দেখি না যে দেখি না,  
 ওধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায়  
 বাজে অলখিত তারি চরণে  
 রংগুরংশু রংগুরংশু নৃপুরধনি ॥  
 গোপন স্থপনে ছাইল  
 অপরশ আঁচলের নব নীলিমা ।  
 উড়ে যায় বাদলের এই বাতাসে  
 তার ছায়াময় এলো কেশ আকাশে  
 সে যে মন মোর দিল আকুলি  
 জল-ভেজা কেতকীর দূর সুবাসে ॥

	২	০	৩
	সা -রা II {মা রা মা মা।	- পা মা পা।	- ধা মা পা।
	মো র্ব ভা ব না রে	০ কি হাও যা য় মা তা লো	
I	-ধা -সী - না। ধা না পা ধা। মা গা রা গা। সা সা রা গা।		
	০ ০ ০ ০ দো লে ম ন	দো লে অ কা র ণ হ র	
I	মা - সা -রা) }। - া -। রা মা মা -গা।	রা রপা -পা -। মা পা ধা নধা।	
	ষে ০ মো র্ব ০ ০ হ দ য ০	গ গ০ নে ০ স জ ল ষ০	
I	পা - মা পা। ধা নধা পা -। মা গা রা -। মা গা রা গা।		
	ন ০ ন বী ন মে০ ষে ০	র সে র ০ ধা রা ব র	
I	সা - সা -রা II		
	ষে ০ “মো র্ব”		

২ ০ ৩ II {**সী** না ধা -া। মা পা ধা **সী**। **সী** -**সী** ধা **রী**।  
তা হা রে ০ দে থি না ০ যে ০ দে থি

I সা -া রী গী । রী গী মী গী । রী গী সী রী । না -সী ধা গা I  
না ০ শু ম নে ম নে ক্ষ গে ক্ষ গে ও ই শো না

I পা -া -া } । {রা -া পা -া । মা পা ধা গা । ৰ্ধা পা মা শ্বগা I  
যা ০ ০ য় বা ০ জে ০ অ ল থি ত তা রি চ র

I রা -া -া } । সা রা মা পা । ধা সী ধা পা । মা গা রা গা I  
গে ০ ০ ০ কু নু কু নু কু নু কু নু পু র ধ্ব

I সা -া সা -রা । II  
নি ০ “মো র”

II { মা গা রা -া I -া -া মা গা । রা -া গা মা I  
গো প ন ০ ০ ০ শ্ব প নে ০ ছাই

I পা -া -া } । পা ধা রা গা । মা ধা পা ধা । মা গা রা গা I  
ল ০ ০ ০ অ প র শ আ চ লে র ন ব নী লি

I সা -া -া } । {সী না ধা -া । মা পা ধা সী । সী -না ধা রী I  
মা ০ ০ ০ উ ড়ে যা য় বা দ লে র এ ই বা তা

I সী -া রী -গী । রী গী মী গী । রী গী সী -রী । না -সী ধা -গা I  
সে ০ তা র ছা যা ম য এ লো কে শ আ ০ কা ০

I পা -া -া } । {রা -া পা -া । মা পা ধা -ণা । ৰ্ধা পা মা শ্বগা I  
শে ০ ০ ০ সে ০ যে ০ ম ন মো র দি ল আ কু

I রা -া -া } । রী -া রী সী । গা ধা পা -ধা । মা -গা রা গা I  
লি ০ ০ ০ জ ল ভে জা কে ত কী র দু র সু বা

I সা -া সা -রা II II  
সে ০ “মো র”

\* প্রকৃতি পর্যায়ের বর্ষা উপ-পর্যায়ের এই গানটি গৌড়-মল্লার রাগে ও ত্রিতালে নিবন্ধ। কবির ৭৮ বছর বয়সে রচিত এই গানটির সুর সেতারের গঢ়-এর সুর থেকে নেয়া। স্বরবিতান ৫৮ তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে।

## রবীন্দ্রসংগীত

পর্যায়: অদেশ

তাল: কাহারবা

এবার তোর মরা গাঁও বান এসেছে, ‘জয় মা’ ব’লে ভাসা তরী ॥  
 ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে, ভাই, ডাক দে আজি  
 তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি ॥  
 দিনে দিনে বাড়ুল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা  
 হাতে নাই রে কড়া কড়ি ।  
 ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন ক’রে  
 ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি ॥

সঃ সা রা II গপা পা ধা না | পাঃ নঃ ধা পা I শ্পা মা গা রগা | সরগা গা গা রগরা I  
 এ বার তোর মো রা গা ঁ বান্ এ সে ছে জয় মা ব’ লে০ ভাঠ০ সা ত রী০০

॥  
 I -সা -ା -ା -ା | -ପ୍ରସଃ ସା -ରା II  
 ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ “এ বার তোর”

ঃ পঃ পা ধৰ্মী II শ্রী সী সী সী | শ্রী সী না ধনধা I পাঃ ধঃ পা পা | রপা পা ধা নৰ্মনা I  
 ০ ও রে রে০ ও রে মা ঝি কো থায় মা ঝি০০ প্রাণ প গে ভাই ডাক দে আ জি০০

I -ধা -ା -ା -ଗধা | -ପା -ା -ା ପପା I ପା ধা শ্রী না I ধা পା ধା ପା I  
 ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ তোরা স বাই মি লে বৈ ঠা নে রে

I শ্পা মা গা রগা | সরগা গা গা রগরা I -সা -ା -ା -ା | -ପ୍ରସଃ ସା -ରା II  
 খু লে ফেল্ সব দ০০ ড়া দ ড়ি০০ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ “এ বার তোর”

-ା -ା -ା II {ପ୍ରସଃ ସା সା সରা | গପା পା পା মପମା I -ଗା -ା -ଗଗା | ଗାঃ মঃ পା ধା I  
 ୦ ୦ ୦ ୦ দি০ নে দি নে০ বাড়ুল দে নাঠ০ ୦ ୦ ୦ ওভাই কରି লি নে কেউ

I ପା মପା মା গା | -ା -ା -ା ସରା I ଗାঃ মঃ গା রଗା | ରା ସା -ା } I  
 বে চା০ কେ নା ୦ ୦ ୦ হাতে নাই রে ক ডାଂ ক ডି ୦ ୦

I ପା ধৰ্মী সী সী | শ্রীঃ সঃ না ধনা I পାঃ ধঃ পା পା | রପା পା ধା নৰ্মନା I  
 ঘ টୋ বା ধା দିଲ্ গେ ল ରେ মুখ দে খ বି কେ০ মନ୍ ক ରେ০

I -ধা -ା -ା -ଗধা | -ପା -ା -ା ପପା I ପାঃ ধঃ শ্রী না | ধାঃ পঃ ধା ପା I  
 ୨୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ওରে দে খু লে দে পାଲ তু লে দে

I পা মা গা রংগরা | সরগা গা গা রংগরা I -সা -ট -ট -ট | -প্সা -ঃসঃ সা রা II II  
যা হয় হ বে০০ বঁ০০ টি ম রিং০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ “এ বার তোৱ”

\* স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটি সারি গানের সুরে কাহারবা তালে নিবন্ধ। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে গানটি রচিত। কবি ৪৪ বছর বয়সে গানটি রচনা করেন। স্বরবিতান ৪৬তম খণ্ডে গানটির স্বরলিপি মুদ্রিত আছে। মূল আদর্শ- মন মাঝি সামাল সামাল ডুবল তরী.....।

### নজরঞ্জসংগীত

নমঃ নমঃ নমো বাঙলা দেশ মম  
চির মনোরম চির মধুর  
বুকে নিরবধি বহে শত নদী  
চরণে জলধির বাজে নৃপুর ॥

গ্রীষ্মে নাচে বামা কাল বোশেখী ঝড়ে  
সহসা বরষাতে কাঁদিয়া ভেঙ্গে পড়ে  
শরতে হেসে চলে শেফালিকা তলে  
গাহিয়া আগমনী গীতি বিধুর ॥

হরিত অঞ্জল হেমন্তে দুলায়ে  
ফেরে সে মাঠে মাঠে শিশির ভেজা পায়ে  
শীতের অলস বেলা পাতা বরারি খেলা  
ফাণনে পরে সাজ ফুল বধুর ॥

এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে  
যে রস যে সুখা নাহি ভূমণ্ডলে  
এই মায়েরি, বুকে হেসে খেলে সুখে  
ঘুমাবো এই বুকে স্বপ্নাতুর ॥

TWIN FT. 2319 ॥ শিল্পী: আকাসউদ্দীন আহমদ ॥ দেশাভিবোধক ॥ তাল: কাহারবা

I - {না না ধা   ধপা - পা পা II - মা -ধা পা   মগা মা গা রা I	
০ ন মঃ ন মঃ০ ০ ন মো ০ বা ঙ লা দে০ শ ম ম	
I - রা গা পা   ধা - ধা পা I - না না না   পধা -নৰ্সা -ৱৰ্সা -নধা I	
০ চি র ম নো ০ র ম ০ চি র ম ধু০ ০০ ০০ ০০	
I -{পা} না না ধা   ধপা - - - I {- পা ধৰ্সা সৰ্সা   সৰ্সা - সৰ্সা সৰ্সা I	
ৰ ন মঃ ন মঃ ০ ০ ০ ০ বু কে০ নি র ০ ব ধি	
I - না রৰ্সা সৰ্সা   না - না সন্ধা I - ধা ধনা নধা   ধা ধপা পা - I	
০ ব হে০ শ ত ০ ন দী০০ ০ চ র০ গে০ জ ল০ ধি র	
I (- নধা ধা না   পধা ধ-সৰ্সা - - ) } I - নধা ধা না   পধা -নৰ্সা -ৱৰ্সা -নধা I	
০ বাং জে নূ পূ০ ০ ০ ৰ ০ বাং জে নূ পূ০ ০০ ০০ ০০	

I -পা না না ধা | ধপা -া পা পা II  
ব্ৰ ন মঃ ন মঃ০ ০ ন মো

[পধা -নৰ্সা]

II {-া না -া না | ধা পা পা ধপা I -া সৰ্সা -া সৰ্সা | ঝনা না না না I  
০ গ্ৰী ০ ষ্মে না চে বা মাঠ ০ কা ল্ বো শে খী ব ডে

I -া না সৰ্সা রী | রী রী রী রী I -া সৰ্সা না সৰ্সা | ধনা র্সা সৰ্সা না } I  
০ স হ সা ব র ষা তে ০ কাঁ দি যা ভে জে০ প ডে

I -া সৰ্সা সৰ্সা | সৰ্সা সৰ্সা সৰ্সা I -া না নৰ্সা সৰ্সা | না -া না সন্ধা } I  
০ শ র তে হে সে চ লে ০ শে ফাঠ লি কা ০ ত লে০০

I -া ধা ধনা নধা | ধা ধপা পা পা I -া ধা ধা না | পধা -নৰ্সা র্সা -নধা I  
০ গা হিঠ যাঠ আ গাঠ ম নী ০ গী তি বি ধু০ ০০ ০০ ০০

I -পা না না ধা | ধপা -া পা পা II  
ব্ৰ ন মঃ ন মঃ০ ০ ন মো

II {-া রা ধা পা | মাঃ -গঃ গা গা I -ৱা রা গা সরা | স্বা -া রা রা I  
০ হ রি ত অ ল চ ল ০ হে ঘন তে০ দু ০ লা য়ে

[পধা -সণা]

I -া রমা মা মা | পা পা ধা ধণা I -া পা ধা মপা | পা পা পা পা } I  
০ ফে০ রে সে মা ঠে মা ঠে০ ০ শি শি র০ ভে জা পা য়ে

I {-া পা ধৰ্সা সৰ্সা | সৰ্সা সৰ্সা সৰ্সা I -া সৰ্সা সৰ্সা সৰ্সা | না না না সনা I  
০ শী তেৰ অ ল স বে লা ০ পা তাঠ ব রা রি খে লাঠ

I -ধা ধা ধনা না | ধা ধপা পা -া I (-া ধা ধা না | পধা -সৰ্সা -া -া) } I  
০ ফা গু০ নে প রে০ সা জ্ ০ ফু ল ব ধু০ ০ ০ ০ ব্ৰ

I -া ধা ধা না | পধা -নৰ্সা -ৰ্সা -নধা I -পা না না ধা | ধপা -া পা পা II  
০ ফু ল ব ধু০ ০০ ০০ ০০ ব্ৰ ন মঃ ন মঃ ০ “ন মঃ”

[পধা -নৰ্সা]

II {-া ধনা -া না | ধাঃ -পঃ পা ধা ধা I -পা সৰ্সা -া সৰ্সা | ঝনা না না না I  
০ এ০ ই দে শে ব্ মা টি ০ জ ল ও ফু লে ফ লে

I - না সা রী | রী - না রী |  
০ যে র স যে ০ সু ধা | I - সা নসর্বর্গা রী | না -রী সা না} I  
I - সা - সা | সা সা সা সা | I - পা সা সা | সা - সা সর্বসা I  
০ এ ই মা যে রি বু কে | ০ হে সে খে লে ০ সু খে০০  
I - না না না | ন্ধা - পা পা | I - ধা - না | পধা -নসা -রসা -নধা I  
০ ষ্টু মা বো এ ই বু কে | ০ ষ্ট প্ না তু০ ০০ ০০ ০০  
I -পা না না ধা | ধপা - পা পাম II II  
ৰ ন মঃ ন মঃ ০ “ন মো”

\* অদেশ পর্যায়ের এই গানটি ১৯৩২ সালে ‘টুইন রেকর্ডস’ থেকে রেকর্ড করা হয়। শিল্পী ছিলেন আবাসউদ্দিন।  
নজরুল ইস্টিউটকৃত “নজরুল - সঙ্গীত স্বরলিপি” বইটির ১৭ তম খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে। গানটি কাহারবা  
তালে নিবন্ধ।

### অজরুলসংগীত

মোরা ঝঁঝার মত উদাম,  
 মোরা ঝর্ণার মত চথল ।  
 মোরা বিধাতার মত নির্ভয়,  
 মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল ॥  
 আকাশের মত বাধাহীন,  
 মোরা মরু-সঞ্চর বেদুষ্টন,  
 বন্ধনহীন জন্ম স্বাধীন  
 চিন্ত মুক্ত শতদল ॥  
 মোরা সিঙ্গু-জোয়ার কল-কল  
 মোরা পাগলা-বোরার বরা জল  
 কল-কল-কল ছল-ছল-ছল  
 কল-কল-কল ছল-ছল-ছল ।  
 মোরা দিল খোলা খোলা প্রান্তর  
 মোরা শক্তি-আটল মহীধর,  
 হাসি গান সম উচ্ছল  
 বৃষ্টির জল বনফল খাই,  
 শয্যা শ্যামল বন-তল ॥

Columbia GE. 7548 ॥ শিল্পী: বাংলার সন্তান দল ॥ সুর: নিতাই ঘটক ॥ উদীপনামূলক ॥  
তাল: দাদরা

সা রা II	{ গা -ঁ গা -ঁ	সা রা I	গা -ঁ	গা ।		গা গা I
মো রা	ঝ ন ঝ র	ম ত	উ দ	দাম্ ০		মো রা
I গা -মা	গা । -মা	রা I	গা -ধা	ধা । -ধা		ধা ধা I
ঝ র	গা র	ম ত	চ ন	চ ল		মো রা
I গা পা	ধা । -সা	সা I	ধা -সা	ধা । -পা		পা পা I
বি ধা	তা র	ম ত	নি র	ভ য		মো রা

I গা ধা পা । -্ত গা রা I ন্ম -রা সা । {- সা রা} I  
প্র কৃ তি ব্র ম ত স ০ ছ ল মো রা ০ ০ ল

I -্ত -্ত -্ত । -্ত সা রা II  
০ ০ ০ ০ “মো রা”

I { গা পা সী । -্ত সী সী I সী সী সী । -্ত সী সী I  
আ কা শে ব্র ম ত বা ধা হী ন্ম মো রা

I না সী না । ধা ধা ধা I না র্বা সী । -্ত -্ত -্ত } I  
ম রু স ন্ম চ র বে দু ই ন্ম ০ ০

I { সী -্ত ধা । ধা পা -্ত I পা -্ত ক্ষা । ধা পা -্ত I  
ব ন্ম ধ ন হী ন্ম জ ন্ম ম স্ব ধী ন্ম

I গা -্ত গা । পা -্ত পা I রা রা সা । -্ত সা সা } II  
চিত্ত ০ ত মুক্ত ০ ত শ ত দ ল “মো রা”  
[রা]

সা সা II { ন্ম -্ত সা । ন্ম ধা -ন্ম I ন্ম সা সা । -্ত সা -্ত I  
মো রা সি ন্ম ধু জো যা ব্র ক ল কল ০ মো রা

I ন্ম -্ত সা । ন্ম ধা ন্ম I ন্ম সা সা । -্ত (সা সা) } I  
পাগ ০ লা মো রা ব্র ঝ রা জল ০ মো রা

সা সা I ধা সা গা । -্ত গা গা I সা গা পা । -্ত পা পা I  
ক ল ক ল ক ল ছ ল ছ ল ছ ল ক ল

I গা পা সী । -্ত ধা পা I গা ধা পা । -্ত -্ত -্ত I  
ক ল ক ল ক ল ছ ল ছ ল ছ ০ ০ ল

I সা সা গা | ত গা গা I সা গা পা | -্ব পা পা I  
 ক ল ক ল ছ ল ছ ল ছ ল ছ ল ক ল

I গা পা সী | -্ব ধা পা I গা ধা পা | -্ব -্ব -্ব I  
 ক ল ক ল ছ ল ছ ল ছ ল ছ ০ ০ ল

I -্ব -্ব -্ব | -্ব পা পা I গা -পা সী | সী সী সী I  
 ০ ০ ০ ০ মো রা দি ল খো লা খো লা

I সী -না র্সা | -্ব সী সী I না -্ব সী | না ধা -্ব I  
 থা ন্ত ত র মো রা শ ক তি অ ট ল

I না র্বা সর্বসা | -্ব -্ব " -্ব I গপা -্ব সী | সী সী সী I  
 ম হী ধ০০ ০ ০ র দিং ল খো লা খো লা

I সী -না স্বী | -্ব সী সী I না -্ব সী | না ধা -্ব I  
 থা ন্ত ত র মো রা শ ক তি অ ট ল

I না র্বা সর্বসা | -্ব -্ব -্ব I সী সী র্গা | -্ব গা গা I  
 ম হী ধ০০ ০ ০ র হ সি গাং ন স ম

I র্বা "গা র্সা | -্ব -্ব -্ব I {সী -্ব সী | -ধা "পা -্ব I  
 উ ০ ছ০ ল ০ ০ ব ষ টি র জ ল

I পা পা পা | -ক্ষা "পা -্ব I মা -্ব গা | পা পা -্ব I  
 ব ন ফ ল খ ই শ ০ য্যা শ্যা ম ল

[রা]

I রা রা সা | -্ব সা সা} II II  
 ব ন ত ল "মো রা"

\*'পাহাড়ি গান' শিরোনামে ছায়ানট রাগে, ১৩৩১ বঙ্গাদে হৃগলীতে কবি গানটি রচনা করেন। পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে নিতাই ঘটক গানটিতে নতুন সুর দেন। নজরুল ইস্টাচিউটকৃত "নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি" বইটির ৫ম খণ্ডে (রেকর্ডের সুরে) গানটি মুদ্রিত আছে। গানটির তাল দাদুরা।

## নজর়লসংগীত

মোরা এক বৃন্তে দুঁটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।

মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥

এক সে আকাশ মায়ের কোলে

যেন রবি শশি দোলে,

এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ীর টান ॥

এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,

এক সে মায়ের বক্ষে ফলাই একই ফুল ও ফল।

এক সে দেশের মাটিতে পাই

কেউ গোরে কেউ শাশানে ঠাই

এক ভাষাতে মাঁকে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥

H. M. V. GT. 26 ॥ শিল্পী: শিশু মঙ্গল সমিতি ॥ পুতুলের বিয়ে রেকর্ড-নাট্যের গান ॥ তাল: কাহারবা ॥

সা সা II { গা -া -া মা | গা -রা সা -া I রা -া রা -পা | মা -া মা -পা I  
মো রা এ ০ ০ ক্ ব্ ন্ তে ০ দু ০ টি ০ কু ০ সু ম্

I গা -া -া মা | গা -রা রা -গা | সা -া -া -া | -া -া সা সা I  
হি ০ ন্ দু মু ০ স ল্ মা ০ ০ ০ ০ ন্ মো রা

I { পা -ধা -া -া | ধা -া ধা -পা | পা -ধা ধা -গা | ধা -পা মা -া I  
মু ০ ০ স্ লি ম্ তা র্ ন ০ য ন্ ম ০ ণ ০

[*-ধা-পমা-গা-*]  
০০ ০০ ০ ণ

I রা-মা-মা | মা-মা-মা-পা | ধা-ন্ত-ন্ত | (-মা-পা-মা-পা) } I  
হি ০ ন্ত দু তা ০ হা র থা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ

I গা-ন্ত-মা | গা-রা রা-গা | স্বা-ন্ত-ন্ত | ন্ত-ন্ত সা সা II  
হি ০ ন্ত দু মু ০ স ল মা ০ ০ ০ ০ ০ ন্ত “মো রা”

II {পা-ধা-ন্ত-ধা | পা-মা মা-পা | ধা-সী সী-ন্ত | সী-ন্ত সী-ন্ত } I  
এ ০ ক্স আ ০ কা শ্ব মা ০ যে র কো ০ লে ০

I ণধা-ন্ত-ধা | সী-ন্ত রী-ন্ত | সী-ন্ত সরী-গী | রী-সী সী-ন্ত } I  
যে ০ ন ০ র ০ বি ০ শ ০ শী ০ ০ দো ০ লে ০

I {পা-ধা-ন্ত-ন্ত | ধা-ন্ত ধা-পা | পা-ধা ধা-গা | ধা-পা মা-ন্ত } I  
এ ০ ০ ক্স র ০ ক্ত ০ বু ০ কে র ত ০ লে ০

[*-ধা-পমা-গা-*]  
০০ ০০ ০ ণ

I রা-মা-ন্ত-মা | মা-ন্ত-মা-পা | ধা-ন্ত-ন্ত-ন্ত | -মা-পা-মা-পা } I  
এ ০ ক সে না ০ ডী র টা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ

I গা-ন্ত-মা | গা-রা রা-গা | স্বা-ন্ত-ন্ত-ন্ত | ন্ত-ন্ত সা সা II  
হি ০ ন্ত দু মু ০ স ল মা ০ ০ ০ ০ ০ ন্ত “মো রা”

I সা-মা-ন্ত-মা | মা-ন্ত-মা-ন্ত | মা-পা-ন্ত পা | পা-ন্ত পা-ধা I  
এ ০ ক্স সে দে ০ শে র খা ০ ই গো হা ও যা ০

I না - না সী | না -ধা ধা -না | ধা -পা -না | -না -না -মা I  
 এ ০ ক্র সে দে ০ শে র্ জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্

I পা -ধা -না | ধা -না ধা -পা | পা -ধা ধা -গা | ধা -পা মা -না I  
 এ ০ ক্র সে মা ০ শে র্ ব' ০ ক্ষে ০ ফ ০ লা ই

I গা - না মা | গা -রা রা -গা | স্বা -না -না | -না -না -না I  
 এ ০ ক্র ই ফু ল্ ও ০ ফ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্

I {পা -ধা -না | পা -মা মা -পা | ধা -সী সী -না | সী -না সী -না I  
 এ ০ ক্র সে দে ০ শে র্ মা ০ টি ০ তে ০ পা ই

I নধা - না ধা | সী -না রী -না | সী -রী সৰী -গা | রী -সী সী -না} I  
 কে ০ ০ উ গো রে ০ কে উ শ্ব ০ শাং ০ নে ০ ঠঁ ই

I {পা -ধা -না | ধা -না ধা -পা | পা -ধা ধা -গা | ধা -পা মা -না I  
 এ ০ ক্র ভা ষা ০ তে ০ মা ০ কে ০ ডা ০ কি ০

[-নধা-পমা-গা-না]  
০০ ০০ ০ ল্

I রা -মা -না | মা -না মা -পা | ধা -না -না | -না -মা -পা} I  
 এ ০ ক্র সু রে ০ গা ই গা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ল্

I গা - না মা | গা -রা রা -গা | স্বা -না -না | -না -সা সা IIII  
 হি ০ ল্ দু মু ০ স ল্ মা ০ ০ ০ ০ ০ ল্ “মো রা”

\* বাউল অঙ্গের এই গানটি কাহারবা তালে নিবন্ধ। পুতুলের বিয়ে নাটকের জন্য গানটি ১৯৩৩ সালে এইচ. এম. ভি. কোম্পানি থেকে রেকর্ড করা হয়। শিল্পী ছিলেন- বীগাপানি ও হরিমতী। নজরুল ইস্টার্ন কৃত “নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি” ১৬ তম খণ্ডে গানটি মুদ্রিত আছে।

### নজরুলসংগীত

মনের রঙ লেগেছে বনের পলাশ জবা অশোকে  
রঙের ঘোর জেগেছে পার্ম কনকচাঁপার চোখে ॥

মুহুর মুহুর বোলে কুহু কুহু কোয়েলা, মুকুলিত আমের ডালে  
গাল রেখে ফুলের গালে।  
দোয়েলা দোল দিয়ে যায়, ডালিম ফুলের নব-কোরকে ॥

ফুলেরি পরাগ ফাগের রেণু ঝুরু ঝুরু ঝরিছে গায়ে  
বিরি বিরি চৈতী বায়ে  
বকুল-বনে বিমায় মধুপ মদির নেশার বোঁকে ॥

হরিত বনে হরষিত মনে হোরির হরুরা জাগে  
রঙিলা অনুরাগে  
নৃতন প্রণয়-সাধ জাগে চাঁদের রাঙ্গা আলোকে ॥

H. M. V. N 7346 ॥ শিল্পী: শংকর মিশ্র ॥ তাল: কাহারবা

II {মপা -ট শ্পা -দা | পা -মা জ্জা রা | সা -ট -ট -ট | রা -জ্জা মা -পা I  
ম ০ ০ নে র্ র ঙ লে গে ছে ০ ০ ০ ব ০ নে র্

I সা -মা জ্জা -মা | রা -জ্জা সা রা | সন্ধা -ট সা -ট | -ট -ট -ট } I  
প ০ লা শ্ জ ০ বা অ শো ০ কে ০ ০ ০ ০ ০

I {মপা -ট পা -দা | পা -মা জ্জা রা | সা -ট -ট -ট | রা -জ্জা মা -পা I  
র ০ ০ ঙে র্ ঘো র্ জে গে ছে ০ ০ ০ পা ০ রু ল ৮৯

I সা -মা জ্ঞা -মা | রা -জ্ঞা সা -রা I সন্তা - সা -ট | -ট -ট -ট } I  
ক ০ ন ক ট্ট ০ পা র চে ০ ০ খে ০ ০ ০ ০ ০

I {গা গা গা গা | গা -ট ধগা -ট I পা ধা ধা গা | ধা পা মা -ট I  
মু হ মু হ বো ০ লো ০ ০ কু হ কু হ কো যে লা ০

I মা পা পা দা | গা দা পা জ্ঞা I পা -ট -ট | -ট -ট -ট } I  
মু কু লি ত আ যে র ডা লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা -ট সা খা | জ্ঞা খা সা ন্তা I সা -ট -ট | -ট -ট -ট } I  
গা ল্ রে খে ফু লে র গা লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মপা -ট শ্পা দা | পা -মা জ্ঞা রা I সা -ট -ট -ট | রা -জ্ঞা মা -পা I  
দো ০ ০ যে লা দো ল্ দি যে যা ০ ০ য় ডা ০ লি ম

I সা -মা জ্ঞা মা | রা -জ্ঞা সা রা I সন্তা - সা -ট | -ট -ট -ট II  
ফু ০ লে র ন ০ ব কো রু ০ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০

II {সী সী -ট সী | সী -ট সী -ট I গা -সী গা -রসী | গদা -ট পা -ট I  
ফু লে ০ রি প ০ রা গ্ ফা ০ গে রু ০ রে ০ ০ গু ০

I সা রা মা গা | মা পা দা মা I শ্পা -ট -ট -ট | -ট -ট -ট -ট } I  
যু কু কু কু ব রি ছে গা যে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I পা দা গা দা | পা -জ্ঞা পা দা I পা -ট -ট -ট | -ট -ট -ট -ট } I  
২০২ বি রি বি রি টে ০ তী বা যে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I {মপা - পা দা | পা -মা জ্ঞা রা I সা -ন্ত -ন্ত | রা -জ্ঞা মা পা I  
ব০ ০ কু ল ব ০ নে ঝি মা ০ ০ য ম ০ ধু প

I সা -মা জ্ঞা মা | রা -জ্ঞা সা রা I সন্ত - সা -ন্ত | -ন্ত -ন্ত } II  
ম ০ দি র নে ০ শা র ঝোঁ ০ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০

II {গা গা - গা | গা -দা গা -ধা I পা ধা ধা গা | ধা -পা মা - I  
হ রি ০ ত ব ০ নে ০ হ র ষি ত ম ০ নে ০

I মা পা - দা | গা -দা পা জ্ঞা I পা -ন্ত -ন্ত | -ন্ত -ন্ত -ন্ত I  
হো রী ০ র হ র র রা জা গে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা - সা খা | জ্ঞা -খা সা ন্ত I সা -ন্ত -ন্ত | -ন্ত -ন্ত -ন্ত I  
র ০ ঝী লা অ ০ নু রা গে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মপা - পা দা | পা -মা জ্ঞা রা I সা -ন্ত -ন্ত | রা -জ্ঞা মা পা I  
নূ ০ ০ ত ন প্র ০ গ য সা ০ ০ ধ জা ০ গে ০

I সা -মা জ্ঞা মা | রা -জ্ঞা সা রা I সন্ত - সা -ন্ত | -ন্ত -ন্ত -ন্ত } II  
চাঁ ০ দে র রা ০ ঝ আ লো ০ ০ কে ০ ০ ০ ০

\* কাহারবা তালের এই গানটি চৈতি (বসন্তকালে, চৈত্র মাসে গীত বিশেষ ধরনের উত্তর ভারতীয় সংগীত শৈলী)  
অঙ্গের গান। ১৯৩৫ সালে এইচ, এম ডি কোম্পানি থেকে রেকর্ডকৃত।

## লোকসংগীত

কথা ও সুর: জসীমউদ্দীন  
তাল: কাহারবা

আমার হাড় কালা করলামরে  
আরে আমার দ্যাহ কালার লাইগ্যারে  
অন্তর কালা করলামরে দুরন্ত পরবাসে ॥  
মনরে ওরে হাইলা লোকের লঙ্গল বাঁকা  
জনম বাঁকা চাঁদরে, জনম বাঁকা চাঁদ  
তার চাইতে অধিক বাঁকা  
যারে দিছি প্রাণরে, দুরন্ত পরবাসে ॥  
মনরে কুল বাঁকা গাঞ্জ বাঁকা  
বাঁকা গাঞ্জের পানিরে, বাঁকা গাঞ্জের পানি  
সকল বাঁকায় বাইলাম নৌকা (হায় হায়)  
তবু বাঁকারে না জানিরে, দুরন্ত পরবাসে ॥  
মনরে ওরে হাড় হইল জ্বরো জ্বরো  
অন্তর হইল গুড়া রে আমার অন্তর হইল গুড়া  
পিরীতি ভাঙিয়া গেলে (হায় হায়)  
নাহি লাগে জোড়া রে, দুরন্ত পরবাসে ॥

সা -ন্তা II সা -ন্তা -গা | গা -ন্তা মগা রা I গা -ন্তা শ্বা -ন্তা | শ্বা -ন্তা -ন্তা I  
আ মারু হা ০ ০ ০ ড় কা ০ লা ০ ক রু লা ম্ রে ০ ০ ০

I -ন্তা -ন্তা -ন্তা | ধা ধা গা ধপা I পা -ন্তা শ্বা -ন্তা | শ্বা -ন্তা শ্বা -পা I  
০ ০ ০ ০ আ রে আ মারু দ্যা ০ হ ০ কা ০ লা রু

I পধা -পা পমা -গা | গা -ন্তা -ন্তা I সা -ন্তা গা -ন্তা | মা -ন্তা পা -ন্তা I  
লাও ই গ্যাও ০ রে ০ ০ ০ অ ন্ত র কা ০ লা ০

I পধা -ন্তা পমা -ন্তা | পধা গা শ্বা -পা I শ্বা -পা মা গা | রা -ন্তা -সা -ন্তা I  
কো রু লাও ম্ রে ০ ০ দু ০ র ন্ত ০ প ০ ০ রু

I শ্বা -সা সা -ন্তা | -ন্তা -ন্তা <sup>II</sup> সা -ন্তা II  
<sup>২২</sup> বা ০ সে ০ ০ ০ আ মারু

ନା ନ୍ତିରୀ II	ଶୀ -ା -ା -ା   -ା -ା -ା I	ଶୀରୀ -ଗରୀ -ଶୀରୀ -ଶୀନା   -ା -ା -ା -ା I
ମ ନେ	ରେ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦	୦୦ ୦୦ ୦୦ ୦୦ ୦୦ ୦ ୦ ୦ ୦
I	-ା -ା -ା   -ା -ା ନା ନା I ନା -ା ନା -ା   ଶୀ -ା ରୀ -ଶୀ I	
	୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ୦ ଓ ରେ ହା ଇ ଲା ୦ ଲୋ ୦ କେ ର୍	
I	ଶୀ -ା ଶୀ ନା   ନା -ା ନା -ା I ଶୀରୀ -ଶୀ ନା -ା   ଶୀରୀ -ଶୀ ଗା -ଧପା I	
	ଲା ଶ ଗ ଲ ବା ୦ କା ୦ ଜ ୦ ନ ମ ବା ୦ କା ୦୦	
I	ଗଧା -ା -ା -ା   ଗା -ା -ଶା -ପା I ପଧା -ା ଧା -ପା   ପା -ା ମା -ପା I	
	ଚାଁ ୦ ୦ ୦ ଦ ରେ ୦ ୦ ୦ ଜ ୦ ୦ ନ ମ ବା ୦ କା ୦	
I	ଗମା -ା ଗା -ା   -ା -ା -ା -ା I ସା -ା -ା -ଗା   ଗା -ା ଗା -ମା I	
	ଚାଁ ୦ ୦ ୦ ଦ ୦ ୦ ୦ ୦ ତା ୦ ୦ ର ଚା ଇ ତେ ୦	
I	ମା -ପା ପା -ମା   ଶଗା -ା ମା -ା I ଧା -ା ଧା -ା   ଗା -ା ଶଦା ପା I	
	ଅ ୦ ଧି କ ବା ୦ କା ୦ ଯା ୦ ରେ ୦ ଦି ୦ ଛି ୦ ୦	
I	ପଥା -ା -ମା -ା   ପଥା -ଗା -ଶା -ପା I ପଥା -ପା ମା -ଗା   ଶ୍ରା -ା -ଶା -ା I	
	ଆ ୦ ୦ ୦ ଣ ରେ ୦ ୦ ଦୁ ୦ ର ୦ ଣ ତ ୦ ପ ୦ ୦ ର	
I	ଶରା -ଶା ଶା -ା   -ା -ା ଶା ନା II	
	ବା ୦ ସେ ୦ ୦ ୦ ଆ ମାର୍	

I মা -পা পা -মা | "মা গা গা -রসা I সা -া সা -গা | গা -া গা -মা I  
 বা ই লা ম্ নৌ কা হায় হায় স ০ ক ল্ বঁ ০ কা য়

I মা -পা পা -মা | "মা গা গা মা I ধা -া ধা -া | গা -া ধা -পা I  
 বা ই লা ম্ নৌ কা ত বু বঁ ০ কা ০ রে ০ না ০

I পধা -া -মা -া | পধা -গা "ধা পা I "ধা -পা মা -গা | "রা -া -সা -া I  
 জা ০ ০ নি রে ০ ০ দু ০ রো ০ গ্ ত ০ প ০ ০০ র্

I "রা -সা সা -া | -া -া সা না II  
 বা ০ সে ০ ০ ০ আ মার্ II

না নসী II সী -া -া -া | -া -া -া I -সৰ্বা -গৰ্বা -সৰ্বা -সৰ্বা | -া -া -া I  
 ম ন০ রে ০

I -া -া -া -া | -া -া না না I না -া না -া | সী -া রী -সা I  
 ০

I সা -া সা -না | না -া না -া I "সী -া সী -া | "রী -সা গা ধপা I  
 জ্ব ০ রো ০ জ্ব ০ রো ০ অ ম্ ত র্ হ ই ল ০

I পধা -া ধা -া | না -া "ধা -পা I পধা -া "পা পা | "পা -া মা -পা I  
 গু ০ ০ ড়া ০ রে ০ আ মার্ অ ০ ম্ ত র্ হ ই ল ০

I গমা -া গা -া | -া -া -া -া I সা -া সা -গা | গা -া গা মা I  
 গু ০ ০ ড়া ০ ০ ০ ০ ০ পি ০ রী ০ তি ০ ভা ঙ

I মা -পা পা -মা | মা গা -গা -রসা I সা -া সা গা | গা -া গা -মা I  
 পি ০ যা ০ গে লে হায় হায় পি ০ রী ০ তি ০ ভা ঙ

I মা -পা পা -মা | গা -া মা -া I পধা -া ধা -া | গা -া ধধা -পা I  
 পি ০ যা ০ গে ০ লে ০ না ০ ০ হি ০ লা ০ গে ০

I পধা -া পমা -া | পধা -গা ধা -পা I পধা -পা মা গা | "রা -া -সা -া I  
 জো ০ ড়া ০ ০ রে ০ ০ দু ০ রো ০ গ্ ত ০ প ০ ০ ০ ০

I সরা -সা সা -া | -া -া সা না IIII  
 বা ০ ০ সে ০ ০ ০ আ মার্

ପଲ୍ଲିଗୀତି

## তাল: দ্রুত দাদরা

ପରେର ଜାଗା ପରେର ଜମିନ,  
ଘର ବାନାଇୟା ଆମି ରାଇ  
ଆମି ତୋ ସେଇ ଘରେର ମାଲିକ ନାହିଁ ॥  
ସେଇ ଘରଖାନା ଯାର ଜମିଦାରୀ,  
ଆମି ପାଇନା ତାହାର ହୃଦୟ ଜାରି;  
ଆମି ପାଇନା ଜମିଦାରେର ଦେଖା,  
ମନେର ଦୁଃଖ କାରେ କହି  
ଆମି ମନେର ଦୁଃଖ କାରେ କହି,  
ଆମି ତୋ ସେଇ ଘରେର ମାଲିକ ନାହିଁ ॥  
ଜମିଦାରେର ଇଚ୍ଛା ମତ ଦେଇନା ଜମି ଚାଷ  
ତାଇ ତୋ ଫସଲ ଫଳେ ନାରେ ଦୁଃଖ ବାରୋ ମାସ ।  
ଆମି ଖାଜନାପାତି ସବି ଦିଲାମ  
ତବୁ ଜମିନ ଆମାର ହୟ ଯେ ନିଲାମ  
ଆମି ଚଲି ଯେ ତାର ମନ ଯୋଗାଇୟା,  
ଦାଖିଲାଯ ମେଲେନା ସହି  
ତବୁ ଦାଖିଲାଯ ମେଲେନା ସହି  
ଆମି ତୋ ସେଇ ଘରେର ମାଲିକ ନାହିଁ ॥

II	{সা সা -ট   গা গা -মা I পা মপমা মা   গা মা -ট I
	প রে র্ জ গা ০ প রে০০ র্ জ মি ন্
I	{ধা -ট ধা   পা ধণধা -ট I পা মা -ট   পা -মা -গা I
	ঘ র্ বা নাই য়া০০ ০ আ মি ০ র ০ ই
I	{গা গা -মা   ধা পা পা I পা মা -গা   রা সা -সা I
	আ মি ০ তো সে ই ঘ রে র মা লি ক্
I	{সা -ট -ট   -ট -ট -সা I -ট -ট -ট   -ট -ট } II
	ন ০ ০ ০ ০ ই ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

পা ধা II মা-মা পা | না না -না I না সা -া | সা সর্বা -র্বা I  
 সে ই ঘ র খা না যা র্জ মি ০ দা রী০ ০০  
 I -সর্বা -া -সা | -া -া -া I -া -া -া | না সা র্বস I  
 ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি  
 I না না সা | সা সা সা I না না পা | পা পণা -ধণা I  
 পা ই না তা হা র্জ কু ম্ব জা রি০ ০০  
 I -পধা -া -পা | -া -া -া I -া -া -া | -া পনা না I  
 ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ০ মি  
 I না না সা | সা সা -া I না ধপা -পা | না না -া I  
 পা ই না জ মি ০ দা রে০ র্জ দে খা ০  
 I না না সা | সা সা -া I না ধপা পা | পা পধা -ণা I  
 পা ই না জ মি ০ দা রে০ র্জ দে খা০ ০  
 I ধা পা পা | পা মগা -া I গা গা -মা | পা ধা ণা I  
 ম লে র দুঃ খ০ ০ কা রে ০ কই আ মি  
 I ধা পা পা | পা মগা -া I গা গা -মা | পা -মা গা I  
 ম লে র দুঃ খ০ ০ কা রে ০ ক ০ ই  
 I গা গা -মা | ধা পা পা I পা মা -গা | রা সা -সা I  
 আ মি ০ তো সে ই ঘ রে র্জ মা লি ক  
 I সা -া -সা | -া -া -া II  
 ন ০ ০ ০ ০ ০ ই  
 II {পা মা -গা | রসা সা -সা I রা -রা গা | মা পা -ধপা I  
 জ মি ০ দা০ রে র্জ ই চ ছ ম ত ০০  
 I গা -গা পা | মা গা -মা I রগা -া -গা | -া -া -া I  
 দে ই না জ মি ০ চ০ ০ ০ ০ ০ ০ ষ  
 I পা পা ধা | সা সা -সা I ণা ধা -া | পা পমা -গা I  
 তা ই তো ফ স ল ফ লে ০ না রে০ ০

I পা -মা গা | রা -সা সা I সা -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> | -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup>} I  
 দু খ খ বা ০ রো মা ০ ০ ০ ০ স  
 পা ধা II মা মা পা | না না -<sup>৩</sup> I না সী -<sup>৩</sup> | সী গা -র্গা I  
 আ মি খ জ না পা তি ০ স বি ০ দি লা ০০  
 I -সী -<sup>৩</sup> | -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> I -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> | -<sup>৩</sup> সী র্সনা I  
 ০০ ০ ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত বু০  
 I না না -<sup>৩</sup> | সী সী সী I না না ধপা | পা পণা -ধণা I  
 জ মি ন আ মা র হ য যে০ নি লা০ ০০  
 I -পধা -<sup>৩</sup> -পা | -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup>} I -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> | -<sup>৩</sup> পনা না I  
 ০০ ০ ম ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আ মি  
 I না না -<sup>৩</sup> | সী সী সী I না না ধপা | না না না I  
 চ লি ০ যে তা র ম ন যো০ গা ই য়া  
 I -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> | -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> I -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> | -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> I  
 ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০  
 I না না -<sup>৩</sup> | সী সী সী I না না ধপা | পা পধা -গা I  
 চ লি ০ যে তা র ম ন যো০ গাই য়া০ ০  
 I ধা পা -<sup>৩</sup> | পা মগা -<sup>৩</sup> I গা গা -মা | পা ধা গা I  
 দা ধি ০ লায মে০ ০ লে না ০ সই ত বু  
 I ধা পা -<sup>৩</sup> | পা মগা -<sup>৩</sup> I গা গা -মা | পা -<sup>৩</sup> মগা I  
 দা ধি ০ লায মে০ ০ লে না ০ স ০ ০ই  
 I গা গা -মা | ধা পা পা I পা মা -গা | রা সা -সা I  
 আ মি ০ তো সে ই ষ রে র মা লি ক  
 I সা -<sup>৩</sup> -সা | -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> -<sup>৩</sup> III  
 ন ০ ০ ০ ০ ই

**পল্লিগীতি**  
**কথা: সংগৃহ**  
**সুর: সুরসাগর প্রাণেশ দাস**  
**তাল: দ্রুত দাদরা**

সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি নাচত দেখি  
নাচত দেখি বালা নাচত দেখি ॥  
নাচুইন ভালা সুন্দরী গো বাঁধেন ভালা চুল  
হেলিয়া দুলিয়া পড়ে নাগ কেশরের ফুল ॥  
রঞ্জুর ঝুন্দুর নৃপুর বাজে ঠুমুক ঠুমুক তালে  
নয়নে নয়ন মিলিয়া গেল সরমের রঙ লাগে গালে ॥  
যেমনি নাচে নাগর কানাই তেমনি নাচেন রাই ।  
নাচিয়া ভুলাও তো দেখি নাগর কানাই ॥

		সা      রা      -া      II      গা      -া      -া             গা      গা      -া      I	
		সো      হা      গ      চাঁ      ০      ০             দ      ব      ০	
I	গা      গা      -া             মা      গা      -া      I      রা      রা      -া             গা      সা      -া      I		
	দ      নী      ০             ধ      নী      ০              না      চ      ০             ত      দে      ০		
I	রা      -া      -া             -া      -া      -া      I      গা      গা      -পা             পা      পা      -া      I		
	ধি      ০      ০             ০      ০      ০             না      চ      ০             ত      দে      ০		
I	ধা      -া      -া             ধা      ধা      সা      I      সা      সা      -া             না      ধা      -া      I		
	ধি      ০      ০             বা      লা      ০             না      চ      ০             ত      দে      ০		
I	পা      -া      -া             মা      গা      -া      I      রা      রা      -া             গা      সা      -া      I		
	ধি      ০      ০             বা      লা      ০             না      চ      ০             ত      দে      ০		
I	রা      -া      -া             সা      রা      -া      II		
	ধি      ০      ০             "সো      হা      গ"		
II	পা      পা      -া             পা      পা      ধা      I      সা      -া      সা             না      ধা      -া      I		
	না      চুই      ন             বা      লা      ০             সু      ন      দ             রী      গো      ০		
I	পা      পা      -া             ধা      ধা      না      I      পা      ধা      -া             -া      -া      -া      I		
	বাঁ      ধে      ন             ভা      লা      ০             চ      ০      ০             ০      ০      ০             ল		
I	ধা      ধা      -া             না      সা      -া      I      সা      রী      রী             সা      না      -া      I		
	না      চুই      ন             বা      লা      ০             সু      ন      দ             রী      গো      ০		

I	পা	-া		ধা	না	I	পা	ধা	-া		-া	-া	-ধা	I		
ঁ	ধে	ন		ভা	লা	০	চ	০	০		০	০	ল			
I	পা	-া		ধা	না	-া	I	ধা	পা	-া		মা	গা	-া	I	
ত	০	লি		য়া	দু	০	লি	য়া	০		প	ড়ে	০			
I	রা	-া		গা	সা	-া	I	রা	-া	-া		সা	রা	-া	II	
ন	গ	কে		শ	রে	ৰ	I	ফু	০	ল		সো	হা	গ		
II	-া	না		-না	না	-না	I	সা	সা	-সা		রা	গা	-া	I	
০	০	রু		নুর	ৰু	নুর	I	নু	পু	ৰ		বা	জে	০		
I	সা	রা	পা		পা	মা	-া	I	গা	-া	-রা		সা	-া	রা	I
ই	মু	ক	ই	মু	ক	ই	I	তা	০	০		লে	০	০		
I	না	-া	না		-না	না	-না	I	সা	সা	-া		রা	-গা	-রা	I
০	০	রু		নুর	ৰু	নুর	I	নু	পু	ৰ		বা	০	০		
I	গা	-সা	-া		-া	-া	-া	I	-া	-া	পা		পা	পা	-ধা	I
জে	০	০	০		০	০	০	I	০	০	ন		ঘ	নে	০	
I	পা	-া	-া		মগা	-রা	-া	I	-া	-া	মা		মা	মা	-া	I
ন	০	০	ঘৰ		ঘৰ	ল	০	I	০	০	মি		লি	য়া	০	
I	মা	-া	-া		গরা	-সা	-রা	I	-না	-া	-না		না	না	না	I
গে	০	০	ঘৰ		ঘৰ	০	০	I	০	০	স		র	মে	র	
I	সা	-া	-া		রা	গা	রা	I	গা	-সা	-া		সা	-া	-া	II
র	০	ঁ	লা		লা	গে	০	I	গা	০	০		লে	০	০	
II	পা	-পা	-া		পা	পা	-ধা	I	সী	সী	-া		না	ধা	-া	I
যে	ম্	নি	ন		ন	চে	ল	I	না	গ	ৰ		কা	না	ই	
I	পা	পা	-া		ধা	ধা	-না	I	পা	ধা	-া		-া	-া	ধা	I
তে	ম্	নি	ন		ন	চে	ল	I	রা	০	০		০	০	হ	
I	পা	-া	ধা		সী	না	-া	I	ধা	পা	-া		মা	গা	-া	I
না	০	ঁ	য়া		য়া	ভ	০	I	লা	ও	ত		দে	ঁ	০	
I	রা	রা	-া		গা	সা	-া	I	রা	-া	-া		-া	-া	-া	III
না	গ	০	ঁ		র	কা	০	I	না	০	০		০	০	হ	

## হাসন রাজার গান

তাল: কাহারবা

বাউলা কে বানাইল রে  
হাসন রাজারে বাউলা  
কে বানাইল রে ॥

বানাইল বানাইল বাউলা  
তার নাম হয় যে মওলা  
দেখিয়া তার রাপের চটক  
হাসন রাজা হইল আউলা ॥

হাসন রাজা গাইছে গান  
হাতে তালি দিয়া  
সাক্ষাতে দাঢ়াইয়া শোনে  
হাসন রাজার প্রিয়া ॥

হাসন রাজা হইছে পাগল  
প্রাণ বক্ষের কারনে  
বস্তু বিনে হাসন রাজা  
অন্য নাহি মানে ॥

সা রা II পা পা পধা পধা | মা -্ব-পা -মগা I  
বাউ লা কে বা নাই ল০ রে ০ ০০ ০০

I গা রসা -সা রজ্জা | রজ্জা রসা গৃধা গ্রা | রা রা রমা জ্বরা | রা -্ব- -্ব- II  
হা স০ ন্ রাঠ | জাঠ রে০ বাউ লা | কে বা নাই লো০ | রে ০ ০ ০

II -্ব- মা পা না | না নৰ্সা সী সী | রী রঞ্জি রঞ্জি সৰ্বা | না সী -্ব- -্ব- I  
০ বা নাই লৰা | নাই ল০ বাউ লা | তার নাম হয় যে | মও লা ০ ০

I -্ব- সৰ্সা সী সৰ্বা | সৰ্গা ধধা ধপা পপা | ধগা -গণা ধা পা | মপা গা মা পা I  
০ দেখি যা তার | ঝ০ পের চ০ টক | হাঠ সন্ রা জা | হই ল আউ লা

I পা পা পধা পধা | মা -্ব- মপা মগা II  
কে বা নাই ল | রে ০ ০০ ০০

II -ମପା ପନା ନା । ନା ନର୍ସା ସା -ସା । ରୀ ରୁଞ୍ଜି ରନ୍ସା ସର୍ବା । ନା ସା -ନା I

୦ ହାସ ନରା ଜା । ଗାଇ ଛେ ଗା ନ୍ । ହା ତେ ତା ଲିଠ । ଦି ଯା ୦ ୦

I -ନା ସର୍ସା ସା ସର୍ବା । ସଣା ଗଧା ଧପା ପପା । ଗା -ନଣା ଧା ପା । ମପା ଗା ମା ପା I

୦ ସାକ୍ଷା ତେ ଦା । ଡାଇ ଯା ଶ ନେ । ହା ସନ୍ ରା ଜାର । ଥି ଯା ବାଉ ଲା

I ପା ପା ପଧା ପଧା । ମା -ନା -ମପା -ମଗା II

କେ ବା ନାଇ ଲୋ । ରେ ୦ ୦୦ ୦୦

II -ମପା ପନା ନା । ନନା ନର୍ସା ସା ସା । ରୀ ରୁଞ୍ଜି ରନ୍ସା ସର୍ବା । ନା ସା -ନା I

୦ ହାସ ନରା ଜା । ହଇ ଛେ ପା ଗଲ । ଥାଣ ବନ ଧେର କାଠ । ର ନେ ୦ ୦

I -ନା ସର୍ସା ସା ସର୍ବା । ସଣା ଗଧା ଧପା ପପା । ଗା ନଣା ଧା ପା । ମପା ଗା ମା ପା I

୦ ବନ୍ ଧୁବି ନେ । ହା ସନ ରା ଜା । ଅ ନ୍ୟ ନା ହି । ମା ନେ ବାଉ ଲା

I ପା ପା ପଧା ପଧା । ମା -ନା -ମପା -ମଗା III

କେ ବା ନାଇ ଲୋ । ରେ ୦ ୦୦ ୦୦

## দেশাত্মোধক গান

কথা: আব্দুল গাফফার চৌধুরী

তাল: দাদরা

সুর: শহিদ আলতাফ মাহমুদ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেরুয়ারি  
আমি কি ভুলিতে পারি।  
ছেলে হারা শত মাঁয়ের অশ্ব-গড়া-এ ফেরুয়ারি  
আমি কি ভুলিতে পারি  
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেরুয়ারি  
আমি কি ভুলিতে পারি ॥

জাগো নাগিনীরা জাগো  
জাগো কাল বোশেখীরা  
শিশু হত্যার বিক্ষেপে আজ  
কাঁপুক বসুন্ধরা।  
দেশের সোনার ছেলে খুন করে  
রুখে মানুষের দাবী।  
দিন বদলের ক্রান্তি লগনে  
তবু তোরা পার পাবি?  
না- না-

খুনে রাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারি  
একুশে ফেরুয়ারি।  
সেদিনো এমনই নীল গগনে বসনে শীতের শেষে  
রাত জাগা চাঁদ চুমু খেয়েছিল হেসে।  
পথে পথে ফোটে রজনীগঙ্কা  
অলোকা-নন্দা যেন।  
এমন সময় ঝাড় এলো, ঝাড় এলো ক্ষেপা বুনো।  
সেই আঁধারে পশ্চদের মুখ চেনা  
তাদের তরে মায়ের বোনের ভায়ের চরম ঘৃণা।  
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের বুকে  
দেশের দাবীকে রুখে।  
ওদের ঘৃণ্য পদাঘাত এই সারা বাংলার বুকে।  
ওরা এদেশের নয়  
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়।  
ওরা মানুষের অন্ম, বন্দ্র, শান্তি নিয়েছে কাঢ়ি।  
একুশে ফেরুয়ারি, একুশে ফেরুয়ারি ॥

I	{ গা গা - আ মা র্	গা গা - ভাই যে র্	I	গা -মা র্ ক	রাস তে	সা ধা পা I ঙা নো
I	পা রা রা   এ কু শে	রা - ফে ব্	গরসা   কু০	রগা গা - য়া০ রি ০	- ০	- ০ ০ ০
I	পা প্রগা গা   আ মি০ কি	গৱা রা রগা   ভু০ লি তে০	I	স্বা - পা ০	- ০	সা - রি ০ ০
I	শ্বা মা মা   ছে লে হা	মা মা মা   রা শ ত	I	মপা পধা গা   য়া০ যে০ র্	গা - অ ০	গা I শ্ব
I	গা গমা মরা   গ ড়া এ০	রা - ফে ব্	সন্ম   কু০	সৱা - য়া০ ০	রা   রি ০	- ০ ০ ০
I	পা প্রগা গা   আ মি০ কি	গৱা রা রগা   ভু০ লি তে০	I	স্বা - পা ০	- ০	সা - রি ০ ০
I	পা পা - আ মা র	পা পা - সো না র	I	পধা পা - দে০ শে	- ৰ	পধা গা গা I র০ ক তে
I	ধা ধা ধা   রা ঙা নো	ধা - ফে ব্	নধপা   কু০	ধনা না - য়া০ রি ০	- ০	- ০ ০ ০
I	না না না   আ মি কি	না নসা নধা   ভু লি০ তে০	I	নসা সা - পা০ রি ০	- ০	- ০ ০ ০

## দ্বিতীয় গতি

I	{ জ্বজ্ব জ্বজ্ব জ্বসা   জাগো নাগি নীরা	জ্বসা - জাগো ০	- ০	I	জ্বজ্ব জ্বজ্ব জ্বসা   জাগো নাগি নীরা	জ্বসাঃ -জ্বঃ সা I জাগো ০জা গো
I	সধা ধা ধাধা   জাগো কাল্ বোশে	পধা - থীরা ০	- ০	I	ননা না নসা   শিশু হত তার	ধা পপা মা I বিক খোভে আজ
I	র্বর্বাঃ রঃ সর্বা   কাঁপু ক্ৰ সুন্ ধৰা	নসা - ০	- ০	I		

I	সধাৎ	ধপাঃ	পধা	মপা	মা	ররা I	মমা	ররা	সা	ধ্বা	-া	-া	I
	দেশে	ব্ৰসো	নার্	ছেলে	খুন	কৰে	ৰঞ্চে	মানু	যেৱ	দাবী	০	০	
I	ধ্ৰা	ৰৱা	ৱা	মমা	ৱমা	মৱা I	সৱা	মপা	ৱমা	পপা	-া	-া	I
	দিন্	বদ	লেৱ্	ক্রান্	তিল	গনে	তুৰু	তোৱা	পার	পাৰি	০	০	
I	ৱমা	পণা	মপা	ণগা	-া	-ধা I	ৰ্সা	-া	ণা	ৱৰ্ণা	-া	-া	I
	তুৰু	তোৱা	পার	পাৰি	০	০	না	০	০	না	০	০	
I	ৱৰ্গা	ৱৰ্গা	ৱৰ্গা	ৱৰ্গা	-া	-া I	ৱৰ্ণা	ৱৰ্ণা	ৱৰ্গা	ৱৰ্গা	-া	-া	I
	খুনে	ৱাঙা	ইতি	হাসে	০	০	শেষ্	ৱায়	দেওয়া	তাৱি	০	০	
I	ৱৰ্গা	ৱৰ্সা	ৱৰ্ধা	পগা	-া	-া I	গপা	ৱৰ্সা	ৱৰ্ধা	ৱৰ্সা	-া	-া	I
	একু	শেফে	ব্ৰঞ	য়াৱি	০	০	একু	শেফে	ব্ৰঞ	য়াৱি	০	০	

## দ্বিতীয় গতি শেষ

I	ন্তা	সা	গা	ক্ষা	পা	ক্ষগা I	গা	-ক্ষা	গা	খ্বা	সা	-া	I
	সে	দিন্	ও	এ	ম	নি০	নী	ল্	গ	গ	নে	০	
I	পা	ক্ষা	ক্ষগা	গক্ষা	গখ্বা	খ্বা I	ৱগা	ৱগা	-া	-া	-া	-া	I
	ব	স	নে০	শী০	তে০	ৱ	শে০	ঘে০	০	০	০	০	
I	গা	পা	পক্ষা	ক্ষধা	ধনধা	পা I	পা	পনা	নধা	ধপা	মা	মপা I	
	ৱা	ত্	জা�০	গাঁ০	চাঁ০	দ	চু	মু০	খে০	য়ে০	ছি	ল০	
I	মা	গা	-া	সৱসা	ন্সন্তা	ধ্বা I							I
	হে	সে	০	০০০	০০০	০							
I	{ধা	ন্তা	ন্তা	সা	সা	সা I	সা	সগা	ঝগা	খ্বা	-া	সা	I
	প	থে	প	থে	ফো	টে	ৱ	জ০	নী	গ	ন্	ধা	
										[-	-	-]	
										০	০	০	
I	সা	সপা	পক্ষগা	গখ্বা	-া	খ্বগা I	খ্বা	সা	-া	ন্তা	ধ্বা	-া}] I	
	অ	ল০	কাঁ০	ন০	ন্	দাঁ০	যে	ন	০	০০	০	০	
I	ন্তা	ন্তা	-া	ন্তা	ন্তা	-া I							
	এ	ম	ন	স	ম	য়							

দ্বিতীয় গতি:

I	সা	-ৰ	সা		সা	-ৰ	-ৰ	I	র্ধা	-ৰ	র্ধা		র্ধা	লো	ক্ষে	সা	র্ধা	I	
I	না	সা	-ৰ		-ৰ	-ৰ	-ৰ	I	{সা	র্ধা	র্ধা		র্ধা	র্ধা	রে	র্ধা	-ৰ	I	
I	প	র্ধা	র্ধা		-ৰ	সা	র্ধা	I	না	সা	-ৰ		-ৰ	-ৰ	ৰ	-ৰ	-ৰ	I	
I	মা	পা	মা		গা	গা	-ৰ	I	পা	গা	-পা		সা	সা	বো	সা	-ৰ	I	
I	তা	দে	ব		ত	রে	০	I	মা	য়ে	র		বো	নে	বো	নে	-ৰ	I	
I	সা	গা	-ৰ		পা	পা	মা	I	র্ধা	র্ধা	-ৰ		-ৰ	-ৰ	-ৰ	-ৰ	-ৰ	I	
I	ভা	য়ে	ব		চ	র	ম	I	ঘ	গা	০		০	০	০	০	০	I	
I	সা	গা	মা		ধা	মা	পা	I	পা	পা	গা		-ৰ	পা	পা	কে	পা	I	
I	ও	রা	গু		লি	ছো	ডে	I	এ	দে	শে		ব্ৰ	বু	কে	কে	কে	I	
I	পা	পা	-ৰ্ধা		সা	সা	ৰ্ধা	I	না	সা	-ৰ		-ৰ	-ৰ	-ৰ	-ৰ	-ৰ	I	
I	দে	শে	ব		দা	বি	কে	I	ক	খে	০		০	০	০	০	০	I	
I	গা	গা	-গৰ্হ		গৰ্হ	-ৰ	গৰ্হ	I	গৰ্হ	গৰ্হ	গৰ্হ		ৰ্ধা	সা	-ৰ	-ৰ	-ৰ	I	
I	ও	দে	ব		ঘ	০	ঘ	I	প	দা	ঘা		ত্ৰ	এ	হী	হী	হী	I	
I	না	সা	না		ধা	ধা	-না	I	না	সা	-ৰ		-ৰ	-ৰ	-ৰ	-ৰ	-ৰ	I	
I	সা	রা	বা		ং	লার	ব	I	বু	কে	০		০	০	০	০	০	I	
I	ৰ্ধা	সা	গা		ধা	পা	ধা	I	গা	-ৰ	-ৰ		-ৰ	-ৰ	-ৰ	-ৰ	-ৰ	I	
I	ও	রা	এ		দে	শে	ব	I	ন	০	০		০	০	০	০	০	I	
I	সৰ্বা	সা	-ৰ		ধা	-ৰ	পা	I	ধা	পা	মা		বা	গা	মা	I	মা	I	
I	দে০	শে	ব		ভা	০	গ্য	I	ও	বা	ক		বে	বি	০	০	০	I	
I	মা	-ৰ	-ৰ		-ৰ	-ৰ	-ৰ	I											
I	ক্র	০	০		০	০	ৰ												

I	গা	মা	রা		গা	গা	-ା	I	গা	-ା	গা		পা	-ା	পা	I
ও	রা	মা	ন্ম		ন্ম	যে	ର	অ	ন্	ন	ব		স্	ত্		
I	সী	-ା	সী		ণা	ণা	ପା	I	সী	সী	-ା		-ା	-ା	-ା	I
শা	ন্	তি		নি	যେ	ছେ		কା	ଡ଼ି	୦	୦		୦	୦	୦	
I	ঝী	গা	ঝী		সী	-ା	ধା	I	পା	গା	-ା		-ା	-ା	-ା	I
এ	ক	শে		ফେ	ব୍	ବଳ		যା	ରି	୦	୦		୦	୦	୦	
I	গା	ପା	ଧା		সୀ	-ା	ଧା	I	সୀ	সୀ	-ା		-ା	-ା	-ା	III
এ	ক	শେ		ফେ	ବ୍	ବଳ		যା	ରି	୦	୦		୦	୦	୦	

**দেশাত্মবোধক গান**  
**কথা: গাজী মাজহারুল আনোয়ার**  
**সুর: আনোয়ার পারভেজ**

তাল: কাহারবা

একবার যেতে দেনা আমার ছেট্টি সোনার গাঁয়,  
 যেখায় কোকিল ডাকে কুহু, দোয়েল ডাকে মুহু মুহু।  
 নদী যেখায় ছুটে চলে আপন ঠিকানায় ॥  
 পিদিম্ জ্বালা সাঁওয়ের বেলা শান বাঁধানো ঘাটে,  
 গল্প কথার পান্শী ভিড়ে রূপ কাহিনীর বাঁকে।  
 মধুর মধুর মায়ের কথায় প্রাণ জুড়িয়ে যায়।  
 ফসল ভরা স্বপ্ন ঘেরা পথ হারানো ক্ষেতে,  
 মৌ মৌ মৌ গঙ্গে যেখায় বাতাস থাকে মিঠে।  
 মমতারই শিশির গুলো জড়িয়ে থাকে পায় ॥

II -+ -+ গা মা | -+ পা সী -+ I না -+ নধা -পা | -+ পা না -ধা I  
 ০ ০ এক বা র যে তে ০ দে ০ নাং ০ ০ আ মা র  
  
 I ধা ধা ধা -পা | -+ পা ধনধা -পা I পা -+ -+ -পা | -+ -+ -+ I  
 ছে ট ট ০ ০ সো নাং ০ র গাঁ ০ ০ য ০ ০ ০ ০  
  
 I -+ -+ রগা গা | -গা গা গা -গা I মা -+ ধা -পা | -মা মা মা -+ I  
 ০ ০ যে ০ থা য কো কি ল ডা ০ কে ০ ০ কু হ ০  
  
 I -+ -+ রমা মা | -মা মা মা -+ I পা -+ না -ধনা | -পা পা পা -+ I  
 ০ ০ দে ০ যে ল ডা কে ০ মু ০ হ ০ ০ ০ মু হ ০  
  
 I -+ -+ পা পা | না না না -+ I না -+ রসা -না | -+ নর্বা র্বা -+ I  
 ০ ০ ন দী ০ যে থা য ছ ০ টে ০ ০ চো লে ০  
  
 I -+ -+ র্বা -র্মা | গা রসা -সী সী I সী -+ -+ -র্বা | -র্বা -ধা -মপা গগ I  
 ০ ০ আ ০ পন্থ ০ কা না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ য

II {- - সী -গৰী | -ৰী সী না -ধা I - - পথা ধা -+ | ধা ধা -+ রী I  
 ০ ০ পি ০০ দিম্ব জ্বা লা ০ ০ সঁও যে ০ র বে ০ লা  
  
 I -+ - রী রী | গী মী পী -+ I -সী সী - গী | -+ -+ -+ I  
 ০ ০ সা ন বাধ নো ০ ০ ঘা ০ টে ০ ০ ০ ০  
  
 I -+ - রসা -গৰী | রী সী না -ধা I -+ পথা -ধা ধা | -+ ধা -+ রী I  
 ০ ০ গ ০ল প ক থা র ০ পাঠ সি ০ ভি ০ ডে  
  
 I -+ - সী -না | না ধা ধা না I পথা -+ পা -+ | -+ -+ -+ I  
 ০ ০ রু প কা হি নী র বাঁ ০ কে ০ ০ ০ ০ ০  
  
 I গপা -+ পা -পা | ধৰ্সী -+ সী -না I না -+ ধপা -পা | -+ ধৰ্সনা না -ধা I  
 ম ০ ০ ধু র ম ০ ০ ধু র মা ০ য়ে ০ র ০ ক০০ থা য  
  
 I -+ - ধা -ধা | পমা মা ধনধা -পা I পা -+ -+ | -+ -+ -+ -পা II  
 ০ ০ প্রা গ জু ০ ডি য়ে ০০ ০ যা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য  
  
 II {- - সী -গৰী | রী সী না -ধা I -+ পথা -ধা ধা | -+ ধা -+ রী I  
 ০ ০ ফ ০০ সল ভ রা ০ ০ ষ ০ প ন ০ যে ০ রা  
  
 I -+ - রী রী | গী মী পী সী I সী -+ গী -+ | -+ -+ -+ I  
 ০ ০ প থ হ রা নো ০ ক্ষে ০ তে ০ ০ ০ ০ ০ ০  
  
 I -+ - সী -গৰী | রী সী সী-নৰ্সনা I -ধা মধা ধা ধা | -+ ধা -+ রী I  
 ০ ০ মৌ ০০ মৌ ০ মৌ ০০০ ০ গ ০ ন ধে ০ যে ০ থা  
  
 I -+ -রী সী না | -ধা ধা ধা -না I পথা -+ পা -+ | -+ -+ -+ I  
 ০ য বা তা স থা কে ০ মি ০ টে ০ ০ ০ ০ ০ ০  
  
 I গপা -+ পা -+ | ধৰ্সী -+ সী -না I -+ না -+ ধপা | -পা ধৰ্সনা না -ধা I  
 ম ০ ০ ম ০ তা ০ রি ০ ০ শি ০ শি ০ শি ০ র গ০০ লো ০

I -+ -+ ধা ধা | পমা মা ধনধা-পা I -+ পা -+ -+ | -+ -+ -+ -পা I  
 ০ ০ জ ড়ি য়ে০ থা কে০০ ০ ০ পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

I গপা -+ পা -+ | ধৰ্মা -+ সৰ্বসী-না I না না -+ ধপা | পা ধৰ্মনা-না না I  
 ম০ ০ ম ০ তাঁ ০ রিঁ ০ ০ ০ শি ০ শি ০ র ৩০০ ০ লো

I -+ -+ ধা ধা | পমা মা ধনধা-পা I -+ পা -+ -+ | -+ -+ -+ -পা II II  
 ০ ০ জ ড়ি য়ে০ থা কে০০ ০ ০ পা ০ ০ ০ ০ ০ ০ য়

## দেশোত্তোধক গান

সুর: সমর দাস  
কথা: গোবিন্দ হালদার

তাল: দাদরা

পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে  
রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল  
জোয়ার এসেছে গণসমুদ্রে  
রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল  
বাঁধন ছেঁড়ার হয়েছে কাল ॥

শোষণের দিন শেষ হয়ে আসে  
অত্যাচারীরা কাঁপে আজ ত্রাসে  
রক্তে আগুনে প্রতিরোধ গড়ে  
রক্তে আগুনে প্রতিরোধ গড়ে  
নয়া বাংলার নয়া সকাল ॥

আর দেরি নয় উড়াও নিশান  
রক্তে বাজুক প্লয়ের বিষাণ  
বিদ্যুৎগতি হটক অভিযান  
ছিঁড়ে ফেল সব শক্তি জাল ॥

II	পা	-	পা		পা	গা	-	I	পা	-	-		-	-	-	I
	পু	র	ব		দি	গ	ন		তে	০	০		০	০	০	
I	পা	-	সী		না	ধা	-	I	পা	-	-		-	-	-	I
	সু	র	য		উ	ঠ	০		ছে	০	০		০	০	০	
I	ধা	-	ধা		মা	-	-	I	পা	-	পা		গা	-	-	I
	র	ক	ত		লা	০	ল		র	ক	ত		লা	০	ল	
I	মা	-	গা		রা	-	-	I	-	-	-		-	-	-	I
	র	ক	ত		লা	০	ল		০	০	০		০	০	০	
I	ধা	-	ধা		রা	রা	-	I	রা	-	-		-	-	-	I
ঝ	জো	য়া	ব্ৰ		এ	সে	০		ছে	০	০		০	০	০	

I	ধা	ধা	ধা		মা	-্ত	-গা	I	রা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I
গ	ণ	স	মু	০	দ্		দ্র	০	০	০	০		০	০	০	
I	পা	পা	পা		মা	-্ত	-্ত	I	পা	পা	পা		গা	-্ত	-্ত	I
র	ক	ত	লা	০	ল		ল	০	০	০	০		০	০	০	
I	রা	-গা	রা		সা	-্ত	সা	I	-্ত	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	গা	I
র	ক	ত	লা	০	ল		ল	০	০	০	০		০	০	বাঁ	
I	সা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	সা	I	সৰ্ধা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	ধা	I
ধ	০	০	০		ন্ম	জেঁ		ড়া	০	০	০		০	০	ৰহ	
I	ধা	না	ধা		পা	-্ত	-্ত	I	-্ত	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	পা	I
য়ে	০	ছে	কা	০	০		০	০	০	০	০		০	০	লহ	
I	পা	-ধা	পা		মা	-্ত	মা	I	মা	-পা	মা		গা	-্ত	গা	I
য়ে	০	ছে	কা	০	ল		হ	য়ে	০	ছে	কা		ল	হ		
I	গা	-মা	পা		পা	রা	-্ত	I	-্ত	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I
য়ে	০	ছে	কা	০	০		০	০	০	০	০		০	০	ল	
I	ধা	ধা	রা		রা	রা	-্ত	I	রা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I
জো	য়া	র	এ		সে	০	ছে	০	০	০	০		০	০	০	
I	ধা	না	ধা		মা	-্ত	গা	I	রা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I
গ	ণ	স	মু	০	দ্		দ্র	০	০	০	০		০	০	০	
I	পা	পা	-্ত		মা	-্ত	-্ত	I	পা	পা	-্ত		গা	-্ত	-্ত	I
র	ক	ত	লা	০	ল			০	০	০	০		০	০	ল	
I	রা	-গা	রা		সা	-্ত	-্ত	I	-্ত	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	II
র	ক	ত	লা	০	০		০	০	০	০	০		০	০	ল	
II	{সা	গা	পা		ধা	পা	গা	I	গা	গা	পা		ধা	-্ত	পা	I
শো	ষ	ষ	গে		র	দি	ন	শে	ষ	ষ	হ		য়ে	০	আ	২৫

I	গা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I	-্ত	-্ত	-্ত	-্ত	-্ত	I		
	সে	০	০		০	০	০		০	০	০	০	০			
I	স্বর্গা	গা	-্ত		স্বর্গা	গা	-্ত	I	সী	সী	-্ত		গা	পা	মা	I
অ০	ত্যা	০	চ০		রী	ৰা	ৰা		কাঁ	পে	০	আ	জ	আ		
I	গা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I	-্ত	-্ত	-্ত	-্ত	-্ত	I		
	সে	০	০		০	০	০		০	০	০	০	০			
I	মা	মা	-্ত		মা	মা	মা	I	মা	মা	মা		মা	মা	মা	I
র	ক	তে	অ		গু	নে	নে		প্ৰ	তি	রো	ধ	গ	ড়ে		
I	গা	গা	গা		গা	গা	গা	I	গা	গা	গা		গা	গা	গা	I
	র	ক	তে		অ	গু	নে		প্ৰ	তি	রো	ধ	গ	ড়ে		
I	সা	সা	ধা		পা	পা	-্ত	I	সা	-্ত	সা		গা	-্ত	গা	I
ন	য়া	বাং	লা		লা	লা	০		ন	য়া	স	কা	০	ল		
I	পা	গা	পা		পা	-্ত	পা	I	পা	গা	পা		গা	-্ত	-্ত	I
ন	য়া	স	কা		০	ল	ল		ন	য়া	স	কা	০	০		
I	সী	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I	গা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I
০	০	০	০		০	০	০		০	০	০	০	০	০		
I	পা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I								
ল	০	০	০		০	০	০									
I	{সা	গা	পা		ধা	পা	গা	I	গা	গা	পা		ধা	-্ত	পা	I
আ	র	দে	রি		ন	ন	য়		উ	ড়া	০	ও	নি	০		
I	গা	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I	-্ত	-্ত	-্ত		-্ত	-্ত	-্ত	I
শা	০	০	০		০	০	০		০	০	০	০	০	০		
I	স্বর্গা	গা	-্ত		স্বর্গা	গা	-্ত	I	সী	সী	গৱে		গা	পমা	-্ত	I
র০	ক	তে	বাং		জু	ক	ক		প্ৰ	ল	ৰ	ৰ	বিং	০		

I	গা	গা	-†		গা	-†	-†	I	গা	-†	-†	-†		-†	-†	-†	-†	I
	যা	০	০		০	০	০		০	০	০	০		ণ	০	০	০	
I	মা	মা	মা		মা	মা	মা	I	মা	মা	মা	মা		মা	মা	মা	মা	I
	বি	দ্য	০		ত	গ	তি		হো	ক	অ	ভি		যা	ন			
I	গা	গা	গা		গা	গা	গা	I	গা	গা	গা	গা		গা	গা	গা	গা	I
	বি	দ্য	০		ত	গ	তি		হো	ক	অ	ভি		যা	ন			
I	সা	সা	সা		ধা	পা	-†	I	সা	গা	সা	গা		গা	গা	গা	গা	I
	ছি	ডে	ফে		ল	স	ব		শ	ক্র	০	জা		০	গো	ল		
I	গা	পা	গা		পা	-†	পা	I	পা	গা	পা	পা		গা	-†	-†	I	
	শ	০	ক্র		জা	০	ল		শ	০	ক্র	জা		০	০	০	০	
I	সা	-†	-†		-†	-†	-†	I	গা	-†	-†	-†		-†	-†	-†	I	
	০	০	০		০	০	০		০	০	০	০		০	০	০	০	
I	পা	-†	-†		-†	-†	-†	II	II									
	ল	০	০		০	০	০											

## দেশাত্মবোধক গান

কথা: আবুল ওমারাহ মোঃ ফখরুজ্জিন  
সুর: আলাউদ্দিন আলী

তাল: দাদরা

ও আমার বাংলা মা তোর আকুল করা  
রূপের সুধায় হৃদয় আমার যায় জুড়িয়ে,  
যায় জুড়িয়ে- ও আমার বাংলা মাগো ।  
ফাঞ্চনে তোর কৃষ্ণচূড়া পলাশ বনে কিসের হাসি,  
চৈতী রাতে উদাস সুরে রাখাল বাজায় বাঁশের বাঁশিঃ॥  
বোশেখে তোর রংগু ভয়াল কেতন উড়ায় কাল-বোশেখী,  
জষ্ঠি মাসে বনে বনে আম কঁঠালের হাট বসে কি ।  
শ্যামল মেঘের ভেলায় চড়ে আশাট নামে তোমার বুকে,  
শ্রাবণ ধারার বরবাতে কি সিনান করিস্ পরম সুখোঃ।  
নীলাষ্মীরী শাড়ী পরে শরৎ আসে ভাদর মাসে,  
অস্ত্রানে তোর ধানের ক্ষেতে সোনা রঙের ফসল হাসে ।  
রিঙ্গ চাষির কুঁড়েঘরে দিস্ মাগো তুই আঁচল ভরে,  
পৌষ পাবনের নবান্ন ধান আপন হাতে উজাড় করো॥

II	II	-+	-	া	{	সা		০	গা	মপমা	-মগা	I	+	পা	পা	পা	পা	ণদা	পমা	I	
o	o			ও		আ		০	মা	০০	০০	০০		বা	ঁ	লা	মা	তো	০০	০০	
I	মা	মপা	ণদা		পমা	মপা	-মগা	I	গা	পমা	-গা		রসা	সরা	-সগ্না	I					
আ	কু	০	০ল		ক০	ৰাঁ	০	০	কু	পে	ৰ		সু	ৰ্ধা	০	০					
I	গা	সা	-জ্ঞা		সংসা	ণ্দা	-গা	I	গ্নস্না	-দ্বন্দ্বা	সা		সা	সা	-	I					
হ্র	দ	য়			আ	০০	মা	০	ৰ	যা	০০	০০	জু	ড়ি	য়ে	০					
I	গা	গা	গা		মা	পা	-দা	I	-মপা	-মগা	সা		গা	পমপা	-সা	I					
যা	য়	জু	ড়ি			য়ে	০	০০	০০	০০	ও		আ	মা	০০	০০					
I	ণদপা	-দা	দা		পদপা	-মদপা	-	I	মা	-	-		-	-	-	-	II				
	বা	০০	ঁ	লা		মা	০০	০০০	০	গো	০	০		০	০	০	০				
২০	II	সা	ণদা	-সংণদা		পমা	মপা	-মগা	I	মা	মা	মা		মা	মা	-	I				
	ফা	গু	০০০		নে	০	তো	০ৰ		কৃ	ষ	ণ		চু	ড়া	০					

I	মা	পমা	-জ্ঞান		মপা	পা	-ন	I	পা	দা	দা		দপা	পণ্ডা	-পম্ভা]	
	পা	লাং	০০শ		বৰ	নে	০		কি	সে	র		হাং	সি০০	০০	
I	রমা	-ন	মা		পধা	ধা	-ন	I	পধা	ধমা	-রা		ধণা	গা	-ন I	
	চৈ০	০	তি		রাঁ	তে	০		উঁ	দাঁ	স		সু০	রে	০	
I	ণা	সৰ্গা	-দা		গৰ্সা	সৰ্বা	-পা	I	পা	পদা	-পদা		মপা	মগা	-ন I	
	রা	খাং	ল		বাঁ	জ	য		বাঁ	শেঁ	০ৱ		বাঁ	শি০	০	
I	-ন	-ন	সা		গা	মপমা	-গমপা]		পা	পা	পা		পা	ণদা	-পমা I	
	০	০	ও		আ	মা০০	০০০ৱ		বা	ঁ	লা		মা	তো০	ৱ০	
I	মা	মপা	-ণদা		পমা	মপা	-মগা I		গা	পমা	-গা		রসা	সৱা	-সণ্ণ]	
	আ	কুঁ	০ল		কৰ	ৱাঁ	০০		কু	পেঁ	ৱ		সু০	ধাঁ	০য়	
I	ণা	সা	-জ্ঞা		সণ্সা	ণ্ডা	-ণা	I	ণ্সণ্ণা	-দণ্সা	সা		সা	সা	-ন II	
	হ	দ	য		আ০০	মাঁ	ৰ		যা০০	০০য়	জু		ড়ি	য়ে	০	
I	দ্বা	ণ্সণ্ণা	-দণ্সা		সা	সা	-ন	I	সঞ্চা	-জ্ঞা	জ্ঞা		খজ্ঞা	খসা	সা I	
	বো	শে০০	০০০		খে	তো	০		কুঁ	দ্	ৱ		ভ০	য়াঁ	ল	
II	গা	গা	গা		মা	পা	-মগা I		গমা	-গমগা	গা		রসা	সৱা	-সণ্ণ]	
	কে	ত	ন		উ	ড়া	০য়		কাৰ	০০ল	বো		শেঁ	থী০	০০	
I	ণা	-সা	সণ্ণা		গ্রসা	ণ্ডা	-ণদা I		ণা	ণা	-সা		সা	সা	-ন I	
	জো	স্	ঠি০		মা০০	সেঁ	০০		ব	নে	০		ব	নে	০	
I	সা	সা	সা		খ	জ্ঞা	জ্ঞা	I	গজ্ঞা	-খগজ্ঞা	খসা		সা	সা	-ন I	
	আ	ম	কঁ		ঠা	লে	ৱ		হাঁ	০০ট	ৱ		সে	কি	০	
I	{	সৰ্বা	ণদা	-সণ্ডা		পমা	মপা	-মগা I		মা	মা	মা		মা	মা	-ন I
	শ্যা	ম	০	০০ল		মেঁ	ষেঁ	ৱ০		ভে	লা	য়		চ	ড়ে	০
I	[মপা	ণপা	-মজ্ঞা]											দপা	পণ্ডা	-মপা]
	মা	পমা	-জ্ঞান		মপা	পা	-ন	I	পা	দা	দা		বু০	কে০০	০০	
	আ	ষা	০	০০ট		না০	মে	০		তো	মা	ৱ				২২

I	রমা	মা	মা		পধা	ধা	ধা	I	পধা	-রা	রা		ধণা	ণা	-ঁ	I	
	শ্রাঁ	ব	ণ		ধাঁ	রা	য়		বু	ৰ	ষা		তে০	কি	০		
I	গা	সণা	-দা		ণস্ণা	সা	-পা	I	পা	পদা	-পদা		মপা	মগা	-ঁ	I	
	সি	নাঁ	ন্		কু	রি	স		প	ৱু	০ম		সু০	খে০	০		
II	দা	ণ্সণা	-দৃণ্সা		সা	সা	-ঁ	I	সখা	-জ্ঞা	জ্ঞা		খজ্ঞা	খসা	সা	I	
	নী	লা০০	০০ম্		ব	বী	০		শা	ডিঁ	০		প০	ৱে০	০		
II	গা	গা	গা		মা	পা	-মগা	I	গমা	-গমা	-গা		রসা	সরা	-সণা	I	
	শ	ৱ	৬		আ	সে	০০		ভা	দ০	ৱ		মা০	সে০	০০		
I	গা	-সা	সণা		ণৱসা	ণ্দা	-ণ্দা	I	ণা	ণা	-সা		সা	সা	-ঁ	I	
	অ	০	শ্রাঁ		ণে০০	তে০	০ৱ		ধা	নে	ৱ		ক্ষে	তে	০		
I	সা	সা	-ঁ		ঝা	জ্ঞা	জ্ঞা	I	গা	জ্ঞঝা	-গজ্ঞা		খসা	সা	-ঁ	I	
	সো	না	০		ৱ	জ্ঞে	ৱ		ফ	স০	ৱল		হাঁ	সে	০		
I	{	সণা	-দৰ্সণা	দপা		পমা	মপা	মগা	I	মা	মা	-ঁ		মা	মা	-ঁ	I
	নি০	০০ত্	ত্ৰ০	চা০	ষী০	০ৱ			কুঁ	ড়ে	০		ঘ	ৱে	০		
I	[মপা	-ণপা	মজ্ঞা]														
	পমা	-জ্ঞমজ্ঞা	জ্ঞা		মপা	পা	পা	I	পা	দা	দা		দপা	পণ্ডা-মপা}	I		
	দি০	০০স্	মা		গো০	তু	ই		আঁ	চ	ল্		ভ০	ৱে০০	০০		
I	গা	সণা	-দা		ণস্ণা	সা	-পা	I	পা	পদা	-পদা		মপা	মগা	-ঁ	II II	
	আ	প০	ন		হাঁ	তে	উ		জাঁ	০	ড়		কু	ৱে০	০		

## অনুশীলনী

- ১। প্রকৃতি পর্যায়ের একটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর ।
- ২। একটি পূজা পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাও ।
- ৩। ত্রিতালে নিবন্ধ একটি প্রকৃতি পর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে শোনাও ।
- ৪। স্বদেশ পর্যায়ের একটা রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন কর ।
- ৫। নজরুল ইসলাম রচিত একটি দেশাত্মোধক গান গেয়ে শোনাও ।
- ৬। কাজী নজরুলের একটি উদ্দীপনামূলক গান পরিবেশন কর ।
- ৭। কবি জসীমউদ্দীনের লেখা একটি লোকসংগীত গেয়ে শোনাও ।
- ৮। আবদুল লতিফের লেখা ও সুর করা একটি পল্লিগীতি পরিবেশন কর ।
- ৯। হাছন রাজা রচিত একটি গান পরিবেশন কর ।
- ১০। একটি দেশাত্মোধক গান পরিবেশন কর ।

## জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি ।

চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥

ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে দ্রাগে পাগল করে,

মরি হায়, হায় রে —

ও মা, অস্ত্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো —

কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে ।

মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,

মরি হায়, হায় রে —

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি ॥

		+		○			+		○								
মা	পা	II	গা	মা	-গ্রগা	।	রা	-সা	-রসা	I	শ্ৰী	-ধা	-ৰা	-ৰা	-ধা	গ্রা	I
আ	মার		সো	না	ৱ	বা	০	০	০	লা	০	০	০	আ	মি		
I	সা		সৱা	-গমা	-গমগা	রা	সা	I	গ্রা	সা	-ৰা	-ৰগা	-গ্রা	I			
তো	মা০	০০	০০	য়	ভা	লো	বা	সি	০	০	০০	০	০				
I	-সা		সা	।	সা	সা	-ৰ	I	রমা	মা	-ৰ	পা	পা	-ৰ	I		
০	০		চি		র	দি	ন		তো০	মা	ৱ	আ	কা	০			
I	-ৰ	-ৰ	সা	।	সা	সা	-ৰ	I	রমা	মা	-ৰ	পা	পা	-মা	I		
০	শ্	চি	র		দি	ন			তো০	মা	ৱ	আ	কা	শ্			
I	পা	পা	-ধণা	।	ধা	পা	-মা	I	পা	পা	-ধণা	।	ধা	পা	-ৰ	I	
তো	মা	০ৱ	বা	তা	স	আ	মা	০ৱ	পা	০ৱ	পা	ণে	০				
I	-ৰ	-ৰ	-ৰ	।	-ৰ	পৰ্সা	সৰ্বা	I	পৰ্সা	গা	-ৰ	ধা	পা	-ধা	I		
০	০	০	০		ও	মা০	আ		মা	ৱ	পা	ণে	০				
I	মপা	শ্বগা	-ৰ	।	মা	গমা	-পা	II									
	বা০	জা	য়		বাঁ	শি০	০										

-+ -+ মা গা I { মা ধা -+ | ধা ধা -না I সা সা -র্গা | র্বা সা -র্সা I  
 ০ ও মা ফাঁও ০ নে তো রু আ মে ব্র ব নে ০০

I না সা -নধা | -+ ধা না I না সা -+ | -র্বা -র্গা -র্বা I  
 শ্রা গে ০০ ০ পা গল্ক ক রে ০ ০ ০০ ০

I -সা -+ -+ | -+ (না না I না -+ -+ | -সা -+ -+ I  
 ০ ০ ০ ০ ম রি হা ০ ০ ০ ০ ০ য

I নসা -বর্বা সা | গা ধা -পমা} I না না I না সা সা | সা সা -র্বা I  
 হাঠ ০য় রে ও মা ০০ ও মা অ ০ শ্রা গে তো রু

I প্রসা গা -+ | ধা পা -মা I পা -গা গা | ধা পা -+ I  
 ভ রা ০ ক্ষে তে ০ কী ০ দে খে ছি ০

I -+ -+ -+ | -+ সা সর্বা I সা -+ গা | ধা পা -ধা I  
 ০ ০ ০ ০ আ মি০ কী ০ দে খে ছি ০

I মপা শগা -+ | মা গমা -পা II  
 ম০ ধু র হা মি০ ০

সা।সা রসা -গা II গা -+ সা | স্বরসা গ্রহা -+ I -+ -+ ধা | ধা ধা -গা I  
 কী শোভা০ ০ কী ০ ছা যাঠ গো০ ০ ০ ০ কী লেহ ০

I সা -গা গা | গা গমা -পা I -মপমা -গা গমা | গমগা স্বা -রা I  
 কী ০ মা যা গো০ ০ ০ ০ ০ কী০ আঁ০ চল্

I রগা গা -+ | মা পা -ধপা I মা গা -রসা | সা গা -+ I  
 বি০ ছা ০ যে ছ ০০ ব টে ব্র মু লে ০

I গা মা -গা | রা সা -রসা I গা সা -+ | -রা -রগা -রগরা I  
 ন দী র কু লে ০০ কু লে ০ ০ ০০ ০০০

I -সা -+ -+ | -+ মা গা I মা ধা -+ | ধা ধা -না I  
 ০ ০ ০ ০ মা তোৰ মু খে র বা ণী ০

I { সা সা -র্গা । র্গ সা -রসা I না সা -ন্ধা । -ঁ ধা না I  
 আ মা ০ৱ কা নে ০০ লা গে ০০ ০ সু ধাৰ  
 I না সা -ঁ । র্গ সুৰ্গা -ৰা I -সা -ঁ -ঁ । -ঁ (না না I  
 ম তো ০ ০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০ ম রি  
 I না -ঁ -ঁ । -সা -ঁ -ঁ I নসা -নৰা -সা । গ ধা -পমা I  
 হা ০ ০ ০ ০ য হাঠ ০য় রে মা তো ০ৱ  
 I মা ধা -ঁ । ধা ধা -না ) } I না -না I না না -সা । সা সা -র্গ I  
 মু খে রু বা ণী ০ মা তোৱ ব দ ন খ নি ০  
 I সুৰ্গা -ঁ । ধা পা -মা I পা পা -ধণা । ধা পা -ঁ I  
 ম লি ন হ লে ০ আ মি ০০ ন য ০  
 I -ঁ -ঁ -ঁ । -ঁ সা সৰ্গা I সুৰ্গা -ঁ । ধা পা -ধা I  
 ০ ০ ০ ন ও মা০ আ মি ০ ন য ন  
 I মপা যগা -ঁ । মা গমা -পা II II  
 জো লে ০ ভা সি ০

**স্বরলিপি পদ্ধতির ব্যাখ্যা  
ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতি**

- ১। শুন্দ স্বর লেখার জন্য কোনো চিহ্নের প্রয়োজন হয় না - যেমন - সা রে গ ম প ধ নি
- ২। কোমল বা বিকৃত স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে- ড্যাশ বা আড়া চিহ্ন ব্যবহার হয় এবং তীব্র স্বর লেখার জন্য স্বরের উপরে খাড়া বা লম্ব চিহ্ন ব্যবহার হয়, যেমন - রে গ ধ নি এবং ম
- ৩। উদারা বা মন্ত্র সঙ্কের স্বর লেখার জন্য স্বরের নিচে বিন্দু ব্যবহার হয়, যেমন - নি ধ প ম
- ৪। তার সঙ্কের স্বর লিখতে স্বরের উপর বিন্দু বা ফোটা বসে, যেমন- সা রে গ ম
- ৫। স্বর দীর্ঘ হলে স্বরের পরে ড্যাশ বা আড়া দাগ বসে, যেমন- সা - - রে গ প - - ম।
- ৬। বাণী বা কবিতা দীর্ঘ হলে- অক্ষরের পর অবস্থা বা এস (S) চিহ্ন বলে, যেমন- ধ ন S। ধা ন ন। পু ষ পে। ভ রা S।
- ৭। স্পর্শ স্বর বা কণ স্বর লিখতে- স্বরের উপরে ডান পাশে ছোটো স্বর বসে, যেমন- নি রেঁ গ, গঁ প - রে গ - ।
- ৮। মীড়ের চিহ্ন স্বরের উপরে উল্টা অর্ধচন্দ্র বসে যেমন- প গ সাধ ।
- ৯। গীত স্বর ও তালের ছন্দ বিভাজনে কমা ব্যবহার হয়, যেমন- মা ধু রী। ক রে ছো। দা S ন, আ মা র
- ১০। মুড়কী লিখতে প্রথম বন্ধনী ব্যবহার হয়, যেমন একমাত্রায় চার স্বর পদ্ধমপ = (প) সারেনিসা (সা)
- ১১। গমক ও খটকা লিখতে দীর্ঘ স্বরের স্থানে স্বর ব্যবহার হয়, যেমন-

গমক

সা সা নি - ধ

নি S ত S S

খটকা

নি ক্লে ম প

নি ত উ ঠ

১২। একমাত্রায় একের অধিক স্বর লিখতে অর্ধচন্দ্র ব্যবহার হয়, যেমন- গ্রমপ সা ধপু গ্রমগ পমগরে সা-রেগ

১৩। অর্ধমাত্রা লিখতে কমা ব্যবহার হয়, যেমন সা, ধ, গ্রম, প

১৪। তালচিহ্ন স্বর ও বাণীর নিচে বসে চিহ্নসমূহ

সম এর শুণ চিহ্ন-                            ×

খালির শুন্য চিহ্ন-                            ০

খণ্ডের সংখ্যা-                            ২,৩,৪

খণ্ডের দাঢ়ি চিহ্ন                            । ।

যেমন- সা - ধ প। ম গ ম রে।

আৰো মা রো জীৰী S ব নে

## ୧୫ । ତାଲଲିପି- ତ୍ରିତାଳ ୧୬ ମାତ୍ରା

मात्रा संख्या १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९

ବୋଲ ବା ଠେକା | ଧା ଧିନ ଧିନ ଧା | ଧା ଧିନ ଧିନ ଧା | ନା ତିନ ତିନ ନା | ତା ଧିନ ଧିନ ଧା | ଧା  
ତାଳ ଚିହ୍ନ      x                  २                  ०                  ३                  x

## আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি

১। স র গ ম প ধ ন-সন্তুক। খাদ-সন্তুকের চিহ্ন ঘরের নীচে হস্ত, যথা- প্ৰ., ধ., এবং উচ্চ-সন্তুকের চিহ্ন ঘরের মাথায় রেফ, যথা— স., রং, গ়।

২। কোমল র=খ, কোমল গ=জ্ঞ, কড়ি ম=শ্ব, কোমল ধ=দ এবং কোমল ন=ণ ।

৩। খ<sup>১</sup> = অতিকোমল ঝৰত । অতিকোমল ঝৰতের ছান স ও খ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী । জ্ঞ<sup>১</sup>, দ<sup>১</sup>, গ<sup>১</sup> = যথাক্রমে অতিকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ । খ<sup>২</sup> = অশুকোমল ঝৰত । অনুকোমল ঝৰতের ছান খ ও র স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী । জ্ঞ<sup>২</sup>, দ<sup>১</sup>, গ<sup>১</sup> = যথাক্রমে অনুকোমল গান্ধার, ধৈবত ও নিষাদ ।

৪। একমাত্রা = ।, অর্ধমাত্রা = ঃ, সিকিমাত্রা = ০, দুইটি অর্ধমাত্রা; যথা - সরা। চারটি সিকিমাত্রা; যথা - সরগমা।  
দুইটি সিকিমাত্রা; যথা - সরঃ, একটি সিকিমাত্রা; যথা - সং। একটি অর্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া  
এক মাত্রা; যথা - সংগরঃ। একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্ধমাত্রা মিলিয়া দুইমাত্রা, যথা - রাঃ গঃ।

৫। কোনো আসল ঘরের পূর্বে যদি কোনো নিম্নেকালভ্যাসী আনুষঙ্গিক ঘর একটু ছাঁইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে সেই ঘরটি ক্ষুদ্র অক্ষরে আসল ঘরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা— “ৰা” । আসল ঘরের পরে যদি কখনো অন্য ঘরের ঈষৎ রেশ লাগে, তখন ঐ ঘর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা— “ৱা” ।

৬। বিরামের চিহ্ন ও মাত্রাসমূহের চিহ্ন একই; হাইফেন-বর্জিত হইলে এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা, বিরামের মাত্রা বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুরের ক্ষণিক স্তুতাকে বিরাম বলে।

৭। তাল-বিভাগের চিহ্ন এক-একটি দাঁড়ি। সমে ও সম্ম হইতে তালের এক ফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির ছলে । এরূপ একটি 'দণ্ড' চিহ্ন বসে । প্রায় অত্যেক কলির আরম্ভে দুইটি দণ্ড বসে । যেখানে গান একেবারে শেষ হয় সেখানে চারটি দণ্ড বসে । যথা- II II

৮। মাত্রাসমষ্টি ভিন্ন ভিন্ন গুচ্ছে বিভক্ত, প্রত্যেক গুচ্ছের প্রথম মাত্রার শিরোদেশে ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যা বিভিন্ন তালাক নির্দেশ করে। শূন্য-চিহ্নে ( ০ ) ফাঁক ও যে সংখ্যায় রেফ-চিহ্ন থাকে ( ১ ) তাহাতেই সম্মুখিতে হইবে।

୯ । ଆଞ୍ଚଳୀତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନେର ଚିହ୍ନରୂପ ଦୁଇଟି କରିଯା ଦଶ ବସେ । କୋନୋ କଲିର ଶେଷେ II ଏହି ଯୁଗଳ ଦଶ ଏବଂ  
ସବ-ଶେଷେ II II ଦୁଇ ଜୋଡ଼ା ଦଶ ଦେଖିଲେଇ ଆଞ୍ଚଳୀର ପ୍ରଥମେ ଯେଥାନେ ଯୁଗଳ ଦଶ ଆଛେ ସେଇଥାନ ହିତେ ଆବାର ଆରଣ୍ୟ  
କରିବେ ।

১০। আস্থায়ীর আরঙ্গে, II এই যুগল দণ্ডের বাহিনে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে; কারণ প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু “” এরূপ উদ্ধৃতি-চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

୧୧ । ଅବସାନେର ଚିହ୍ନ, ଶିରୋଦେଶେ ଯୁଗଳ ଦାଁଡ଼ି, ସଥା— ସା<sup>॥</sup> । ହୟ ଏହିଥାନେ ଏକେବାରେ ଥାମିବେ, ନୟ ଏହିଥାନେ ଥାମିଯା ଗାନେର ଅନ୍ୟ କଲି ଧରିବେ ।

১২। পুনরাবৃত্তির চিহ্ন { } এই শুষ্ঠবঙ্গনী; এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি দ্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন ( ) এই বক্রবঙ্গনী, যথা – { সা রা ( গা মা ) }। মা পা।

১৩। পুনরাবৃত্তিকালে কোনো সুরের পরিবর্তন হইলে, শিরোদেশে [ ] এই সরল বঙ্গনীচিহ্নের মধ্যে পরিবর্তিত  
[রা গা]  
স্বরগুলি স্থাপিত হয়, যথা—{সা রা গা}। কলির শেষে যুগল দণ্ডের মধ্যে ও সব-শেষে দুই প্রস্তু যুগল দণ্ডের মধ্যে  
[ ] এই সরল বঙ্গনী থাকিলে, যথা—[ ] I. II [ ] II. আস্তায়ীতে ফিরিয়া পরিবর্তিত সুর গাহিতে হয়।

୧୪। କୋନୋ ଏକଟି ସ୍ଵର ସ୍ଥଳାନ୍ୟ ଏକଟି ସ୍ଵରେ ବିଶେଷକୁଣ୍ଠପେ ଗଡ଼ାଇଯା ଯାଇ, ତଥନ ସ୍ଵରେର ନିଚେ — ଏଇକୁଣ୍ଠ ମୀଡ଼—ଚିହ୍ନ ଥାକେ, ସଥା—ଗା-ପା ।

୧୫। ଯখନ ସ୍ଵରେର ନୀଚେ ଗାନେର ଅକ୍ଷର ଥାକେ ନା , ତଥନ ସେଇ ସ୍ଵର ବା ସ୍ଵରଶୁଲିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵ ହାଇଫେନ ( - ) ବସେ  
ଏବଂ ଗାନେର ପଞ୍ଜିତେ ଶୁନ୍ୟ ( ୦ ) ଦେଓଯା ହ୍ୟ ।

যথা— সা -ট -ট -ট | অথবা— সা-রা-গা-মা |

ମା ୦ ୦ ୦                           ମା ୦ ୦ ୦

একই দ্বর পথক ঝোঁকে উচ্চারিত হলে সেই দ্বরের বাম পার্শ্বে হাইফেন বসে; যথা—

যথা- সা -সা -রা -রা । অথবা- সা -সা -রা -রা ।

১৬। নীচে গানের অক্ষর স্বরান্ত না হইলে উপরে স্বরের বাম পার্শ্বে হাইফেন (-) বসে,

যথা- সা -রা -গা -মা | সা -ই -ই -ই |

ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ

উচ্চারণ | স্বরলিপির ভিতরে প্রায় সব কথার বানান যথাসাধ্য উচ্চারণ - অনুযায়ী বিশ্লেষ করিয়া দেখাইতে যত্ন করা হইয়াছে। C= এ এবং t= অ্যা, যেকোপ বেদনা ও বেলা শব্দের প্রথম ব্যঙ্গনাশ্রিত একারের মুদ্রণে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ‘অবেলায়’ বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় – অ বে লা য়। তেমনি ‘ঘনে’ বিশ্লেষিত হইলে ছাপা হয় – ম নে।



কর্মসূলী টানেল, চট্টগ্রাম

কর্মসূলী টানেল কর্মসূলী নদীর তৃপদেশ পিছে ৪ লেন বিশিষ্ট সড়ক টানেল। টানেলটি কর্মসূলী নদীর দুই তীরের অঞ্চলকে সুড়ঙ্গ পথে যুক্ত করবে। এই টানেলে ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্ষবাজার মহাসড়ক যুক্ত হবে। টানেলের দৈর্ঘ্য ৩.৪৩ কিলোমিটার। নির্মাণ কাজ শেষ হলে এটিই হবে বাংলাদেশের অন্যতম সুরক্ষ পথ। ২০২২ সালের ডিসেম্বরে টানেলটি চালানের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। বোগাখোগ ব্যবহার সহজীকরণ, আধুনিকাবল, শিল্প কারখানার বিকাশ সাধন এবং পার্শ্বিন শিল্পের উন্নয়নের ফলে কর্মসূলী টানেল বেকারত্ব দ্রুতিকরণসহ দেশের অভিনব উন্নয়নে ব্যাপক সুবিধা আছবে।



দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে  
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য 'গুড়' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে অভিকার ও অভিবোধের জন্য ম্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য